উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 18 August 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 91

রংদার

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে বাঙালি আলোচনা করেছে সততা নিয়ে। আবার আরজি করের ঘটনায় ফুটে উঠেছে সমাজের ভয়ংকর দিক। তা নিয়ে রংদার রোববারে প্রচ্ছদ।

সাদা কালো

নয় থেকে বারোর পাতায়

৪২ ডাক্তারের বদলি স্থগিত, সন্দীপকে টানা জেরা

নির্মল ঘোষ ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : পিছু হটল রাজ্য সরকার। ৪২ জন সরকারি চিকিৎসককে বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদীদের গণহারে বদলির অভিযোগ উঠেছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সরকার এই পদক্ষেপ করেছিল বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিছু ভুল পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
GNM ও B.Sc কোর্সে
ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

আরজি কর মেডিকেলে ধর্ষণ ও খুনের পরিপ্রেক্ষিতে সকলের নজর অবশ্য এখন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের দপ্তরে। যেখানে দু'দিন ধরে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। তিনি অস্থি বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশন শনিবার তাঁকে সংগঠন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের বদলির আদেশ স্থগিত রাখার ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও বদলির নির্দেশের পিছনে কোনও উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি মানতে চাননি। বরং একে রুটিন বদলি বলে স্বাস্থ্যসচিব শনিবার সন্ধ্যায় মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, 'এই বদলির প্রক্রিয়া আরজি করের ঘটনার দু'মাস আগে শুরু হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই আদেশে আগেই ছাড়পত্র দিয়েছিল। শুধু নামের বানান থেকে শুরু করে আরও কিছু সংশোধন করে নির্দেশ দিতে দেরি হল।' এরপর ষোলোর পাতায়

মধ্যরাতে শহর শাসন মাতালদের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : হিলকার্ট রোড তখন শুনসান হতে শুরু করেছে। একে একে ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে দোকানগুলির। উঠে গিয়েছে ট্রাফিকের বাধানিষেধও। হাতঘড়ি জানান দিচ্ছে, সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। কার্যত ফাঁকা রাস্তা ধরে সেবক রোড থেকে হাসমি চকের দিকে এগোচ্ছিল একটি স্কুটার। চালক বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি। পেছনে একদিকে মুখ করে বসে রয়েছে বছর কুড়ির একটি মেয়ে।

সিপিএম পার্টি অফিস পার করতেই সশব্দে স্কুটারের কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল দুটি মোটরবাইক। একটি বাইকে তিনটি ছেলে, অন্যটিতে দুজন। কারও মাথাতেই হেলমেট নেই। কটূক্তি না করলেও বাইক থেকে হাত নাড়িয়ে মেয়েটির উদ্দেশ্যে নানা অঙ্গিভঙ্গি শুরু করল একটি ছেলে। হাসমি চক থেকে স্কুটার ফ্লাইওভারের রাস্তা ধরল। কোর্ট মোড়ের দিকে এগোল বাইকাররা। তবে যতক্ষণ স্কুটারটি চোখে পড়ল, হাত নাড়িয়েই গেল ছেলেটি।

দু'দিন আগেই রাত দখলের ডাক দিয়ে যে হিলকার্ট রোডে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন হাজার হাজার মেয়ে ও মায়েরা, শুক্রবার রাতে সেই হিলকার্ট রোডের এই দৃশ্য রাতের শিলিগুড়ির আসল ছবি জানান দিচ্ছিল।

ঘটনার মিনিট পনেরো আগের কথা। সূর্য সেন পার্কের পাশের মাঠে নদীর ধারে অন্ধকারে মদের আসরে বসেছিল তিন তরুণ। বাইকের আলো ফেলতেই চিৎকার করে গালিগালাজ শুরু করল তারা। খানিক এগোতেই সাজানো মহানন্দার পাড়ে গাঁজার গন্ধে দু'দণ্ড দাঁড়ানোই দুষ্কর হয়ে উঠল। বিসর্জনঘাট তখন কার্যত মদ্যপদের দখলে চলে গিয়েছে। নিয়ন আলোয় কারও তোয়াক্কা না করেই দু-তিনটে দল নিশ্চিন্তে মদ্যপান করছিল।

এয়ারভিউ মোড়ের পেট্রোল পাম্পের উলটোদিকের চায়ের দোকানে রাত বাড়লেই ভিড় বাড়ে। প্রতিদিন সেখান থেকেই নাকি বাইক রেস হয়। সেকথা যে মিথ্যা নয় তা শুক্রবার রাতে তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। সওয়া দশটা নাগাদ চায়ের দোকানের সামনে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াতেই দুই অবাঙালি তরুণ চার বোতল বিয়ার বাজি ধরে রেস শুরু করল। বিকট শব্দে হিলকার্ট রোড ধরে হাসমি চকের দিকে ছুটল বাইক। এরপর ষোলোর পাতায়

নাইট সাফারি

এবার যৌন নির্যাতনের শিকার নাবালিকা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : নাবালিকাকে গণধর্ষণের ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি তখনও। ফের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল আরেক নাবালিকাকে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি শহরের একটি অভিজাত আবাসনে। আবাসনের ভেতরেই সকলের অলক্ষ্যে আট বছরের ওই মেয়েটিকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী রাকেশ রাইকে শনিবার গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ সিকিমের সিংতামের বাসিন্দা রাকেশ আবাসনেই নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করত। কয়েকমাস আগেই সে এসেছে। যৌন নির্যাতনের বিষয়টি জানাজানি হতে আবাসিকরাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আরজি কর কাণ্ডে এমনিতেই উত্তাল গোটা রাজ্য। তারমধ্যে ফের ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মতো একের পর এক অভিযোগ ওঠায় বিতর্ক বাড়ছে শিলিগুড়িতে। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তা খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে সমাজের একটা বড় অংশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওইদিন ওই নাবালিকা আবাসনের সুইমিং পুলে নেমেছিল। এরপর জামা নেওয়ার জন্য এরপর ষোলোর পাতায়

নারী নিরাপত্তায় অ্যাপ

কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তায় 'রাত্তিরের সাথী' অ্যাপ চালু করছে নবান্ন। শনিবার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের কর্তারা বৈঠক করেন। রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং হস্টেলে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

বাতিল আজকের ডার্বি

আরজি কর কাণ্ডের জেরে বাতিল হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ডার্বি। প্রশাসন জানিয়েছে, ম্যাচের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা তারা দিতে পারবে না। ডুরান্ডের অন্য ম্যাচ সরানো হচ্ছে জামশেদপুরে।

বিস্তারিত কুড়ির পাতায়

ভুগলেন রোগীরা

মেডিকেলে দুর্ভোগ, ব্যতিক্রমী জেলা হাসপাতাল

রণজিৎ ঘোষ ও রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : শনিবার দেশজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। কর্মবিরতির জেরে গত কয়েকদিনের মতো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ ছিল। তবে, রোগীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই জন্য জরুরি বিভাগে বসে রোগী দেখেছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অবশ্য সেই চিত্র দেখা যায়নি। সেখানে প্রসূতি অন্তর্বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা মিললেও বাকি অন্তর্বিভাগগুলিতে রোগীদের দিনভর চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

জেলা হাসপাতালে শিশুরোগবিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে, অর্থোপেডিক ও জেনারেল ফিজিশিয়ানরা জরুরি বিভাগে বসে রোগী দেখেছেন। অন্যদিকে, জরুরি বিভাগের বাইরে প্যান্ডেল খাটিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন আইএমএ-এর চিকিৎসকরা। তবে, এদিন অপারেশন থিয়েটার পুরোপুরি বন্ধ ছিল।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যার প্রতিবাদে এদিন ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন ডাক্তাররা। ফলে সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, চিকিৎসকদের চেম্বার কোথাও ডাক্তারদের পাওয়া যায়নি। এর জেরে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সামনে দাঁড়িয়ে ধূপগুড়ির দক্ষিণ খুট্টিমারির বাসিন্দা চঞ্চলা রায়কে এদিন জেনারেল সার্জারি বিভাগে অপারেশনের জন্য ভর্তি করতে বলেছিলেন চিকিৎসক। সেইমতো এদিন তাঁরা সকালেই অত দূর থেকে গাড়ি ধরে মেডিকেলে আসেন। কিন্তু এখানে এসে শোনেন, ডাক্তার বসবেন না। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ফিরে যাওয়ার সময় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রোগীর পরিজনরা। তাঁদের বক্তব্য, 'এভাবে গরিব মানুষকে হয়রানি করার অর্থ কী? দ্রুত অপারেশন করা প্রয়োজন। কিন্তু এদিন ডাক্তার যে বসবেন না তা আমাদের জানানো উচিত ছিল।'

একই বক্তব্য চোপড়ার সুখদেবপুরের বাসিন্দা কালাচাঁদ সরকারের। তাঁর গলব্লাডার স্টোন অপারেশনের কথা ছিল। এদিন অন্তর্বিভাগে ভর্তি হতে না পেরে ফিরে গিয়েছেন। তবে, প্রসূতি বিভাগে পূর্বনির্ধারিত সিজারের পাশাপাশি চিকিৎসকরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিভাগে আসা রোগীদের চিকিৎসাও করেছেন। অন্যদিকে, চিকিৎসকদের আন্দোলনও চলেছে। জরুরি বিভাগের বাইরে জুনিয়ার ডাক্তাররা অন্যদিনের মতোই তরুণী চিকিৎসক হত্যার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি, ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এদিন বাঁশবাড়ি থেকে এসেছিলেন অর্চনা বর্মন। তিনি স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের কাছে রিপোর্ট দেখাতে এসেছিলেন। সোমবার তাঁর অস্ত্রোপচার রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'বহির্বিভাগে চিকিৎসককে রিপোর্ট দেখাতে পারিনি। তবে জরুরি বিভাগে আমার রিপোর্ট দেখেছেন চিকিৎসকরা।'

আইএমএ-এর শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি অরুণকুমার গুপ্তা বলছেন, 'আমরা তরুণী চিকিৎসকের হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হয়েছি, তবে রোগীদের জরুরি পরিষেবাও দিচ্ছি। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জরুরি বিভাগে বসে রোগী দেখেছেন।'

শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলির বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমেও এদিন চিকিৎসকরা ধর্মঘটে শামিল হওয়ায় সেখানেও রোগী পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে।

বৃদ্ধকে কোলে নিয়ে জরুরি বিভাগে ছুটছেন পরিজন। পাশে আন্দোলনে ডাক্তাররা। মেডিকেলে। -শান্তনু ভট্টাচার্য

> আমরা তরুণী চিকিৎসকের হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘটে শামিল হয়েছি, তবে জরুরি পরিষেবাও দিচ্ছি। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা বসে রোগী দেখেছেন।
>
> **অরুণকুমার গুপ্তা**
> *সভাপতি, আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখা*

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
ব্যয়বহুল নয় স্বল্প খরচে...
IVF TEST TUBE BABY
IUI • ICSI
ISAR আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

পঞ্চানন বর্মার নামে ব্যাকটিরিয়া চিনবে বিশ্ব

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : রবীন্দ্রনাথের পর জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে জুড়ল রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নাম। কেঁচোর পৌষ্টিক নালি থেকে আবিষ্কৃত নতুন প্রজাতির একটি ব্যাকটিরিয়ার নামকরণ করা হল পঞ্চানন বর্মার নামে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের একদল গবেষক ব্যাকটিরিয়াটি আবিষ্কার করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'লেক্লেরসিয়া বরমাই'।

প্রায় দু'বছর গবেষণার পর আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি মেনেই এর নামকরণ হয়েছে। গবাদিপশুর নানা রোগ নিরাময়, মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাতে পারে ব্যাকটিরিয়ার ওই নতুন প্রজাতি।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে জীববিজ্ঞানের আবিষ্কারের নামকরণের খুব একটা চল আমাদের দেশে নেই। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের শিক্ষক বোম্বা দাস এবং তাঁর ছাত্ররা ঝরিয়ার একটি কয়লা খাদান থেকে ব্যাকটিরিয়ার একটি নতুন গণ আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নামে সেই ব্যাকটিরিয়ার নামকরণ করা হয়েছিল, 'প্যান্টোয়িয়া ট্যাগোরি'। বছর তিনেক আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের গবেষক দল প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রদোষ রায়ের নামে তাঁদের আবিষ্কৃত একটি ব্যাকটিরিয়ার নামকরণ করেছিলেন 'প্রদোষীয়া আইজেনি'। হাসিমারার বাসিন্দা বোম্বা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। তিন ক্ষেত্রেই আবিষ্কার এবং নামকরণের সঙ্গে জড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।

লেক্লেরসিয়া বরমাই আবিষ্কারে বায়োটেকনলজি বিভাগের প্রধান রণধীর চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন দুই গবেষক পার্থ বর্মন এবং শিল্পা সিনহা। প্রায় আট বছর ধরে কেঁচো নিয়ে নানা ধরনের কাজ হচ্ছে বায়োটেকনলজি বিভাগে। বছর দুয়েক আগে বিভাগের ওমিক্স ল্যাবরেটরির গবেষক পার্থ ও শিল্পা নতুন ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান পান। কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান জার্নাল নেচার-এর সায়েন্টিফিক রিপোর্টে প্রকাশিত হবে লেক্লেরসিয়া বরমাই নিয়ে গবেষণার কথা। রণধীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই গবেষণাপত্রের রিভিউ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেটি প্রিপ্রিন্ট সার্ভার রিসার্চ স্কোয়ারে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরপর ষোলোর পাতায়

এক্সক্লুসিভ সংবাদ

নয়া দিগন্ত

- নয়া ব্যাকটিরিয়ার নাম 'লেক্লেরসিয়া বরমাই'
- কেঁচোর পৌষ্টিক নালি থেকে এর সন্ধান মিলেছে
- ৪ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে এরা
- গবাদিপশুর রোগ নিরাময়, মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াকরণশিল্পে দিশা দেখাতে পারে এরা

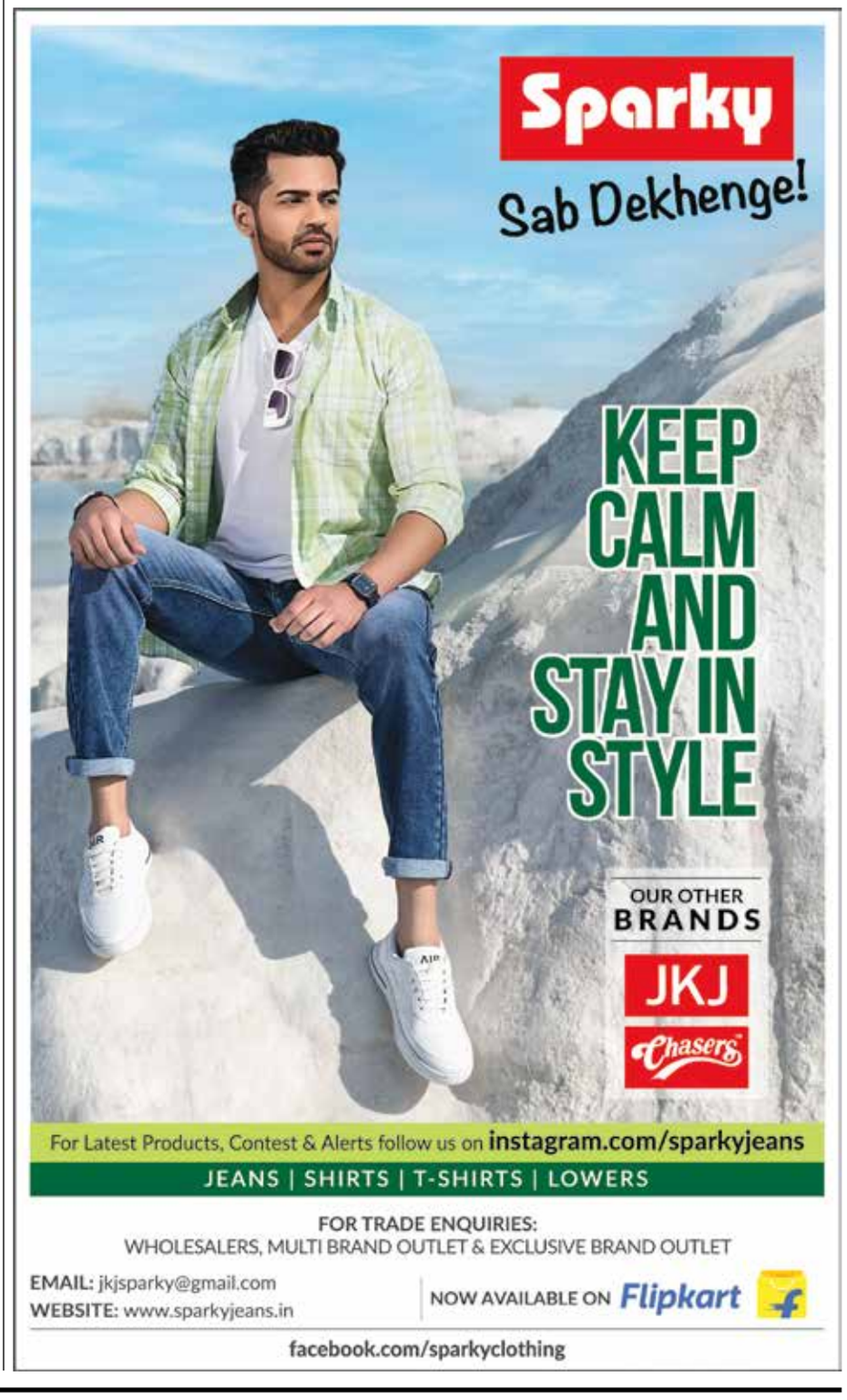

বাজারের নয়, নিজের হাতে বানানো রাখি পরাবে দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

তাদের চোখে আজ অন্য আলো

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অগাস্ট : সকাল থেকে চড়া রোদ। সঙ্গে তীব্র গরম শহরে। কেউ বানাচ্ছে গ্লোসাইন রাখি। আবার কেউ সাবেকি কাগজের ফুল রাখিও তৈরি করে চলেছে। শুনে মনে হচ্ছে দিন দুই বাদেই তো রাখি। তাই হয়তো বাজারের চাহিদাতেই তৈরি হচ্ছে রাখিগুলি। না। এই রাখিগুলি বিক্রির জন্য নয়। আর যারা রাখি বানাচ্ছে, তারা কেউ রাখি তৈরির শ্রমিক নয়। তারা বীরপাড়ার সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। প্রত্যেকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তাদের এই কাজ শেখাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকরা।

স্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক গীতা রায় ও সংগীত শিক্ষক বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের কথায়, ‘ওরা যে সবার থেকে এগিয়ে সেটা উপলব্ধি করাতেই এই ভাবনা আমাদের। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবল রায়ও পড়ুয়াদের রাখি বানানোর ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগান।’

পড়াশোনার ফাঁকে দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের রাখি তৈরিতে সাহায্য করছেন শিক্ষকরা। শনিবার বীরপাড়ায়।

রাখি উপলক্ষ্যে এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। দোকানে দোকানে কেনাকাটাও চলছে। এই আবহে দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা প্রতি বছরের মতো এবারেও নিজেদের হাতে রাখি বানিয়ে দাদা, ভাই, বোন, শিক্ষক ও স্থানীয়দের পরাবে। তা নিয়ে তারা সকলে খুবই উৎসাহিত।

রাজীব লোহার, সমীর ওরাওঁ, হাবিল কুম্মা, বিরাজ বাগোয়ার, পরদুম থাপা, আনন্দ এক্কাদের কেউ প্রথম, কেউ তৃতীয় আবার কেউ সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। প্রায় ৭ দিন ধরে ক্লাসের সময় বাদে সকলে গোল করে বসে নানা ধরনের রাখি বানিয়ে চলেছে তারা। রাখি বানানোর আগে পড়ুয়াদের কয়েকজন ৩ ধরনের রাখির ডিজাইন বা ভাবনা আলোচনা করে বানাতে শুরু করেছে। অষ্টম শ্রেণির সমীর সাবেকি ফুল রাখির কথা বললেও সপ্তম শ্রেণির রাজীব অন্য ডিজাইন ভেবেছে। কাপড়ের ফুলের পাপড়ি, পুঁতি, রাংতা মোড়া কাপড় দিয়ে ৫ মিনিটে দৃষ্টিনন্দন রাখি বানিয়ে ফেলছে সে। যা দোকানের রাখির থেকে অনেকটাই আলাদা রকমের। আবার কাগজের ফুল রাখি তৈরি নিয়ে বিরাজ, হাবিলের ভাবনা আছে। তারা জানায়, ফুলের তোড়ায় এক ধরনের কাগজ থাকে। সেটাকে এই রাখি তৈরিতে কাজে লাগানো হচ্ছে। সঙ্গে তুলোর কদম, পুঁথি, কাপড়ের পাপড়িও রয়েছে।

নিজের হাতে রাখি বানাতে পেরে তারা ভীষণ খুশি। বিশ্বজিৎ, আনন্দদের মতো সকলেই দাদা ও সহপাঠীদের সঙ্গে বসে রাখি বানাতে পেরে আনন্দিত। রাখিবন্ধনের দিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে বীরপাড়ার এই বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়ানোর পরিকল্পনা। রাজনীতির ব্যক্তি হলে বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। মেয়ের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। খুব কাছের লোক আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আর্থিক সমস্যা থাকবে।

বৃষ : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। অফিসে আপনার সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে অখুশি হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকবে। প্রেমের সমস্যা কাটায় মানসিক শান্তি।

মিথুন : উচ্চ রক্তচাপে সামান্য সমস্যা হতে পারে। মায়ের শরীর সেরে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হবে। অন্যের জন্যে কিছু করতে পেরে খুশি হবেন। এ সপ্তাহে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও আটকে থাকা কাজ এ সপ্তাহে শুরু করলে শেষ করতে পারবেন। ভাইয়ের সঙ্গে সংসারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সমাধান।

কর্কট : ব্যবসায় বিনিয়োগে লাভবান হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকতে পারে। অফিসের কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসাপ্রাপ্তি। সংসারে আত্মীয়স্বজনের আগমন। কোনও কারণে নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

সিংহ : বস্ত্র, রত্ন ও কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় কিছু সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হতে পারে। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় মানহানি হতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা মিটিয়ে স্বস্তি লাভ।

কন্যা : ভ্রমণের পরিকল্পনা। সংসারের কোনও কাজের জন্যে হঠাৎ অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়ে যাবে। বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায়িক জটিল সমস্যার সমাধান।

তুলা : অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ে সচেতন না হলে এ সপ্তাহে ভুগতে হবে। অফিসে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। বারবার যে কাজ করেও সম্পূর্ণ হচ্ছিল না, সেই কাজ আজ শুরু করলে সফল হবেন। প্রেমে শুভ। সংসারে নতুন সদস্য আসায় আনন্দ। দাঁতের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। চটজলদি লাভের আশা না করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করুন, সাফল্য মিলবে।

বৃশ্চিক : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে আনন্দ। প্রেমের সঙ্গীকে এ সপ্তাহে সময় দিন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। চোখের অসুখ নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় উপকৃত হবেন।

ধনু : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় তৃপ্তি। এ সপ্তাহে ফেলে রাখা কাজ শুরু করুন। সাফল্য আসবে। খেলোয়াড়রা বড় সুযোগ পেতে পারেন। হঠাৎ অন্য কোনও ব্যবসা শুরু করতে পারেন। দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুশি। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার পাবেন। ফিরে আসবে পুরোনো সম্পর্ক। বিতর্কিত কোনও বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। পথে সাবধানে চলাফেরা করুন।

মকর : হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নতুন ব্যবসায় সামান্য মন্দা চলবে। মায়ের শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ছেলের পড়াশোনার জন্যে বেশ কিছু অর্থব্যয় হবে। নতুন জমি কিনে লাভবান হবেন। ভাইয়ের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ায় পরিকল্পনা। সামান্যতেই খুশি থাকার চেষ্টা করুন। প্রেমে শুভ। দাঁতের সমস্যায় ভুগতে পারেন।

কুম্ভ : পরিবারের কোনও গুরুজনের পরামর্শে ব্যবসায় লাভবান হবেন। দূরের প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় নতুন কোনও কাজ নিয়ে সাফল্য পাবেন। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহার খুব সাবধানে করা দরকার। ব্যবসার জন্যে ঋণ করতে হবে। চোখের সমস্যা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। ফাটকা, শেয়ারে প্রচুর অর্থলাভ।

মীন : একটু বুদ্ধি করে চললে ব্যবসায় সাফল্যের মুখ দেখবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব চাপবে। আপনার দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ আপনাকে ফাঁদে ফেলে ঠকাতে পারে। বোনের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে খুব খুশি হবেন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। আপনার কথার ভুলে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ২৭ শ্রাবণ, ১৮ অগাস্ট ২০২৪, ১ ভাদ্, সংবৎ ১৪ শ্রাবণ সুদি, ১৩ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৭ অঃ ৬।৬। রবিবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ২।৩৭। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৯।৫৬। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৮।২৫। গরকরণ দিবা ৩।২৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৩৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৫৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ৯।৫৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ২।৩৭ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ১০।৫ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৫ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৬।২০ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ৯। ৫৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ২।৩৭ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ(ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ)। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।৩৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। বিশ্ব আদিবাসী দিবস, (১৮ অগাস্ট)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১১ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৮ গতে ৭।২৪ মধ্যে ও ১১।৫৯ গতে ৩।৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১১ গতে ৯।৩১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

স্কুলের গাছের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পড়ুয়াদের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অগাস্ট : রাখিবন্ধন তো ভালোবাসার বন্ধনের প্রতীক। তা সে ভালোবাসা যে কেবল ভাই-বোনের মধ্যেই হবে, তার তো কোনও অর্থ নেই! শনিবার পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিল তপসিখাতা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল চত্বরের একটি আম গাছে তারা বাঁধল রাখি।

সোমবার, রাখির দিন তো ছুটি। সেজন্যই এদিন এই আগাম কর্মসূচির আয়োজন বলে জানিয়েছে সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষ। স্কুল চত্বরে দশ-বারো বছরের একটি বড় আম গাছ রয়েছে। প্রতিবছর সেই গাছে আমের ফলনও ভালোই হয়। একসময় স্কুলেরই পড়ুয়াদের হাতে সেই গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। আর এখন সেই আম গাছ পড়ুয়াদের স্কুলজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে

জড়িয়ে গিয়েছে। টিফিনের সময় আম পাড়াই হোক বা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া, এসব এখন নিত্যদিনের ঘটনা। ভালোবাসার সেই গাছের গায়েই রাখি পরানোর উদ্যোগ নেয় পড়ুয়ারা। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা এই রাখিবন্ধন উৎসবে অংশ নেয়।

তপসিখাতা হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ চন্দনকুমার সাহা বলেন, ‘পড়ুয়াদের হাতে এই গাছ লাগানো হয়েছিল। এবার সেই গাছ রক্ষার তাগিদে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করল পড়ুয়ারাই।’ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাকি শিক্ষকরা।

স্কুল চত্বরে স্টাফরুমের পাশেই সেই গাছ। রাখিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুতি। পড়ুয়ারাই কাগজ, রংতুলি ও পাটজাতীয় উপকরণ দিয়ে সেই রাখি তৈরি করেছে। তারপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাখি পরিয়েছে।

প্রথমা মোহন্ত, শীর্ষা সূত্রধর, বৃষ্টি রায়ের মতো শতাধিক পড়ুয়া রাখি পরিয়ে খুশি। তারা জানায়, গাছ আমাদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন দেয়। তাই রাখি পরিয়ে গাছ রক্ষার শপথ নেওয়া হয়েছে। একসময় তাদের দাদা-দিদিরা এই গাছ লাগিয়েছিলেন। দাদা-দিদিদের দেখানো পথেই হেঁটেছে প্রথমারা।

মায়ের সঙ্গে রাখি তৈরি করছে অটিস্টিক দুই শিশু। শনিবার জলপাইগুড়িতে।

কারিগরের ভূমিকায় বিশেষভাবে সক্ষমরা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : তারা হয়তো অন্যদের থেকে একটু আলাদা। এই শিশুদের মা-বাবাকেও অনেক সময় সমাজের কটূক্তি সহ্য করতে হয়। কিন্তু এই ‘বিশেষ’ শিশুদের মধ্যেও যে প্রতিভা রয়েছে, সেটা অনেকেই বুঝতে চান না। কথা হচ্ছে অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে। এবার তাদের জন্য এগিয়ে এসেছে জলপাইগুড়িরই একটি সংস্থা, স্বপ্নতোরণ। এই সংস্থাটি বরাবরই বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করে। এবার পালা অটিস্টিক শিশুদের। নিজের হাতে রাখি বানাচ্ছে ৮ অটিস্টিক শিশু। সংস্থার কর্ণধারের সঙ্গে শিশুদের মায়েরাও যোগ দিয়েছেন এই কাজে। সকলের বিশ্বাস, আর বাকি পাঁচজনের মতো শমীক মজুমদার, সৌমদীপ রায়, স্নেহাশিস সাহা, গৌতম পট্টাদাররাও পারবে। শমীকের মা জলি মজুমদারের কথায়, ‘আমার ছেলে এমনিতে শান্ত। ও মানুষের সঙ্গেও খুব সহজে মিশে যেতে পছন্দ করে। কিন্তু অনেকেই ওকে মেনে নিতে চায় না, এটাই দুঃখের। তবে সবার সঙ্গে মিশে ছেলে যে রাখি বানাচ্ছে, দেখে ভালো লাগছে।’ একই কথা বললেন সৌমদীপের মা শ্রাবন্তী রায়ও।

সোমবার রাখিপূর্ণিমা। আর দেরি নেই। শনিবারও তাই বাচ্চাদের দেখা গেল পরিবেশবান্ধব রাখি বানাতে। কাজটা করতে পেরে তারা যে খুশি, সেটা তাদের মুখের হাসিই বলে দিচ্ছে। ঠিক যেভাবে যেভাবে বলা হচ্ছে, তারাও সেরকমটাই করছে। রিবনে আঠা লাগিয়ে বানাচ্ছে রংবেরংয়ের রাখি। হাতের ইশারায় এবং মুখের অঙ্গভঙ্গিতে সৌমদীপ, শমীক, গৌতমরা বুঝিয়ে দিল রাখি বানানোর অভিজ্ঞতা। তাদের বানানো এই রাখি কোথাও বিক্রি করা হবে না। নিজেদের মধ্যে কিংবা অন্য কোনও স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে রাখি পরিয়ে রাখিবন্ধন উৎসবে মেতে উঠবে ওই ৮ শিশু।

এই শিশুদের সকলে জলপাইগুড়ির ওয়েলফেয়ার স্কুলের পড়ুয়া। প্রায় দেড় মাস ধরে একসঙ্গে বসে কাজ শিখতে শিখতে নিজেদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এই দেড় মাসে প্রায় ৫০০ রাখি বানিয়েছে গৌতমরা। তবে শুধু রাখি নয়, তারা বানাচ্ছে কাপড়ের ফুল, তারা, ত্রিভুজ ইত্যাদিও।

সংস্থার কর্ণধার দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘অটিস্টিক বাচ্চাদেরও অধিকার রয়েছে সবকিছু শেখার। ওদের অঙ্গ সঞ্চালন সবার থেকে একটু আলাদা। এই হাতের কাজ শেখানোর পেছনে মূল লক্ষ্য হল, নার্ভাস সিস্টেম সচল রাখা।’ তিনি জানান, এই কাজ করতে কাঁচি ধরা, আঠা লাগানো, কাগজ ভাঁজ করা, সবটাই ওদের কাজে লাগবে। অন্যদের থেকে আলাদা বলে তারা কোনও অংশে কম নয়। একটু ধৈর্য নিয়ে ওদের পাশে থাকলে ওরাও পারবে।

উৎসবের প্রস্তুতি

- প্রায় দেড় মাস ধরে ৮ অটিস্টিক শিশু নিজেদের হাতে রাখি বানাচ্ছে
- প্রায় ৫০০ রাখি ইতিমধ্যে তৈরি করেছে তারা, যেগুলো রাখির দিন অন্য স্কুলের বন্ধুদের পরাবে
- চাইলে অটিস্টিক শিশুরাও কিছু করতে পারে, এই বিশ্বাস থেকে এই উদ্যোগ

পাত্র চাই

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 25/5'-4", ফর্সা, MBA, হায়দরাবাদে চাকরিরত (ICICI Bank), জেনারেল, চাকরিজীবী/বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8637508416. (C/112111)

■ রবিদাস, 31/5'-5", B.Sc. নার্স, কর্মরতা। উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/112129)

■ কায়স্থ, 29/5'-2", D.El.Ed., Geo. (H), TET পাশ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সুদর্শন, অনূর্ধ্ব 34, উপযুক্ত কর্মরত পাত্র চাই। 8167869443. (C/111921)

■ জলপাইগুড়িতে কর্মরতা, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., 35/5'-3", কায়স্থ, স্থানীয় যোগ্য পাত্র 38 মধ্যে চাই। 6295892741. (B/S)

■ কায়স্থ, 30+/5'-7", একমাত্র কন্যা, M.A., B.Ed., শিক্ষিকা, উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। 8389988877, 8617473211. (C/110795)

■ কায়স্থ, B.Tech., MBA, 5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, ব্যবসায়ী পাত্রীর সঃ চাকুরে/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7001699369. (C/112136)

■ কায়স্থ, 29/5'-2", সুশ্রী, দেবারি, M.A. পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে অথবা প্রতিষ্ঠিত MNC Co.-তে চাকরিরত পাত্র কাম্য। Ph : 8250654228. (C/112139)

■ ব্রাহ্মণ (মৈত্র), 25+/5'-2", M.A. Part-2, D.El.Ed., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9832056340. (C/111924)

■ প্রামাণিক (শীল), 36/5'-2", H.S., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9064139831. (C/112146)

■ রাজ্য সঃ কর্মরত, ২৮ বছর, উচ্চতা ৫'-৪", শিলিগুড়ি/সংলগ্ন রাঃ/কেঃ সরকারি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9433617265, 9433029484 W/App. (C/112222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, MNC-তে কর্মরতা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত, মা স্কুল শিক্ষিকা, এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8918177819. (C/112222)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, বয়স 31, উচ্চতা 5'-1", B.A. পাশ, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, ঘরোয়া, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শুধুমাত্র শিলিগুড়িতে কাম্য। (M) 9475251458. (C/112226)

■ নমশূদ্র, 38+/5'-3", H.S., Make up Artist, বিধবা, দুই ছেলে, 14 ও 10+ বছর, পাত্রীর জন্য সহৃদয় সুপ্রতিষ্ঠিত, শিলিগুড়ি/নিকটে পাত্র চাই। 8250081605. (C/112226)

■ কায়স্থ, 37/5'-3", B.A. (H), উইডো, ফর্সা, সুন্দরী (কন্যাসন্তান আছে), একমাত্র মেয়ের জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9733371562. (C/111736)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, Makeup Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি বা তার আশপাশ নিবাসী পাত্র কাম্য। Mob : 8391013465. (C/112144)

■ 10 Oct. 1987, 5'-2", IIT, Ph.D., VIT Chennai Sr. Astt. Prof., Hindu, Bengali, জলপাইগুড়ি নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, অঃ বঃ চলিবে। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9854338573. (C/111737)

■ মালদা নিবাসী মুসলিম সুশ্রী ফর্সা 30/5' M.A., B.Ed, NET কলেজে Part time Lecturer পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। M-8900179935 (9am to 9pm) (M-ED)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, M.A., D.El.Ed., সুন্দরী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী, মাতা গভঃ স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/112222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা সুপাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/112222)

■ বয়স ২৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Sc. পাশ, সুন্দরী, পিতা গভঃ ব্যাংককর্মী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/112222)

■ তিলি পাল, 35+/4'-10", H.S. পাশ, Computer ডিপ্লোমা, কয়েকদিনের ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য 38-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ির আশপাশে। (M) 9402315262. (C/112223)

পাত্র চাই

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা। বয়স 36, Gen., উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Phn. 8695029237. (C/111684)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/111922)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 24/5'-3", M.A., ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9144170307. (C/112222)

■ বারুজীবী, 28/5'-3", MBBS Govt. Doctor, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রীর জন্য ডাক্তার পাত্র চাই। 8250264157. (C/112138)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, স্টেট গভঃ-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/112222)

■ কায়স্থ, 26/5'-4", B.Tech., রেলে কর্মরত পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9593965652. (112222)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, English M.A, B.Ed, উচ্চতা 5'4" বয়স 29, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম ব্রাহ্মণ, সরকারি অফিসার, অনূর্ধ্ব 35, মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। Phone : 7001460991 (M-SM)

■ সাহা (SC), 33+5'2", মালদা, স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকুরিরতা সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরিরত সুপাত্র কাম্য। M-9434404560 (M-109580)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-8", M.Tech., নামী MNC-তে কর্মরত, বছরে 25-27 লাখ আয়। সুদর্শন পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা সুপাত্রী কাম্য। (M) 9734488968. (C/112222)

■ ব্রাহ্মণ, 31+, পারিবারিক ব্যবসা, বিদ্যুৎ দপ্তরে কনট্রাকচুয়াল কর্মী। ঘরোয়া পাত্রী চাই। মাথাভাঙ্গা। (M) 7557846138. (B/S)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ঘোষ, ৪০, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। Ph.No. 8967911441. (C/112125)

■ পাত্র মালদা নিবাসী, কায়স্থ, 31/5'-7", একমাত্র সন্তান, ব্যবসায়ী (Construction), 25-26’এর মধ্যে বিএ পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 7501102156. (C/112126)

■ Gen., 47+, ব্যাংক অফিসার, পিতা ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্রের জন্য 30-45’এর মধ্যে সুপাত্রী চাই। M,W/P : 9231672390. (C/111326)

■ কায়স্থ, বয়স 40/5'-6", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, নিজস্ব ফ্ল্যাটের মালিক, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7001951793. (C/111920)

■ Gen., 32+/5'-7", M.Com., সরকারি চাকরিজীবী, সুদর্শন, দাবিহীন পাত্রের জন্য ঘরোয়া/চাঃ পাত্রী কাম্য। (M) 7003763286. (C/112222)

■ পাল, 27+/5'-9", B.Sc., ব্যবসায়ী, পিতা-মাতাহীন। নিজস্ব বাড়ি ও ফ্ল্যাট, সচ্ছল পরিবারের একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9733302285. (C/111923)

■ কায়স্থ চৌধুরী। 32+/5'-9", গণ-দেবারি। Born/conv.edu.in, Delhi. B.Tech-JE in BSNL (Cen. Govt.) Guwahati, শিলিগুড়ি স্বগৃহ। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9891765121. (C/112137)

■ পাত্র কায়স্থ, 34+/5'-9", MCA, মিঃ ডিভোর্সি, Bengaluru-তে IT Sector-এ কর্মরত। ইচ্ছুক Graduate/Masters পাশ, ডিভোর্সি বা অবিবাহিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী চাই। 9474385953. (M/M)

■ সাহা, 62, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পত্নী বিয়োগ, দুই পুত্রসন্তান। সুশ্রী, ঘরোয়া, সংসারী, অসবর্ণ চলিবে। 9932842308. (C/A)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", কোচবিহার নিবাসী, M.Sc., সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের অনূর্ধ্ব 29, সুশ্রী, সরকারি চাকরিরতা, স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য (সরকারি হাসপাতালে কর্মরত B.Sc. Nursing/GNM অগ্রগণ্য)। (M) 9593208600. (C/110796)

■ বয়স ৩৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মচারী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/112222)

■ General cast, B. Tech, বিদেশে কর্মরত, 36/5'8", M.Sc/M.A Eng/B.Tech কর্মরত হলেও চলবে। ভাল পরিবারের 5'1"-3" পাত্রী চাই। M/W-9547091936 (M-TR)

পাত্রী চাই

■ হিন্দু বাঙালি, ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০ বছর, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এ কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী সুপাত্রী কাম্য। কাস্টবার নেই, তবে ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 8101254275. (C/112222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩১, সেন্ট্রাল গভঃ-এ কর্মরত সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/112222)

■ জন্ম ১৯৯০, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সেন্ট্রাল গভঃ-এর FCI উচ্চপদে কর্মরত। পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/112222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., PWD-তে কর্মরত প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। কোনওরূপ দাবিদাওয়া নেই। (M) 9874206159. (C/112222)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/112222)

■ Tax Consultant, LLB, 34/5'-9", কায়স্থ পাত্রের জন্য সুন্দরী, সুমুখশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832494809. (C/112223)

■ 35/5'-5", ব্রাহ্মণ, B.Com.(H), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। নমশূদ্র বাদ, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 9749374768. (C/112224)

■ তুফানগঞ্জ শহর নিবাসী, কায়স্থ, 52/5'-5", অবিবাহিত, LICI ও স্টার হেলথ ইনসুরেন্স-এর এজেন্ট, আয় মাসে 45000/-। শিক্ষিত পাত্রী চাই, 45-এর মধ্যে। মোঃ 9635347944. (D/S)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, বাৎসব, 31+/5'-10", সিংহ রাশি, নরগণ, B.A., D.El.Ed., আলিপুরদুয়ার শহরে নিজস্ব বাড়ি, বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। (M) 9434165101. (C/111925)

■ কায়স্থ 38/5'10" M.Com Cost Accountant কলিতে বেঃ সঃ প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত একমাত্র পুত্রের জন্য 30-৩৫ মধ্যে দেবারী, মাঙ্গলিক বাদে কলিতে কর্মরতা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। মোঃ নং- 9474348129 (M-109581)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/112222)

বোনাসের আগে বাগানে সমীক্ষা বিজেপি ইউনিয়নের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ অগাস্ট : বোনাসের আগে চা বাগানভিত্তিক সমীক্ষা করবে বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)। শনিবার নাগরাকাটায় অনুষ্ঠিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৮ অগাস্ট বীরপাড়ায় ডুয়ার্স, তরাই এবং পাহাড়ের চা বাগানগুলিকে নিয়ে একটি সাংগঠনিক সম্মেলন হবে। ২৭ অগাস্ট আবার চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এবং বোনাস ইস্যুতে বাগানগুলিতে গেট মিটিং ডাকা হয়েছে। সংগঠনের সদ্য গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেন, 'এদিন আগামী কর্মসূচিগুলি ঠিক করা হয়েছে। বীরপাড়ার সমাবেশ থেকে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হবে।'

এদিনের বৈঠকটি সুখানিবস্তিতে অমরনাথ ঝা'র বাসভবনে হয়। বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠনে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অমরনাথ জানান, প্রতিবছর বোনাস নিয়ে ঝামেলা হয়। সেসব এড়াতে এবার সাংগঠনিকভাবে বাগানগুলির পরিস্থিতি নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হবে। সেখানে উৎপাদন সহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বোনাস আলোচনায় দরকষাকষি চলবে।

আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ বলে বেশ কয়েকটি বাগানের মালিকপক্ষ প্রথম থেকে সর্বোচ্চ হারে বোনাস দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। প্রতিবছরই দেখা যায়, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় যে হারে বোনাস রফা হয়, রুগ্নতার কারণ দেখিয়ে অধিকাংশ বাগান ছাড় আদায় করে নেয়। গতবছর এরকম ছাড়প্রাপ্ত বাগান ছিল ৬৮টি। বোনাসের টাকা না মেলায় শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ে। পরে বাগান বন্ধ হয়ে যায়। অমরনাথের দাবি, 'বাগানগুলির আর্থিক পরিস্থিতির প্রকৃত তথ্য পেলে আলোচনা সহজ হবে।'

বীরপাড়ায় বিজেপির চা শ্রমিকদের সম্মেলন ডাকার পেছনে সেখানে উপনির্বাচন ফ্যাক্টর বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গার কাছে ওই উপনির্বাচন অ্যাসিড টেস্টের মতো। সেকারণে চা বাগান অধ্যুষিত আসনটিতে এখন থেকে ঘর গোছাতে চাইছে বিজেপি। এদিন বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির ২১ জন সদস্য।

পর্যটনে কোথাও তৎপর প্রশাসন, কোথাও উদাসীনতা

বক্সা জঙ্গল, ভুটান পাহাড়ে ঘেরা কালচিনির কাছে বনছায়া বস্তি। (বাঁয়ে) গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বেহাল চুকচুকি নজরমিনার।

পর্যটক টেনে ঘুরে দাঁড়াতে চায় বনছায়া

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও সমীর দাস

আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি, ১৭ অগাস্ট : কালচিনি ব্লক সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে যেতে হবে। কালচিনি-সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান থেকে রাজ্য সড়ক ধরে যাওয়ার পথে পড়ে ভাটপাড়া চা বাগানের শহিদ রাজীব থাপা চক। সেখান থেকে ভাটপাড়া চা বাগানের রাস্তা ধরতে হবে। সেই রাস্তা আবার খানাখন্দে ভরা। সেখান থেকে প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার দূরে গিয়ে সরু রাস্তা ধরে যেতে হয় বনছায়া বস্তিতে। এই বস্তি এখন গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের মাথা গোঁজার জায়গা। ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গাও বটে। পর্যটনের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন গাঙ্গুটিয়া এবং ভুটিয়াবস্তির বাসিন্দারা।

এলাকাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। বস্তির পেছনে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল। দূর থেকে বক্সা পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে খুশি হবেন পর্যটকরা। বনছায়ার সামনে ভুটান পাহাড়। রাতের বেলা পাহাড়ের আলো স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে বরফের চাদরে ঢাকা হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ রয়েছে। প্রায় ৫০০ মিটার দূরে রায়মাটাং নদী। আশপাশে দিয়ে ঝোরা বইছে। নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশ ও জঙ্গলের ছোঁয়ায় পর্যটকদের মন ভরবে। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে এসেছে। পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সৌর পথবাতিও বসানো হয়েছে কয়েকটি। যতটুকু রাস্তার কাজ বাকি, সেইটুকু সম্পূর্ণ হলে পর্যটকদের গাড়ি যাতায়াতের সমস্যা হবে না। বলছেন মণি লামা, অশোক লামার মতো স্থানীয়রা। তাঁরা সকলেই হোমস্টে করার আবেদন করেছেন প্রশাসনের কাছে।

সাড়া দিয়েছে প্রশাসনও। উৎসাহীদের আবেদনপত্র শিবির করে জমা নেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের

নতুন উদ্যোগ

- পর্যটনকেন্দ্রে স্থানীয়দের বাড়ির বাড়তি ঘর সরকারের তরফে টাকা দিয়ে পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে তোলা হয়
- বনছায়ায় এরকমই প্রায় ১০০টি হোমস্টে তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে জেলা প্রশাসনের
- ইচ্ছুকদের আবেদনপত্র জমা নেওয়া শুরু

অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং বলেন, 'হোমস্টে গড়তে উদ্যোগীদের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের আপ্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে তাঁদের।'

আলিপুরদুয়ার শহর থেকে বাসে ৫০ টাকা ভাড়া দিয়ে কালচিনি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। কালচিনি থেকে বনছায়া যাওয়ার প্রচুর ছোট গাড়ি রয়েছে। গাড়িতে মাথাপিছু ভাড়া ২০ টাকা। দিনের বেলা গাড়ি চলে। চাইলে শুধুমাত্র নিজের পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের জন্য রিজার্ভ করা গাড়িও মিলবে। বনছায়ার বাসিন্দা বিজয় গোর বলেন, 'আগে ভুটিয়াবস্তিতে ছিলাম। সেখানে আমার একটি হোমস্টে ছিল। এই বনছায়ায় হোমস্টে গড়ে তোলার কথা ভাবলেও মূলধন নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। সরকারি সহায়তায় হোমস্টে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে এখানেও পর্যটন ব্যবসা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লু হোমস্টে গড়তে উপভোক্তাদের আপাতত ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সেই টাকা দিয়ে পর্যটকদের থাকার মতো একটি ঘর সাজিয়ে তোলা সহ অন্যান্য খাতেও টাকা খরচ করা যাবে।

গাঙ্গুটিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসা জীবনকুমার লামা প্রশাসনের এই উদ্যোগ নিয়ে আশাবাদী। তাঁর কথায়, 'সরকার আমাদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা দিয়েছে। তবে সরকার যদি হোমস্টে গড়তে সহযোগিতা করে, তাহলে আমরা অনেকে সেটাকে নির্ভর করেই রুজিরুটি জোগাড় করতে পারব। নাহলে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

বস্তিতে ঢোকার মুখে এখনও অল্প বৃষ্টিতে জল জমে থাকে। বস্তির ভেতরে কয়েকটি লাইনের রাস্তা এখনও কংক্রিট ঢালাই হয়নি। বস্তির মূল সড়কের উত্তর দিকের রাস্তাটিও কাঁচা রয়েছে। তবে সেখানে রাস্তার কাজ চলছে। বস্তিতে ঢুকতেই দেখা হল কামি মঙ্গরের সঙ্গে। বললেন, 'নতুন জায়গায় এসে কোনও কাজ পাচ্ছি না।' জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, কর্মসংস্থানের এই সমস্যা মেটাতে বনছায়াতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১০০টি হোমস্টে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

চুকচুকি, চন্দ্রচূড় নজরমিনার বেহাল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : সংস্কারের অভাবে গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনার বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনমাস বন্ধ থাকার পর সেপ্টেম্বরে পর্যটকদের জন্য জঙ্গলের দরজা খুলবে। কিন্তু তার আগে মিনারগুলো মেরামত করা না হলে পর্যটকরা সব মিনারে যেতে পারবেন না। জঙ্গল খোলার আগেই দ্রুত বেহাল মিনার সংস্কারের দাবি তুলেছে পর্যটন মহল। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন শীঘ্রই মিনারগুলো সংস্কার করার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রতি বছর ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি অভয়ারণ্যের মতো গরুমারাতেও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে। গরুমারার মেদলা, চুকচুকি, যাত্রা প্রসাদ, চন্দ্রচূড় ও চাপড়ামারি- এই পাঁচটি নজর মিনারে চারটি শিফটে পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারেন। প্রতি শিফটে ৬ জন করে পর্যটক জিপসি গাড়ি করে মিনারগুলিতে যেতে পারেন।

দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে গরুমারা জঙ্গলের বেশ কয়েকটি নজরমিনার পর্যটকদের প্রবেশের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে চুকচুকি ও চন্দ্রচূড় এই দুটি নজর মিনারের অবস্থা শোচনীয়। যে

গরুমারা

কোনও সময় মিনার ভেঙে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে নতুনভাবে মূর্তি সেতু তৈরির জন্য পুরোনো মূর্তি সেতু ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য অনেকদিন ধরে চন্দ্রচূড় নজরমিনার বন্ধ। লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেব বলেন, 'অবিলম্বে বন দপ্তরের তরফে বেহাল নজরমিনারগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন।'

পুজোর সময় পর্যটকদের ভিড় এতটাই বেশি থাকে যে, অনেক সময় টিকিট পেয়েও পর্যটকরা জঙ্গলে ঢুকতে পারেন না। তার মধ্যে আবার একটি নজরমিনার আগে থেকেই বন্ধ। চুকচুকি নজরমিনার সংস্কার করা না হলে সেখানেও পর্যটকরা যেতে পারবেন না। ফলে দুটি নজরমিনার বন্ধ হয়ে গেলে প্রতি শিফটে পর্যটকের সংখ্যাও কমবে। বহু পর্যটক জঙ্গলভ্রমণ থেকে বঞ্চিত থাকবেন।

মূর্তি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলম জানান, বারবার নজরমিনার সংস্কার করে পর্যটকদের বেড়ানোর উপযোগী করার দাবি জানানো হলেও কাজ হয়নি। এছাড়া চুকচুকি মিনারের সামনে ঝিলটি সংস্কারের দাবিও জানানো হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক উদয়ন গুহ

'মমতার দিকে তোলা আঙুল মুচড়ে দিতে হবে'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ অগাস্ট : ফের বিস্ফোরক উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তোলা সমস্ত আঙুল মুচড়ে দিতে হবে বলে তাঁর দাবি। আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব শনিবার সন্ধ্যার আগে কোচবিহার শহরের সাগরদিঘির পাড়ে কয়েক হাজার লোকের বিশাল জমায়েত করে আন্দোলন ও সভা করে। যদিও সরাসরি তৃণমূলের ব্যানারে ওই কর্মসূচি হয়নি। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উদয়ন বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষী প্রমাণিত করতে চাইছে, সেই আঙুলগুলিকে মুচড়ে দিতে হবে।'

একই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন বলেন, 'এই ঘটনায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, তাঁকে দোষী প্রমাণিত করতে চাইছেন, তাঁর পদত্যাগ চাইছেন, সেই আঙুলগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। শেখ হাসিনা যে ভুল করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভুল করবেন না। তাই আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ওইভাবে ভাঙচুর করার পর পুলিশ কিন্তু গুলি চালায়নি।' গোটা ঘটনায় তিনি রাম-বামেদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

বিজেপির জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বললেন, 'উদয়ন আর কত আঙুল ভাঙবেন। শেষপর্যন্ত এমন না হয় যে সবার আঙুল ভাঙতে গিয়ে ওঁর নিজের আঙুলই শেষপর্যন্ত ভেঙে যায়।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের বক্তব্য, 'রাজ্যের একজন মন্ত্রীর মুখে এমন হুমকির কথা মোটেও মানায় না।'

ঢাক তৈরিতে ব্যস্ত ভবেন

শুভদীপ শর্মা

মৌলানি, ১৭ অগাস্ট : পুজোর বাকি আর মাত্র দু'মাস। পুজো আছে শুনলে প্রথমেই যা মাথায় আসে তা হল ঢাকের আওয়াজ। তাই পুজোর দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে ব্যস্ততা বেড়েছে ঢাকিদের। তাঁরা জোরকদমে ঢাক তৈরির ময়দানে নেমে পড়েছেন। পাশাপাশি চলছে ঢাক বাজানোর মহড়াও। প্রায় ৪৫ বছর ধরে পূর্বপুরুষদের ঢাক তৈরি ও বাজানোর এই পেশা আঁকড়ে রয়েছেন ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের চক মৌলানির বাসিন্দা ভবেন হাজরা ও তাঁর পরিবার। যদিও এখনও পর্যন্ত এবারের পুজোয় ঢাক বাজানোর বরাত মেলেনি। বিক্রিও আপাতত কম। তবে পুজোর আগে নিশ্চয়ই বরাত আসবে, ঢাকের বিক্রিও বাড়বে বলে আশা ভবেনের।

সারা বছর ধরেই ঢাক তৈরির কাজ করেন তিনি। ভবেনের কথায়, '১০-১২ হাজার টাকা দিয়ে একটি বড় আম গাছের গুঁড়ি কিনে তা দিয়ে পাঁচটি ঢাক তৈরি করেছি। এগুলি তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় দু'মাস। দিনে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা দিতে হয় এই কাজের পিছনে।' তিনি আরও জানান, তাঁর তৈরি ঢাক পাইকারদের হাত ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি অসমেও যায়। একেকটি ঢাকের দাম আট-নয় হাজার টাকা। স্ত্রী ভারতী হাজরা দুই ছেলে বিপুল ও বিপ্লব আর এক মেয়ে সংগীতাকে নিয়ে তাঁর পরিবার। দুই ছেলেও বাবার মতো ঢাক বাজাতে বেশ পারদর্শী। ইতিমধ্যেই ঘরে প্রায় গোটা আটেক ঢাক তৈরি করে রাখা।

প্রতিবছর ডুয়ার্সের একটি চা বাগানে ঢাক বাজানোর বরাদ্দ বাঁধা থাকে ভবেনের। পুজো আসতে এখনও মাস দুয়েক বাকি। তার আগে সব ঢাক হয়তো বিক্রি হয়ে যাবে বলে ভবেনের বিশ্বাস। পাশাপাশি, ঢাক বাজানোর ডাক আসবে বলে তিনি অপেক্ষা করছেন। পুজোর ক'টা দিন ঢাক বাজিয়ে উপার্জনের টাকা দিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন বলে আশায় রয়েছেন ভবেন।

IEM-SALT LAKE, IEM-NEWTOWN, IEM-JAIPUR
under
UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT
(Founded by IIT alumni and managed by IITians, Faculty from IITs, NITs, IIMs, CU, JU, IIEST and Foreign Universities)
BEST ENGINEERING COLLEGE IN PLACEMENTS
ADMISSION OPEN FOR ACADEMIC YEAR 2024-2025
B.Tech, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, BHM, BPT, M.Tech, MBA, MCA, M.Sc LL.M, MPT, PH.D
AFFILIATION & ACCREDITATION
Helpline 8010 700 500
Scan the QR code and visit our website www.iem.edu.in
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata - 700091

35 YEARS ACADEMIC EXCELLENCE
IEM
INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
Visit www.iem.edu.in
IEM, KOLKATA
ADMISSION OPEN 2024-26
MBA
MBA
in General Management
2 Years Full-time AICTE approved program
SPECIALIZATION IN
Marketing | Finance | HRM | Technology Management | Logistics & Supply Chain Management
PLACEMENT HIGHLIGHTS
HIGHEST PACKAGE ₹72 LAKHS
AVERAGE PACKAGE ₹8.83
Our Top Recruiter: ABFRL, ABP Ltd., Asian Paints, Axis Bank, Bandhan Bank, Berger, Dabur, EY, Federal Bank, Flipkart, Gainwell, Godrej & Boyce, HDFC Bank, ITC Ltd, Kelloggs, Lava, Marico, Mondelez, Panasonic - Anchor, PwC, Ramco Cement, RSM USI, TCS, Ujjivan Small Finance Bank, Usha Martin, Vialto Partners, VIVO
STUDY ABROAD PROGRAM AT
Vancouver (Canada) New York (USA) Singapore Sydney (Australia) London (UK)
AFFILIATION & ACCREDITATION
Admission Helpline 8010 700 500

খোঁজ নেই স্বামীর, দিনহাটায় তদন্তে পুলিশ

বধূর দেহে গুলির ক্ষত

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৭ অগাস্ট : তখন বিছানায় ঘুমিয়ে দুই সন্তান। আর ঘরের দরজার সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গৃহবধূ। ঠিক কতক্ষণ ধরে সেখানে পড়ে আছেন গৃহবধূ সেটা কেউ জানে না। হঠাৎ বউলেরকুঠি এলাকার বাসিন্দা নিখিল বর্মন সেসময় বাড়ি ফিরছিলেন। ওই মহিলার চিৎকার শুনে কাছে গিয়ে দেখেন এই পরিস্থিতি। এরপর আশপাশের সকলের সাহায্যে গৃহবধূকে উদ্ধার করে দিনহাটা হাসপাতাল তারপর সেখান থেকে কোচবিহার নিয়ে গিয়ে শেষরক্ষা করা হয়। তবে কে বা কারা তাঁকে গুলি করল, এর পিছনে পারিবারিক অশান্তি নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী সঞ্জীব দাসের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এতেই রহস্য দানা বাঁধছে। এদিকে, দিনহাটার আইসি জয়দীপ মোদক বলেন, 'সেদিন রাতে সঞ্জীব মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর কলহের জেরেই সম্ভবত ওই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

শুক্রবার রাত তখন সাড়ে ১১টা। দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বউলেরকুঠি এলাকার বাসিন্দা দেবী বর্মন ঘরের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। তাঁর বাঁ গালে গুলি লেগেছে।

এই বাড়ির সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন গৃহবধূ।

নিখিল প্রথম তাঁকে দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীদের ডেকে আনেন। দ্রুত গ্রামবাসীরা দেবীকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে গৃহবধূকে পাঠানো হয় কোচবিহারে। শনিবার সকালে ওই গৃহবধূর অস্ত্রোপচার হয়। বর্তমানে তিনি বিপন্মুক্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা।

নিখিলের কথায়, 'রাতে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়ে যাই। এরপর পাশেই দেখি দেবী তাঁর ঘরের সামনে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। এরপর প্রতিবেশীদের সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

এদিকে, এই নিয়ে এখনও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে গৃহবধূর মামাশ্বশুর মানিক বর্মন বলেন, 'রাতেই খবর শুনে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে ছুটতে হয়। ভাগ্নের খোঁজ এখনও পাইনি। দেবীর শাশুড়ি খুবই অসুস্থ। শ্বশুর বাইরে থাকেন। সেকারণে আমাকেই সবটা সামাল দিতে হচ্ছে। তাই থানায় অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ পাইনি। তবে অভিযোগ করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা সম্পূর্ণ জানা নেই।'

গ্রামের মধ্যে এরমকম ঘটনায় আতঙ্কে গ্রামবাসী। প্রতিবেশী অমল রায় বলেন, 'কীভাবে এই ঘটনা ঘটল সেই রহস্য খুব তাড়াতাড়ি উন্মোচন হোক।'

ব্রিজে গর্ত, শিক বেরিয়ে ঝুঁকির যাত্রা

কুশমণ্ডি, ১৭ অগাস্ট : মহিপাল দিঘির উত্তর পাড় ঘেঁষে রয়েছে মানখাড়ি। এই মানখাড়ির উপরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে একটি ব্রিজ। ব্রিজের নাম খটখটিয়া। সেই ব্রিজের শেষ প্রান্তে দুই জায়গায় ব্রিজ ভেঙে তৈরি হয়েছে বড় দুটো গর্ত। বেরিয়ে এসেছে লোহার শিকও। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলছে চলাচল। তবু উদাসীন প্রশাসন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করেন মালিগাও পঞ্চায়েতের পাঁচহাটা, গোবরাবিল, মোল্লাপাড়া, বাগডুমা সহ একাধিক গ্রামের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্রিজ ভেঙে গেলেও কোনও উদ্যোগ নেয় না প্রশাসন। এমনকি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছে অনেককেই। মোল্লাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বৈদ্য রায় ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, 'বিজেপি তৃণমূল সব দল এক। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করার সময় নেই কোনও দলের নেতা-কর্মীদের।'

বাগডুমা গ্রামের অনিল রায়, সেফাল রায়'রা জানান, 'ওই রাস্তা দিয়ে মহিপাল সহজেই যাওয়া যায়। মহিপাল হয়ে কুশমণ্ডি বালুরঘাটের যোগাযোগ। তাই ব্রিজের দুই পাশে দুটো বড় বড় গর্ত মাঝখানে এক চিলতে সরু জায়গা। তা দিয়েই চলছে ঝুঁকির যাতায়াত। তবে চার চাকা বা অটো, ভুটভুটি কোনওটারই যাবার উপায় নেই। ব্রিজের ওপর মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হলেও প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি।'

এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সদস্য শিখা সরকারের সাফাই, 'পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ সব দখল তৃণমূলের। আমি বিষয়টি বারবার পঞ্চায়েত সমিতির সভায় তোলার চেষ্টা করেছি কিন্তু সুযোগ পাইনি।

এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য অম্বরিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।'

খটখটিয়া ব্রিজের বেহাল দশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায়। তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা কেউ কিছু জানায়নি। আমি খোঁজ নিয়ে ব্রিজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনে জেলা শাসকের কাছে নিজে যাব।'

রান ফর জেন্টাল জায়েন্টস

নাগরাকাটা, ১৭ অগাস্ট : হাতির জন্য দৌড়! বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার নাগরাকাটার আপার কলাবাড়ি বস্তিতে একটি রোড রেসের আয়োজন করা হয়। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্পেন্টা এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ওই কর্মসূচিটির পোশাকি নাম 'রান ফর জেন্টাল জায়েন্টস'। সেখানে ছিলেন ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল এবং স্পেন্টার কর্মকর্তা নামদেব এর্গে।

টিনের চালাঘরের সামনে ফুলমণি টুডু।

নিয়মের গেরোয় ফুলমণির জোটে না সরকারি ভাতা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৭ অগাস্ট : সরাইদিঘির দুই পাড়ে সাঁওতালদের বাস। সেখানেই থাকেন ফুলমণি টুডু। বয়স তিন কুড়ি দশ। সময়ের ভারে ন্যুব্জ হয়েছে শরীর। একা উঠে দাঁড়াতে পারেন না। অথর্ব শরীরটা কেউ ধরে উঠিয়ে দিলে লাঠিতে ভর করে কোনওমতে ঘষটে ঘষটে চলেন। ইটাহারের এই সরাইদিঘি এলাকায় পুকুর পাড় ধরে একটু এগিয়ে গেলে গাছতলায় ছোট টিনের একটা চালাঘর। সেটাই আদিবাসী বৃদ্ধার মাথা গোঁজার ঠাঁই। গাঁয়ের লোকেরা বানিয়ে দিয়েছেন। এক চিলতে এই ঘরেই একলা জীবন কাটছে অসহায় ফুলমণির।

সরকারি কোনও ভাতা পান না? উত্তর এল, 'না'। জয় জোহার, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিছুই পাননা বলে জানালেন।

প্রতিবেশী মহিলা শান্তি সরেন বললেন, 'মানুষটার কেউ নেই। আমার দূরসম্পর্কের পিসি। আমি ভাত এনে দিলে খায়। না হলে খেতে পায় না। আগে গ্রামের আরও অনেকে খাবার দিত। কিন্তু সবারই তো সংসার আছে! আমারও স্বামী নেই। ছেলেটা মিশনে থাকে। দিনমজুরি খেটে নিজের পেটটা কোনওমতে চালাই।' দুর্বল শরীরে একটু বেশি কথা বললে হাঁফাতে থাকেন বৃদ্ধা। তবু কথায় কথায় জানালেন কুশমণ্ডির নাভোর গ্রামের নাংরা টুডুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফুলমণির। নাংরার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন ফুলমণি। তাঁর নিজের কোনও সন্তান হয়নি। সতীনের মৃত্যুর পর সৎ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন। কিন্তু বৃদ্ধা ফুলমণির ভার নিলেন না কেউ। অগত্যা স্বামীর ভিটে ছেড়ে ফুলমণি ফিরে আসেন ইটাহারে সরাইদিঘির পাড়ে বাবার ভিটেয়। এক বোনের ছেলে আছেন। তিনিও ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে চলে যাওয়ায় তাঁকে দেখার কেউ নেই। দূর সম্পর্কের সেই ভাইঝি শান্তি সরেন জানালেন, 'র্যাশন কার্ড, আধার ও ভোটার কার্ড সবই আছে। আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতার টাকা ঢুকত। বেশ কয়েক বছর ধরে সেটাও পাচ্ছেন না। এখানে পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান সবাইকে বলেছি। কিন্তু কাজ হয়নি।'

কাগজে-কলমে তিনি এখনও কুশমণ্ডির বাসিন্দা। ফলে সরকারি নিয়মের গেরোয় ফুলমণি এখন নেই রাজ্যের বাসিন্দা। তবু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ইটাহারের বিডিও দিব্যেন্দু সরকার। বিডিও বলেন, 'ওই বৃদ্ধার খোঁজ পেয়েছি। তাঁকে তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের তরফে জিআর-এর চাল ও কিছু কাপড় দেব। কুশমণ্ডি ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ভাতা বা সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করব। তা না হলে আমাদের ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর নাম বার্ধক্য ভাতার তালিকায় ওঠানোর ব্যবস্থা করব।'

আজ টিভিতে

টেলিভিশনে প্রথমবার **দশম অবতার স্টার জলসায়** দুপুর ১টায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মস্তান, দুপুর ১.০০ ফাইটার, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধ্যা ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ সবুজ সাথী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ সন্তান, বিকেল ৩.৫৫ কী করে তোকে বলব, সন্ধ্যা ৭.০০ দেবী চৌধুরানি, রাত ১১.৩০ যোদ্ধা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ ইন্সপেক্টর নটি কে, বিকেল ৩.০০ প্রজাপতি, সন্ধ্যা ৬.০০ থাই কারি, রাত ৮.০০ গীত সংগীত, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ খোকা ৪২০

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী, সন্ধ্যা ৭.৩০ মঙ্গলদীপ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কলঙ্কিনী

প্রজাপতি বিকেল ৩টায় জি বাংলা সিনেমায়।

যুগ যুগ জিও দুপুর ১২.৩১ মিনিটে কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে

মোয়ানা দুপুর ১.১৫ মিনিটে স্টার মুভিজে

ABRIDGE TENDER NOTICE

The date have been extended in some works of NIQ No-01(Q)/HRP/DD, Dated-08.08.2024 of Harirampur Panchayat Samiti.
Last date of submission-19.08.24 upto 15.00 Hrs
Date of opening tender-21.08.24 upto 15.00 Hrs

Sd/-
B.D.O.
Harirampur, Dakshin Dinajpur

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned various work under Harirampur Panchayat Samity. Tender no - 01/HRP/PS/DD/3rd call, Date - 15/08/2024
Ref. Last date of submission-22.08.2024 upto 03.00 pm Date of opening tender-24.08.2024 after 03.00 pm

Sd/-
E.O.
Hrp PS, D/Dinajpur

QUOTATION

Notice inviting Quotation are invited for : Quotation for repairing of the vehicle bearing registration No. WB73B-6349 (Tata Sumo Ambulance) vide memo No. DH & FWS/KPG/24-25/1570 dt. 16-08-2024 & Memo No. DH & FWS/KPG/24-25/1571 dt. 16-08-2024 (Last Date: 30.08.2024) within 12:00 Hrs.
For further details contact :
CMOH Office,
Leprosy Colony Compound, Kalimpong
Email: **cmohkalimpong1@gmail.com**

Sd/-
CMOH & Member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong

ডিমাপুর ইয়ার্ডের উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং-কন/২০২৪/জুলাই/০৫, তারিখ: ২৪-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/ডিএমভি/এমআইএস/২০২৪/০৭। কাজের নাম: বিদ্যমানের স্টেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ডিমাপুর ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ওএইচই স্থাপন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক মূল্য: ১৭,৭৬,৮২,২১৯.২৬ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৯-০৯-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৯-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/১
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned work under Harirampur Development Block. Tender no - 03/HRP/DD/2nd call, Date - 15/08/2024.
Ref. Last date of submission-29.08.2024 upto 11.00 AM
Date of opening tender-31.08.2024 after 03.00 pm

Sd/-
BDO
Harirampur, D/Dinajpur

e-TENDER NOTICE
Office of the B.D.O., Banarhat, Jalpaiguri

Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. BANARHAT/BDO/NIT-003/2024-25 (2nd Call). Last date of online bid submission 24/08/2024 at 05.00 PM respectively. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
B.D.O., Banarhat Dev. Block

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৪৯-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫, তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং: ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএন/III/রঙিয়া-এর এখতিয়ারের অধীনে জরাজীর্ণ ১ ইন ১২/১ ইন ৮.৫ সুইচগুলির পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২০,৫৬,৪৮৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪১,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং টেন্ডার খোলা ০৬-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৫-এপি-II-২০২৪। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ বঙ্গাইগাঁওএর এডিইএন/ফকিরাগ্রাম অংশের অধীনের ২০০/৪ কিলোমিটার থেকে ২৪২/০ কিলোমিটার পর্যন্ত গোসাইগাঁওহাট-ভাউলি খণ্ডে ট্র্যাকের সুরক্ষার জন্যে পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ২,৫৭,৬৬,৮৩৮.৩৯ টাকা। বায়না রাশি: ২,৭৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৪৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫-০১, ০২ এবং ০৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও-রঙিয়া-কামাখ্যা প্রকল্পে নবনির্মিত বিজি ডাবল লাইনের কিমি ২৫১/৪ থেকে ৩৯২/২ কিমির (নিউ বঙ্গাইগাঁও-আগথোরি) মধ্যে বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, এলসি গেটের ওভারহোলিং, ট্র্যাকের ডিস্ট্রেসিং, নবনির্মিত বিজি ট্র্যাকে ব্যালাস্ট আনলোডিং সহ অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের বিপরীতে রোবোটিক ওয়েল্ডিং ব্যবহার করে সিএমএস ক্রসিং-এর ইন সিটু রিকন্ডিশনিং। টেন্ডার মূল্য: ৩৯,৩০,০০৪.৬০ টাকা। বায়নার ধন: ৭৮,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও-রঙিয়া-কামাখ্যা প্রকল্পে নবনির্মিত বিজি ডাবল লাইনের কিমি ২৫১/৪ থেকে ৩৯২/২ কিমির (নিউ বঙ্গাইগাঁও-আগথোরি) মধ্যে বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, এলসি গেটের ওভারহোলিং, ট্র্যাকের ডিস্ট্রেসিং, নবনির্মিত বিজি ট্র্যাকে ব্যালাস্ট আনলোডিং সহ অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের বিপরীতে জরাজীর্ণ সুইচের রিকন্ডিশনিং। টেন্ডার মূল্য: ৯,৮৭,৭৭২.৫০ টাকা। বায়নার ধন: ১৯,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও-রঙিয়া-কামাখ্যা প্রকল্পে নবনির্মিত বিজি ডাবল লাইনের কিমি ২৫১/৪ থেকে ৩৯২/২ কিমির (নিউ বঙ্গাইগাঁও-আগথোরি) মধ্যে বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, এলসি গেটের ওভারহোলিং, ট্র্যাকের ডিস্ট্রেসিং, নবনির্মিত বিজি ট্র্যাকে ব্যালাস্ট আনলোডিং সহ অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের বিপরীতে গ্লুড জয়েন্টের রি-ফেব্রিকেশন (ইন সিটু)। টেন্ডার মূল্য: ৯১,৪৪,৪৫৭.২০ টাকা। বায়নার ধন: ১,৮২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৪-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Required Principal & Science Teacher
DIAMOND PUBLIC SCHOOL
Sahapukur, P.O. Dangarhat
P.S. Kumarganj, Dist Dakshin Dinajpur, WB
For the following post
1. PRINCIPAL
2. SCIENCE TEACHER
Applicants Must Have Graduated for any recognized University with Fluency in English and CBSE/ICSE Background
Apply Sharply within 10 Days with Bio- Data at above mentioned address.
CONTACT AT.
1. Office 8918291935
2. Chairman - 9800007886
Email - diamondps17@gmail.com/ mrgus1997@gmail.com

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ওয়াশিং/পিট লাইনে কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ, ওয়াটার টপিং ও প্যাড লকিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-এপিডিজে-২০২৪-০৪; তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ই-টেন্ডার নং. মেক-এপিডিজে-২০২৪-০৪। কাজের নাম: ০২ (দুই) বছর (৭৩০ দিন) সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, এন. এফ. রেলওয়ের ওয়াশিং/পিট লাইনে কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ, ওয়াটার টপিং ও প্যাড লকিং। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৩,৯০,৮১,৭৬৭.৩৪ টাকা, বায়নার ধন: ৩,৪৪,৪০০/- টাকা; ই-টেন্ডার ০৫-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৫-০৯-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

প্রস্তুতকরণ, যোগান এবং লোডিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/আগস্ট/০৫ তারিখ: ০৭-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এজি/বিএলএস/২০২৪/০৩। কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত রহমতপুর এবং পাওয়াখালি (ছাড়া) স্টেশনের মধ্যের খণ্ডের জন্যে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন, ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ অনুসারে হোপার/ওয়াগনে লোডিং সহিত কোয়ারি পাকুর/রাজগ্রাম/হরিণসিং/তালিঝারি/বাকুড়ি/সাহিবগঞ্জ/পিনারগারিয়া ডেরাইটি থেকে অনুমোদিত মানদণ্ডের ৯১০০০ সিইউএম ৫০এমএম আকারের মেশিন ক্রাশড স্টোন ব্যালাস্টের প্রস্তুতকরণ, যোগান এবং লোডিং কাজ (নির্মাণ)। টেন্ডার রাশি: ১৭,৬৩,৬৪,৩৭০/- টাকা। বায়না রাশি: ১০,৩১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০৯-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৯-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৩
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পার্কিং-২৯, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট): ২৮-০৮-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৮-০৮-২০২৪ তারিখের ১২.১০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৫।

ক্যাটালগ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্টেশন
৫৫/১	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকা)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়।
৫৫/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং-দুই চাকা)	আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি অফিসের সামনের স্থানে।
৫৬/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএসটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	বামনহাট (বিএসটি) রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশনে।
৫৬/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/৫	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বানরহাট রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিকিউজি-এমএক্স-৫-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/৭	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/৮	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।
৫৬/৯	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
STREE-2
(Hindi)
*ing : Shraddha Kapoor, Raj Kumar Rao
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি W.N. 27 সবুজ সংঘ মাঠের নিকট 7.5 কাঠা জমি শীঘ্রই বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 8116879965. (C/112091)

কিডনি চাই

■ (B+) পজিটিভ ব্লাড গ্রুপের কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। M : 97495-00001/7982701911. (C/112225)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 7/10, 21/12, কাশ্মীর 10/10, কেরল 20/12, গুজরাট 20/1/25, থাইল্যান্ড 22/1/25 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

শিক্ষা-দীক্ষা

Scholarship for Nursing Course (GNM) 2024

■ Nursing পড়ার জন্য Siliguri Terai Educational Welfare Society পরিচালিত 'Terai Nursing Institute' (INC & WBNC) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীদের Scholarship প্রদান করার জন্য আগামী 28/08/2024তারিখে একটি Examination -এর আয়োজন করেছে। Nursing পড়তে আগ্রহী ছাত্রীরা Examination-এ অংশগ্রহণ করুন। যোগাযোগ - 9933176656 / 9734965214 (WhatsApp). www.terainursing.com (C/112219)

ভাড়া

■ Rent for 3rd floor near Matri Bhandar, Aurobindo Pally, Siliguri, 9434050112. (C/112135)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের কাছে 2nd Floor-এ 2 BHK Flat ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ- 9932708848. (C/112151)

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি বলতে শেখার সহজ গাইডেন্স। ৩ মাসে স্বচ্ছন্দে বলতে শেখো। সাক্ষাতের জন্য ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/112222)

REAL TOURISM

■ শিলিগুড়ি ও কলকাতার অফিসের জন্য সুশ্রী, স্মার্ট Computer-এ দক্ষ শিক্ষিত মহিলা চাই। এছাড়া Marketing-এর কাজে আগ্রহী (বাহিরে যেতে হবে) এমন ছেলে ও মেয়ে প্রয়োজন। email : myrealtourism@gmail.com, Call : 0353-7962742. (C/112222)

আয়া/সেবিকা

■ সবিতা সেবিকা সেন্টার বাচ্চা ও রোগী দেখার জন্য দিন ও রাতে আয়া পাওয়া যায়। 8101103758, 9932593057. (C/117142)

ডিস্ট্রিবিউটার
মাসিক পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত আয়

■ নামী কোঃ ডিস্ট্রিবিউটার নিয়ে উচ্চ আয় করুন। সঙ্গে বিদেশে ভ্রমণ+বিভিন্ন ধরনের গিফ্ট পান। 9903008211. (K)

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগের বা পরের যে কোনও রকম সন্দেহের তদন্ত বা প্রিয়জন বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে বা কোনও আইনি সাহায্য নিতে। (M) 9083130421. (C/112223)

জ্যোতিষ

■ সন্তানহীন বা অসময়ে গর্ভপাত, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষযুক্ত মহিলাদের জন্য সুখবর, ভারত বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক, জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ বিশেষজ্ঞ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী (গুরুজি) শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার সেবক রোডে, একমাত্র প্রকৃত তাত্ত্বিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধানের উপায়। উনি শিলিগুড়ির বাইরে কোথাও বসেন না, যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ান না। যোগাযোগ - ৯৪৩৪০-৪৩৫৯৩। (C/112143)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/112224)

মালদায় মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক

■ পান্ডুয়া আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতনে আর্টস - 3, সায়েন্স - 4, কম্পিউটার-1 জন আবাসিক শিক্ষক চাই। বেতন : 12-20 হাজার। M-9851888949. (M-ED)

আয়া/সেবিকা

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির জন্য আয়া চাই। থাকার আলাদা ঘর, খাওয়া দিয়ে। M : 7584933225. (C/112228)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে 24 ঘণ্টা মহিলা গৃহপরিচারিকার প্রয়োজন। Call : 9353885954. (K)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে কুক এবং খাবার পরিবেশক প্রয়োজন। 7908516510. (C/112127)

কর্মখালি

■ চণ্ডীগড়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেসিডেন্সের জন্য পূর্ণ সময়ের অভিজ্ঞ রান্নার লোক চাই। ভালো বেতন ও বিনামূল্যে থাকা-খাবার ব্যবস্থা। M : 9217848191. (C/112228)

■ রাতদিনের কাজের জন্য মহিলা সেবিকা চাই। একজনমাত্র সুস্থ সবল বয়স্ক ব্যক্তির, ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য, থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে, বেতন ১০ হাজার। যোগাযোগ - ৯৬৭৯৯-৩৫৫৯১, শিলিগুড়ি সেবক রোড। (C/112143)

■ Anandaloke Siliguri needs experienced in Hospital Medical Stores Management with working tally knowledge and one hill driving experienced driver. Salary negotiable. Ph. : 8116610703. (C/112227)

কর্মখালি

■ অফিসে কাজের জন্য ছেলে সহায়ক চাই, বয়স ১৯-২৩'এর মধ্যে। গ্র্যাজুয়েট অথবা উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী সাক্ষাতে ঠিক হবে, সত্বর যোগাযোগ : - 9002004418 শিলিগুড়ি সেবক রোড। (C/112143)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য বাংলা রান্না জানা লোক, মোগলাই, বিরিয়ানি জানা লোক চাই এবং হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি ও বেতন। শিলিগুড়ি। (M) 9749570276. (C/112223)

■ উকিলের চেম্বারে (Siliguri) কাজের জন্য কম্পিউটার ও ইংলিশ জানা ছেলে চাই। বেতন- 5000/-. Ph : 8388973933. (C/112221)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৭ অগাস্ট : ‘রাতে ডিউটি থাকলে একটাই চিন্তা শুধু ঘুরপাক খায় মাথায়, কখন সকাল হবে। এমন একটি রাত কাটেনি, যেদিন মদ্যপরা এখানে আসেনি। প্রতিটি রাত আমাদের কাছে বিভীষিকাময়’, কথাগুলো যখন বলছিলেন, তখন চোখ ভিজে আসছিল পুষ্পা শা-এর। পুষ্পা বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী। আরজি করের ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তাহীনতা যেন আরও বেশি করে চেপে বসেছে ওই কেন্দ্রের মহিলা কর্মীদের।

পুষ্পার বর্ণনা, ‘রাতে একজন চিকিৎসক ডিউটিতে থাকলেও তিনি সামনের অফিস রুমের ওপরে থাকেন। আমরা একজন নার্স এবং দুজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী থাকি একসঙ্গে। রাত যত গভীর হতে থাকে, মদ্যপদের আনাগোনাও বাড়তে শুরু করে। জরুরি বিভাগে ঢুকেই আগে চিকিৎসকের চেয়ার দখল করে বসে পড়ে তারা। টেবিলে কখনও মাথা রাখে, কখনও প্রায় শুয়েই পড়ে। অশ্লীল কথা বলে। বাজেভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতে রাতের পর রাত কাটছে।’

তাঁর কথায়, ‘যখন সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, তখন থানায় ফোন করি। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ওদের ধরে নিয়ে যায়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছাড়া এভাবে ডিউটি করতে হচ্ছে। আরজি করের ঘটনার পর থেকে আতঙ্ক আমাদের আরও বেশি করে গ্রাস করেছে।’

নির্মলা মল্লিক নামে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর অভিজ্ঞতা আরও খারাপ। বললেন, ‘‘ভয়ে ভয়ে রাতে ডিউটি করতে হয়। দল বেঁধে এসে ঝামেলা শুরু করে। একবার ড্রেসিং করে দেওয়ার পরেও বারবার এসে বলে, ‘পট্টি লাগাও, মলম লাগাও।’ কখনও কিছু না হলেও মিথ্যে বলে ঢুকে পড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।’’

পুষ্পা এবং নির্মলা- দুজনেরই দাবি, রাতে পুলিশ মোতায়েন করা হোক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এতে ভরসা পাবেন তাঁরা। মহিলা কর্মীরা ভীতিকে সঙ্গী করে ডিউটি করতে চাইছেন না আর। এব্যাপারে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ (এমওআইসি) ডাঃ দীপক সাধুর বক্তব্য, ‘আগেও আবেদন জানানো হয়েছে, অন্তত রাতে যেন পুলিশ মোতায়েন করা হোক। রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকেও এ নিয়ে বলা হয়েছে।’ বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলছেন, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং থানা, দুটো কাছাকাছি। মাঝে একটা সরু রাস্তা। যখনই ডাকা হয়েছে, তখনই পৌঁছে গিয়েছে পুলিশ।’ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি পুলিশকর্মী দেয়, তাহলে ওখানে মোতায়েন করা হবে।

নিরাপত্তার অভাব

- জরুরি বিভাগে ঢুকে চিকিৎসকের চেয়ার দখল করে সমাজবিরোধীরা
- টেবিলে কখনও মাথা রাখে, কখনও শুয়ে পড়ে
- অশ্লীল কথা, বাজেভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের
- দল বেঁধে এসে ঝামেলা, অজুহাত দেখিয়ে বারবার ঢুকে পড়া
- রাতে পুলিশ মোতায়েনের দাবি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ।

আজ পথে প্রতিবাদ মোহন-ইস্টের সমর্থকদের

ডার্বি বাতিলের জেরে একসঙ্গে দুই যুযুধান শিবির

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : ইলিশ বনাম চিংড়ি থেকে বাঙাল বনাম ঘটি, এ লড়াই বহু যুগের। খেলার মাঠ হোক বা টিভির পর্দা, প্রিয় দলের হয়ে ওরা গলা ফাটিয়েছেন বারবার। সেই ছবিটা বদলে গেল আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে। যুযুধান দুই শিবির ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের সমর্থকরা এবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দোষীদের শাস্তি চেয়ে ময়দানে নামতে চলেছেন।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি শনিবার বাতিল ঘোষণা হতেই মোহনবাগানের শিলিগুড়ির সমর্থক প্রভাস বাগচী, প্রান্তিক রায় এবং ইস্টবেঙ্গল সমর্থক সপ্তক বসু, স্বস্তিক সাহারা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ফুটবল মাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে লড়াইটা এবার আরজি করের নির্যাতিতার ‘জাস্টিস’ নিশ্চিত করার। হোয়াটসঅ্যাপে একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। সেখানে যুক্ত হয়েছেন শহরের লাল হলুদ-সবুজ মেরুণ সমর্থকদের অধিকাংশ। প্রতিবাদের ভাষার রূপরেখা ঠিক করতে তাঁরা ব্যস্ত।

প্রান্তিকের ঘোষণা, ‘রবিবার সন্ধ্যায় শহরের সমস্ত ইস্টবেঙ্গল সমর্থক এবং আমরা একসঙ্গে ন্যায় বিচারের দাবিতে বাঘা যতীন পার্ক থেকে পা মেলাতে চলেছি। শহরের প্রত্যেক খেলাপ্রেমী মানুষকে অনুরোধ করব, আপনারাও আমাদের সঙ্গে পা মেলান।’

লড়াই দেখা যাবে না রবিবার। বাতিল ডুরান্ড কাপের ডার্বি। -প্রতীকী ছবি

রবিবারের ডার্বি নিয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা বিশেষ পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, আরজি করের নির্যাতিতার পাশে থাকার বার্তা নিয়ে ন্যায় বিচারের দাবিকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া। সেই পরিকল্পনাই কাল হয়ে দাঁড়াল বলে মনে করছেন গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শহর শিলিগুড়ির ফুটবলপ্রেমীদের একটা বড় অংশ। অন্তত সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ালে চোখ রাখলে সেটা বোঝা যায়।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থক স্বস্তিকের কথায়, ‘আমরা ক্রীড়াপ্রেমীরা রাজনীতির শিকার হলাম। সিস্টেম চায়নি, আমাদের দাবিটা সর্বস্তরে পৌঁছে যাক।’ ম্যাচ বাতিলের মধ্যে দিয়ে কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ মোহনবাগান সমর্থক প্রভাসের। তিনি বলছেন, ‘প্রতিটা মানুষ নিজের জায়গা থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেই প্রতিবাদ চলবে। খেলার ওপরেও যেভাবে কোপ পড়ল, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। গোটা রাজ্যে সমস্ত ইস্ট-মোহন সমর্থকরা রাস্তায় নামবে।’

প্রাথমিকভাবে ঠিক রয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় বাঘা যতীন পার্ক থেকে ‘জাস্টিস ফর তিলোত্তমা’-মিছিল বের হবে। হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে যাবেন অংশগ্রহণকারীরা। নিজেদের জার্সি পরেই তাতে পা মেলাবেন শহরের মোহন-ইস্ট সমর্থকরা। সঙ্গে থাকবে কালো আর্ম ব্যান্ড।

প্রতিবাদের সুর মিলিয়ে দিল যুযুধান দুই শিবিরকে। ছুটির সন্ধ্যায় রাজপথে সেই সুর শোনার অপেক্ষায় শহরবাসী।

চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে মিছিল তৃণমূলের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার ‘দোষীদের ফাঁসি চাই’ ব্যানার হাতে মিছিলে হাঁটেন ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীরা। সেখানে থেকেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে জোড়াফুল শিবির।

মিছিল শুরু হয় আপার বাগডোগরার পানিঘাটা মোড় থেকে। শেষ হয় এয়ারপোর্ট মোড়ে। মিছিলে ব্লক সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী সহ স্থানীয় নেতৃত্বের অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন। দলের নকশালবাড়ি ব্লক-২ নেতৃত্বের তরফে মিছিল বের করা হয়। সেখানে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ অন্যরা। তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে খড়িবাড়ি বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে। ছিলেন ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ সহ বিভিন্ন অঞ্চল নেতারা।

ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক কমিটির তরফে লিউসিপাকড়িতে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। বিধাননগরে একই দাবিতে মিছিল করে ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক কমিটি। ইসলামপুর ব্লক কমিটির তরফে রামগঞ্জ বাজারে মিছিল বেরিয়েছিল। ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেন সেই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন।

এদিন চোপড়ায় মিছিলে হাঁটেন স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান। ছিলেন অন্য নেতারাও। বিধায়ক বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আমরা চাইছি, এই ঘটনা নিয়ে রাম-বাম-শ্যামের চক্রান্ত বন্ধ হোক। দলীয়ভাবে দোষীদের ফাঁসির দাবি তোলা হয়েছে। রবিবারের মধ্যে সিবিআই তদন্ত শেষ করতে হবে।’

নাবালিকা গণধর্ষণে গ্রেপ্তার সবাই, দাবি পুলিশের

শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ বিরোধীদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদী শিলিগুড়ি এবার আওয়াজ তুলল ফুলবাড়িতে নাবালিকা গণধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে। শনিবার দিনভর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ওঠে। প্রশাসনের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান বিক্ষোভকারীরা। পালটা পুলিশের দাবি, গণধর্ষণের ঘটনায় সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিন সকালে ধর্ষিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। পরে তিনি বলেন, ‘পরিবার থেকে বলা হচ্ছে, ৬-৭ জন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অথচ ধরা হয়েছে চারজনকে। তাহলে বাকিরা কারা? এখানে কাউকে আড়াল করা হচ্ছে না তো? সেটা দেখা প্রয়োজন।’

গণধর্ষণের ঘটনা সামনে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ৮ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এধরনের ঘটনার জন্য সরাসরি রাজ্যের প্রশাসনকে দায়ী করছেন বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, ‘কামদুনি থেকে শুরু করে মাটিগাড়া, কোথাও জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নজরে পড়েনি। সে কারণেই সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছে। এজন্য দায়ী রাজ্যের প্রশাসন।’

বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি নবম শ্রেণির পড়ুয়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত মেডিকেল রিপোর্ট তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। এদিন নাবালিকার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় বলে জানিয়েছে পরিবার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) দীপক সরকারের বক্তব্য, ‘ওই ঘটনার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত ছিল, সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, ‘এখনও রিপোর্ট আসেনি।’

এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে মহিলা মোর্চা। নেতৃত্বে ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ‘এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ এই মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বকালে ধর্ষণ ছাড়া কিছু হয় না। এটা গণধর্ষণের সরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, একজন পুলিশমন্ত্রী হিসেবে তিনি ব্যর্থ। ওনাকে উৎখাত না করা হলে এধরনের ঘটনা চলবেই।’

শিলিগুড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে মহিলা মোর্চা। শনিবার।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফেও এদিন দুপুরে মানব বন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নেতা-কর্মীরা ভেনাস মোড়ে রাস্তার ওপর বসে পড়েন। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বাম ছাত্র-যুব-মহিলা নেতারা পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দিতে একসঙ্গে কমিশনারেটে ঢোকার চেষ্টা করেন। পুলিশ বাধা দিলে বচসা এবং তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। পরে ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয় প্রশাসন।

শংকর ঘোষ, শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সুরেই সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলার স্নিগ্ধা হাজরা এদিন বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রথম থেকে কঠোর শাস্তির কথা বলতেন, তাহলে দুষ্কৃতীরা এতটা সাহস পেত না। উনি টাকা (পড়তে হবে ক্ষতিপূরণ) ঘোষণা করে সবসময় বিষয়গুলো লঘু করে দিয়েছেন। তা না হলে ১৪ তারিখের রাতের আন্দোলনের পর এধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস অভিযুক্তরা পেত না। ওরা যাতে কড়া শাস্তি পায়, সেজন্য আমাদের আন্দোলন চলবে।’

গণধর্ষণের শিকার নাবালিকার দিদি বলেছেন, ‘শুনেছি রবিবার মেডিকেল রিপোর্ট আসবে। কিছুদিন রাখা হবে বলে চিকিৎসরা জানিয়েছেন।’ মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বললেন, ‘গণধর্ষণের ঘটনা সামনে আসতেই পুলিশ কী অ্যাকশন নিয়েছে, সেটা সকলের জানা। আমরা মানুষের সঙ্গে রয়েছি। বিরোধী দলগুলোর কোনও জনসমর্থন নেই, তাই ওরা কুৎসা রটাচ্ছে।’

পুলিশকর্মীদের রাখি পরাল পড়ুয়ারা

খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৭ অগাস্ট : খড়িবাড়ি গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শনিবার রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হল। স্কুল থেকে খড়িবাড়ি বাজারে এসে ডাক্তার, নার্স ও পুলিশকাকুদের হাতে নিজেদের হাতে তৈরি রাখি পরিয়ে খুশি স্কুলের পড়ুয়ারা। এদিন দুপুরে স্কুলের খুদে পড়ুয়া ও শিক্ষক, শিক্ষিকারা খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও খড়িবাড়ি থানায় গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশকর্মীদের রাখি পরিয়ে দেয়। পাশাপাশি খড়িবাড়ি হাসপাতালের রোগী এবং পথচলতি মানুষকেও রাখি পরায় তারা। খড়িবাড়ি থানায় ডিএসপি দীপঙ্কর সোমের হাতে একটি চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌভিক চক্রবর্তী জানান, স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশকর্মীদের নিঃস্বার্থ পরিষেবার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাতেই পড়ুয়ারা নিজের হাতে তৈরি রাখি পরিয়ে দিয়েছে।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন দ্বিতীয় পার্বিক মূল্যায়ন চলছে। পরীক্ষার শেষে সাতদিন ধরে খুদে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাড়ির ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি করা হয় ৫০০টি রাখি। স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের মধ্যে শৈবা সিনহা, সজেন্দ্রনাথ রায়, সৌভিক চক্রবর্তীরা স্কুলের অতিরিক্ত সময়ে পড়ুয়াদের রাখি তৈরির প্রশিক্ষণ দেন।

অন্যদিকে, নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরেও এদিন রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। নকশালবাড়ি টুকরিয়াঝার অরণ্যের বেশ কিছু গাছকে পুজো ও রাখি বেঁধে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : ২৭তম বর্ষে পা দিল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। সেখানে শহরের একাধিক স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য লেমিনার ওয়াটার করিডর উদ্বোধন করা হয় এদিন। এছাড়া সুস্বাস্থ্যের বার্তা দিয়ে খোলা হয়েছে জিম পার্ক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়। ছিলেন শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি-র প্রিন্সিপাল ডঃ মিঠুন চক্রবর্তী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ডঃ ময়ূখ সরকার। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানালেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস। পড়ুয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণে খুশি বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

ডাক্তার, নার্সকে হুমকির অভিযোগ

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ অগাস্ট : বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক এবং কর্তব্যরত নার্সকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে।

শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুর থেকে এক মহিলা রোগী পেটে ব্যথা নিয়ে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। রোগীর সঙ্গে আরও ৩ জন ছিলেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক নবীন পান্ডে তাঁদের মধ্যে দুজনকে বাইরে যেতে বলেন।

এরপরই পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসক, নার্স এবং গ্রুপ-ডি কর্মীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা হাসপাতালে ভাঙচুর চালানোর হুঁশিয়ারি দেন। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে খবর দেওয়া হলে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক নবীনের কথায়, ‘স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নেই। সেইসঙ্গে পর্যাপ্ত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী নেই।’ তিনি জানান, একাধিকবার বিষয়গুলি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

শনিবার ফাঁসিদেওয়ার বিএমওএইচ ডাঃ শাহিনুর ইসলাম বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। তিনি বলেন, ‘একটি ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।’ বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দত্তর মন্তব্য, ‘এ বিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।’

বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

১৪ অগাস্ট ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালেও নার্সের উপর চড়াও হয়েছিলেন রোগীর পরিজন। একদিকে, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে গোটা দেশে যখন শোরগোল পড়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দেরিতে হলেও প্রতিবাদে অনীত

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের হত্যার ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লেও অস্বাভাবিক নীরবতা দার্জিলিং পাহাড়ে। ঘটনার পর থেকেই চুপ ছিল গোটা পাহাড়। শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা মোমবাতি নিয়ে মিছিল করেন। সেই মিছিলে কিছু সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিলেন।

আর এই দেখেই ঘুম ভাঙল শাসক পক্ষের। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র সভাপতি অনীত থাপা শনিবার সকালে বিবৃতি দিয়ে আরজি করের ঘটনার নিন্দা করেছেন। তারপরই কালিম্পংয়ে দলের তরফে ওই ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল হয়। এদিনই প্রতিবাদ জানিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি নারী মোর্চা। কিন্তু ঘটনার এক সপ্তাহ পরে কেন পাহাড় জাগল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

৯ অগাস্ট ভোররাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুন হন। ওই ঘটনার পর থেকে রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের কোনায় কোনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

কিন্তু পাহাড় এক সপ্তাহ ধরে পুরোপুরি নীরব ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা তরুণী চিকিৎসকের হত্যার প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিল করেন। সেই মিছিলে শহরের কিছু সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিলেন। এরপরই পাহাড়ের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলির ভূমিকা নিয়ে সমাজমাধ্যমে নিন্দার ঝড় ওঠে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের মিছিলের ছবি ভাইরাল হয়।

তরুণী চিকিৎসক খুন

তারপরই হুঁশ ফেরে রাজনৈতিক দলগুলির। শনিবার সকালে অনীত চিকিৎসকদের মিছিলের ছবি দিয়ে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি আরজি করের ঘটনায় তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। কিন্তু কেন এত দেরিতে মুখ খুললেন অনীত? সেই প্রশ্ন উঠছে।

অনীত সরব হতেই তাঁর দলের কালিম্পং শাখার তরফে কালো ঝান্ডা হাতে প্রতিবাদ মিছিল হয়। পাশাপাশি চিকিৎসকরাও এদিন শহরে মিছিল করেন।

অন্যদিকে নারী মোর্চার তরফে শনিবার বিমল গুরুংয়ের স্ত্রী আশা গুরুং এবং ঊর্মিলা রুম্বা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, ‘এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দ্রুত প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।’

উত্তর সম্পাদকীয়

সৌন্দর্যের বিচারে বাংলার অন্যতম সেরা রাস্তা সেবক থেকে কালিম্পং। তিস্তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে সেটা গিয়েছে সিকিমেও। ইদানীং ধস এবং ভূমিধসের জন্য প্রায়ই বন্ধ হচ্ছে সেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কালিম্পং, সিকিমের লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত জীবনরেখার দুর্দশায়। বাগ্রাকোট দিয়ে বিকল্প সড়ক তৈরি না হলে এমন পরিস্থিতি চলবেই। এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ভবিষ্যৎ কী? উত্তর সম্পাদকীয়তে এবার এ নিয়েই আলোচনা।

মরণপথে জীবনরেখা

অবক্ষয়ের মানদণ্ড

অনিমেষ বসু

১৯৭৫ সাল। সম্ভবত জুন মাস। ৬ বন্ধু মিলে হেঁটে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক গিয়েছিলাম। প্রায় ৫০ বছর আগের যাত্রাপথের সেই স্মৃতি রোমন্থন করলে তা সুখের সঙ্গে এখন কষ্টেরও। পাকা সড়কে কত জায়গায় বিশ্রাম নিয়েছি, খাবার খেয়েছি রাস্তায় বসেই।

নির্জন সেই পথে গাড়ির চলাচল ছিল হাতেগোনা। দিনে বোধহয় শ-চারেকের বেশি গাড়ি চলাচল আমরা দেখিনি। প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা তো তখন ন্যূনতম। তখন ভাড়ার ছোট গাড়ি অ্যাম্বাসাডর, ফিয়েট আর কিছু হাফটন ট্রাক। তার সঙ্গে সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট বা এসএনটি'র বাস ও ট্রাক চলত। শিলিগুড়ি থেকে সকাল ও দুপুরে দুটো এসএনটি'র বাস গ্যাংটক যাতায়াত করত। এসএনটি'র তখন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাহেব। ফেরার পথে ওঁকে অনুরোধ করায় আমরা হেঁটে গিয়েছি শুনে, শুভেচ্ছা জানিয়ে, ফ্রিতে একটা ট্রাকে আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রানিপুল থেকে পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা পাহাড়ি শর্টকাট বা চোরাবাটো ধরে গ্যাংটকে উঠেছিলাম। কয়েকটি গ্রামে বিশ্রাম নিয়ে, জল পান করতে গেলে, শিলিগুড়ি থেকে এসেছি শুনে আমাদেরকে 'ইন্ডিয়ান' বলে আপ্যায়ন করেছিল। আসলে তখন বোধহয় এক বছরও হয়নি, সিকিম স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল একটি আলাদা রাজ্য হয়ে।

ভ্রমণকাহিনী বাদ দিয়ে এখন 'পথের পাঁচালী'তে ফিরি। যে পথ ধরে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক গিয়েছিলাম তার বর্তমান নাম ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ১১৪ কিমি এই পথের পূর্ববর্তী নাম ছিল ৩১এ জাতীয় সড়ক। শালুগাড়া পেরোলেই বৈকুণ্ঠপুর, মহানন্দা অভয়ারণ্য। সেই সবুজ পেরিয়ে সেবকের পর থেকেই তিস্তার পাশ ধরে পাহাড়ি পথটি সত্যিই অসম্ভব সুন্দর ছিল। ছোট ছোট জনপদ- কালিঝোরা, রঙ্গিবাজার, রিয়াং, তিস্তাবাজার, মেল্লি, রংপো, সিংথাম, রানিপুল, গ্যাংটক।

বর্ষার পথে পাহাড়ের গা বেয়ে নামা অনেক ছোট-বড় ঝরনার জল রাস্তা উপচে তিস্তায় পড়ত। কোনও কোনও ঝরনার জল ছিটে গাড়ির জানলার পাশে থাকা যাত্রীদের শরীর ভিজিয়ে দিত। বর্ষায় চার মাস তিস্তার ঘোলা জল ঢেউ তুলে আর বাকি আট মাস নীল থেকে সবুজ, শান্ত, এঁকেবেঁকে চলা নদীর রূপ চোখ ফেরাতে দিত না।

সবই এখন 'ছিল' হয়ে গিয়েছে। বর্তমানের এই ছবির মতো রাস্তা এখন মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বিভীষিকাময়, বিধ্বস্ত, বিপজ্জনক এক জাতীয় সড়ক। ধসে, জলে, কাদায় দিনের পর দিন যান চলাচল বন্ধ থাকছে। শুধুমাত্র প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের জীবনরেখা নয় এই সড়কটি। আমাদের রাজ্যের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার অসংখ্য ছোট-বড় গ্রাম নির্ভরশীল এই সড়কের ওপর। কৃষিজীবী মানুষদের হয়েছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। দ্রুত বাজারজাত করার শাকসবজি, ফল ও ফুল সময়ে পৌঁছাতে পারছেন না। চিকিৎসা করানো থেকে শুরু করে অন্যান্য নানা প্রয়োজনে মানুষের সমতলে আসা ও যাওয়া এখন দুঃস্বপ্নের মতো। কয়েকগুণ বেশি ভাড়া গুনে ঘুরপথে যেতে আসতেই দিন কাবার হয়ে যাচ্ছে।

এবছর বর্ষার শুরু থেকেই এই সড়কটিতে সবচেয়ে বেশি দিন যান চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। পূর্ত দপ্তর রাস্তা খুললেই স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতেই পরদিন থেকে আবার কালিম্পং প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি- আগামী এতদিনের জন্য সড়ক বন্ধ থাকবে।

এখন কতদিন এভাবে চলবে? অসংখ্য মানুষের দুর্ভোগ, পর্যটনের দফারফা আর বিস্তীর্ণ এলাকার অর্থনীতি? আর এ রাস্তার ভবিষ্যৎ বা কী?

অতি দ্রুততায়, অস্বাভাবিক যানবাহন বৃদ্ধির চাপ নেওয়ার মতো ধারণক্ষমতাই নেই যে সড়কটার, তার ওপর রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য পাহাড় কেটে, ফাটিয়ে কাজ তো চলছিলই, এরপর শুরু হল পরপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ভীষণভাবে প্রভাব পড়ল দু'পাশের পাহাড়ে। পাহাড় কেটে, ফাটিয়ে যে যান্ত্রিক তাণ্ডব চলল, পরিণামে বিভিন্ন যায়গায় রাস্তা বসে যেতে শুরু করল। আগে এই মেরামতি যেমন বছরের পর বছর চলতেই থাকে, পাহাড়ি রাস্তার ধস মেরামতিও তাই। ঠিকাদার, বাস্তুকার, আমলা, নেতারা মিলে একটা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' তৈরি করে ফেলেন।

ধস নামার সংখ্যাও বাড়তে থাকল। বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনে আটকে রাখা বিপুল জলরাশির উপচে পড়া জল রাস্তা বন্ধ করতে দিচ্ছে। তিস্তাবাজারের অস্তিত্বই এখন সংকটের মুখে। এরপর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এসেছে সেবক-রংপো রেলপথ। বিস্ফোরণ করে পাহাড় ফাটিয়ে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে প্রকল্প এখন শেষের পথে।

জলবিদ্যুৎ ও রেল- এই দুটো প্রকল্পের কারণে এই অঞ্চলে পরিবেশগত যে অবক্ষয় ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে, তাতে আগামীতে পরিস্থিতি যে আরও ভয়ংকর হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা আগামীতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কটার অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা নিয়ে। চিন্তার কারণও রয়েছে।

নিম্ন হিমালয়ের সবচেয়ে ভঙ্গুর অঞ্চল আমাদের পাহাড়ি এলাকা। এবং সক্রিয় একটি ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চল। এই পাহাড়ের ধারণক্ষমতা, সহনক্ষমতার তোয়াক্কা না করে একের পর এক প্রকল্প তৈরি হল। ভূবিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের মতকে উপেক্ষা করে ও ধামাচাপা দিয়েই প্রকল্পগুলো গড়ে উঠল।

পরিবেশকে তোয়াক্কা বা উপেক্ষা করলে পরিণাম যে কী ভয়ানক হতে পারে তার সাম্প্রতিক উদাহরণ ওয়েনাডের মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

সেবকের বাঘপুল বা করোনেশন ব্রিজ পেরোলে দু'পাশের পাহাড়ে এখন অসংখ্য চিড় দেখা দিয়েছে, যার সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। বাড়ছে আশঙ্কাও। এখন ধসপ্রবণ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কটাই আমরা দেখছি এই অঞ্চলের পরিবেশের অবক্ষয়ের মানদণ্ডের মতো।

অনেকের মতো আমারও আশঙ্কা শুধু ১০ নম্বর জাতীয় সড়কই নয়, পুরো অঞ্চলটাই ভবিষ্যতে ভয়ংকর কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে কি না।

জানি না, আগামীতে কী ঘটবে। তবে কামনা করি, আমার আশঙ্কা যেন মিথ্যে প্রমাণিত হয়।

(লেখক পরিবেশকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সড়কে লিকুভির ছিল সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় একটি ধসপ্রবণ জায়গা। বর্তমানে কত জায়গায় যে ধস নামা শুরু হয়েছে! এখন কালিঝোরা পেরোনোর পর থেকেই সেলফিদাড়া, বিরিকদাড়া, ২৭ মাইল, ২৯ মাইল, তিস্তাবাজার, কাগজ খুললেই নতুন নতুন জায়গায় ধস নামার খবর। হয়তো কোথাও রাস্তা বসে গিয়েছে, নয়তো ওপর থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই, গাছপালা, মাটি সহ নেমে এসে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।

কথা বলে বুঝতে পারছি একটা জিনিস। স্থানীয় অনেকেরই বক্তব্য, ২০১১ সালের ভূমিকম্পের পর থেকেই এই প্রবণতা নাকি আরও বেড়েছে। এখন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে মেরামতি করে চালু রাখতে দুটো রাজ্যের পূর্ত দপ্তর নিজেদের এলাকায় কাজ করছে। আগে দীর্ঘদিন বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন রাস্তার দায়িত্বে ছিল। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের পূর্ত দপ্তর নিজ নিজ এলাকায় দায়িত্ব নেয়।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের অংশেই রাস্তার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, স্বাভাবিকভাবেই দাবি তুলছে সিকিম-বিআরওকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। চাপানউতোর, টালবাহানা কতদিন চলে, সেটাই এখন দেখার।

এ ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে ধস নামা আর মেরামতি দেখতে দেখতে মনে হয় সমতলে নদীর ভাঙন, বাঁধ

আয়ু বড়জোর আর কয়েক বছর

দীপ সাহা

'...এবার পুনরায় রেলপথে ফিরিয়া রিয়াং স্টেশন হইতে কালিম্পংয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক। রিয়াং স্টেশনের কাছে এবং স্টেশন ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই নদীর দৃশ্য অপূর্ব মনোরম হইয়া উঠে। তিস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়াছে, নদীর বাঁকে বাঁকে শুভ্র বালুকারাশি ও চকচকে পাথর ও নুড়ির স্তূপ এবং চারিদিকে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। সবগুলি মিলিয়া নিখুঁত একটি দৃশ্যপট রচনা করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া রেলপথ চলিয়াছে, কখনও প্রায় ১০০ ফুট নীচে প্রবাহিত তিস্তার একেবারে উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, কখনও বা একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। দৃশ্যগুলি ক্রমেই সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উঠিতেছে।'

সালটা ১৯৪০। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগের তরফে প্রকাশিত 'বাংলা ভ্রমণ' পুস্তিকায় তিস্তার ধার দিয়ে বয়ে চলা রেলপথের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছিল ঠিক এভাবেই। প্রতিটা শব্দে, বাক্যবন্ধে এক অমোঘ মায়া। কালের নিয়মে কালিম্পংগামী সেই রেলপথ হারিয়েছে বাংলা। কিন্তু সৌন্দর্য এতটুকু ফুরোয়নি।

উত্তরবঙ্গের তো বটেই, ভারতের সেরা পাহাড়ি পথগুলির মধ্যে অন্যতম সেবক থেকে কালিম্পংগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। একপাশে পাহাড়, আরেক পাশে প্রবহমান তিস্তা। দূরে উপত্যকা বেয়ে ধেয়ে আসে মেঘেদের দল। শীত হোক বা বর্ষা, প্রতিটি মরশুমেই এই পথ অন্যতম পছন্দের পর্যটকদের কাছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তিস্তা ভ্যালি রেলপথ থাকাকালীন এই পথে ট্রেনে চেপে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। রিয়াং স্টেশনে নেমে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নাকি তিনি পা রাখতেন মংপুতে। কালিম্পংয়ের নির্জনতাও অত্যন্ত প্রিয় ছিল কবির। গৌরীপুর হাউসে রাত কাটাতে হলেও এই পথ ধরেই যেতেন তিনি। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে দেওয়া চিঠিতে তাই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

''পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে, শূন্যে আর ধরাতলে, মন বাঁধে ছন্দে আর মিলে।

বনেরে করায় স্নান শরতের সোনালী।

মাঝখানে আমি আছি, চৌদিকে আকাশ তাই নিঃশব্দে দিতেছে করতালি।

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ, জানে তাকে এ কালিম্পং।''

রবীন্দ্রনাথের মতো ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি কম নেই। হয়তো কবির মতো করে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অনেকের নেই। কিন্তু দু'চোখজুড়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে কে না চায়! সেই চাওয়ায় অবশ্য এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ভূমিধসে বিধ্বস্ত সড়কটি বন্ধ থাকছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। অথচ কেন্দ্র এবং রাজ্য, দুই সরকারই নির্বিকার। পর্যটন তো বটেই, কালিম্পং এবং সিকিমের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের জন্যও রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ, সেই কারণেই এটিকে সিকিমের 'লাইফলাইন' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে রাস্তাটির আয়ু বড়জোর কয়েক বছর, বলতে শুরু করেছেন ভূবিজ্ঞানীরাই।

খরস্রোতা তিস্তার একেবারে গা ঘেঁষে থাকায় ক্রমাগত জলরাশি এসে ধাক্কা মারছে জাতীয় সড়কের তলদেশে। ফলস্বরূপ আলগা হচ্ছে মাটি। বছরের পর বছর এভাবেই চলতে থাকায় ভূমিধস ইদানীং চরম আকার নিয়েছে। ২৯ মাইল, মেল্লির কাছে প্রায়ই ধসে যাচ্ছে রাস্তা। গত কয়েক বছরে পাহাড়ে ধস তো লেগেই রয়েছে। বিরিকদাড়া, লিকুভির, রবিঝোরার মতো এলাকাগুলি ক্রমশ ধসপ্রবণ হয়ে উঠেছে। ভূবিজ্ঞানী রঞ্জন সরকার বলছিলেন, 'আমাদের এই অঞ্চলের পাহাড় এখনও আলগা। ফলে একটু বৃষ্টি হলেই ধস নামছে। সেইসঙ্গে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি বড় বিপর্যয় ডেকে আনছে। জল ধরে রাখার জন্য তিস্তার নাব্যতা কমে যাচ্ছে। ভূমিধস যার অন্যতম ফল। এখনই বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাস্তাটি তৈরি না হলে অদূরভবিষ্যতে তা তিস্তাগর্ভেই বিলীন হয়ে যাবে।'

চলতি বছর সবথেকে বেশি ধস নেমেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। এমনও হয়েছে, ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের ধস নেমেছে। তারপর বন্ধও থেকেছে দীর্ঘদিন। এখন সড়কটি খোলা থাকলেও যান চলাচলে বিধিনিষেধ থাকছেই। আর সেইসঙ্গে থাকছে ধসের আশঙ্কা। ফলে ওই পথ এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করছেন অধিকাংশ মানুষ। সেক্ষেত্রে পনবু হয়ে অথবা গরুবাথান-লাভা হয়ে উঠতে হচ্ছে কালিম্পংয়ে। পনবুর রাস্তাটিতে ভারী যান চলাচল সম্ভব নয়। তাছাড়া ওই পথটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার চললে চাপ বাড়বে কালিঝোরায় তিস্তা লো ড্যাম-৪ প্রকল্পের ওপর। সেক্ষেত্রে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে।

কালিম্পং এবং সিকিম যাওয়ার জন্য ডুয়ার্সের বাগ্রাকোট এবং চুইখিম হয়ে বিকল্প সড়ক তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করতে হবে পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে। সেবক থেকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কালিম্পংয়ের দূরত্ব মাত্র ৪৫ কিলোমিটার। কিন্তু বাগ্রাকোট-চুইখিম হয়ে নির্মীয়মাণ নতুন সড়ক ধরে গেলে পাড়ি দিতে হবে প্রায় ৭০ কিলোমিটার। ঝাঁ চকচকে সড়কে সময় মোটামুটি এক লাগলেও জ্বালানি খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে। তাছাড়া ওই পথটি তৈরি হচ্ছে মূলত সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্য। সাধারণ মানুষের চলাচল শুরু হলে ওই রাস্তাটিও অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে দ্রুত।

পাহাড়ি এলাকায় ধস খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু গত কয়েক বছরের দিকে যদি আমরা নজর রাখি, তাতে দেখা যাবে আমাদের এই পাহাড়ি অঞ্চলে ধসের প্রবণতা বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ স্বীকার করে নিচ্ছে, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের জন্য হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা এবং অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটার ফল এটা। যে এলাকা দিয়ে রেলপথটি তৈরি হচ্ছে, সেই অঞ্চলে লাটপাঞ্চর সহ কয়েকটি জনপদের বেশকিছু বাড়িতে ফাটলের ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল বছর দুয়েক আগে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছিলেন, পাহাড় কেটে

রেলপ্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই এমন ফাটল দেখা দিচ্ছে। কিন্তু প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সংস্থা ইরকন বরাবরই তা অস্বীকার করে আসছে। রঞ্জনের কথায়, 'আমাদের সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজে অনেক নিয়ম মানা হচ্ছে না। যার ফল ভুগতে হতে পারে আগামীতে।'

বিশেষজ্ঞ সুবীর সরকারও এনিয়ে একমত। যেভাবে সেবক থেকে কালিম্পংয়ের পথে ধস বাড়ছে তাতে রাস্তাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত তিনিও। শুধু তাই নয়, অদূরভবিষ্যতে তিস্তাবাজার সহ তিস্তার গা ঘেঁষে থাকা একাধিক জনপদ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেজ্ঞরা।

এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দিনের পর দিন ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেও 'মাস্টারপ্ল্যান' নিয়ে নির্বিকার সকলেই। গত মাসে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য বড়ই অবাক করে। সরকারি কর্তাদের উদ্দেশ্যে ভরা বৈঠকেই তিনি বলেছিলেন, 'বর্ষায় ভয়ংকর চেহারা নেয় তিস্তা। ধসে রাস্তা বন্ধ। পার ভেঙেছে। পূর্ত দপ্তরকে নজরদারি করতে হবে। টাকা খরচ করার প্রয়োজন নেই। ওটা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ করবে।'

অর্থাৎ কেন্দ্রের ঘাড়ে দায় ঠেলেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইলেন। রাস্তাটি সংস্কার করতে রাজ্যের যদি সামর্থ্য নাই থাকে তবে কেন কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে না, প্রশ্নটা অবধারিতভাবে উঠে আসে।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট অবশ্য নিজেই উদ্যোগী হয়ে তদ্বির করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে। রাস্তাটি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। কিন্তু এনিয়ে এখনও কোনও সুখবর মেলেনি। আর যদি তাও হয়, তবুও প্রশ্ন থেকে যাবে রাস্তাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে।

ভূবিশেষজ্ঞদের মত, রাস্তাটির যে অংশ ধসপ্রবণ সেই জায়গায় সুড়ঙ্গ বা টানেল তৈরি করতে হবে। ভূমিধসপ্রবণ এলাকাগুলিতেও বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। তার জন্য চাই 'মাস্টার প্ল্যান'। নইলে এই রাস্তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় কোনওমতেই।

১৯৫০ সালে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে ভেসে গিয়েছিল তিস্তা ভ্যালি রেলওয়ের ট্র্যাক। সলিলসমাধি ঘটেছিল একটা স্বপ্নের রেললাইনের। সেই পথেই হয়তো এবার হাঁটছে তিস্তার ধার ঘেঁষে থাকা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উর্দিতে রিলস নয়

উর্দি পরে সামাজিক মাধ্যমে রিলস বানালেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে। শনিবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য পুলিশ।

ধৃত ২

গত কয়েকদিন ধরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে বাইক চুরির অভিযোগে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ও ৬টি বাইক উদ্ধার হয়েছে।

মেট্রোয় বিভ্রাট

ফের মেট্রো বিভ্রাট। শনিবার ব্যস্ত সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চরম ব্যাহত হয়। ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। সিগন্যালিং ব্যবস্থায় সমস্যার কারণে এই বিভ্রাট বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

দুর্যোগের শঙ্কা

বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ। তার ফলে রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হবে।

সোমবার থেকে কর্মবিরতি হতে পারে হিমঘরে

আলুর দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহে বাধা ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে হিমঘরে কর্মবিরতি শুরু করতে চলেছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। সোমবার সকাল থেকে তাঁরা কর্মবিরতিতে নামতে পারেন বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আলুর দাম ফের বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেছেন, 'আলুর দাম ৩০ টাকার মধ্যে না রাখার জন্যই ভিন রাজ্যে আলুর রপ্তানিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার আলু ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বিশেষ বৈঠক হবে। তখনই ঠিক হবে আলু রপ্তানির বিষয়টি।'

২০ জুলাই রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। পাঁচদিন ধর্মঘটের পর মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে ব্যবসায়ী সংগঠনের বৈঠকে সমস্যা মেটে। ওইসময় আলুর জোগান কম হওয়ায় দাম বৃদ্ধি হয়েছিল বেশ খানিকটা। সোমবার থেকে নতুন করে যে কর্মবিরতির ডাকে নতুন করে আলুর দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দাবি একই। এর আগেই বলেছিলাম, উদ্বৃত্ত আলু ভিনরাজ্যে পাঠানোর অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু সরকার তা করছে না। পাশাপাশি পুলিশি হয়রানি, মিথ্যা মামলা ইত্যাদি আছেই।'

লালুবাবু জানান, রাজ্যের হিমঘরগুলিতে এই মুহূর্তে ৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত আছে। রাজ্যের চাহিদা ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া ৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে। বাকি ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন আলু যদি অন্য রাজ্যে রপ্তানি না করা হয়, তাহলে তা পচে নষ্ট হবে। তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গে যে আলু উৎপাদন হয় তা সেখানকার ৮৫টি হিমঘরে মজুত আছে। এবছর উত্তরবঙ্গে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছে। এর মধ্যে ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উত্তরবঙ্গের মানুষের খাওয়ার জন্য লাগে। বাকি আলু রপ্তানি করা হয়। উত্তরবঙ্গের আলু মূলত অসমে রপ্তানি করা হয়। ওই আলু রপ্তানি বন্ধ হলে পচে যাবে। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বেন চাষিরা। এর প্রতিবাদেই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হচ্ছে। তবে রাজ্য সরকার যদি সমস্যার সমাধানে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সেক্ষেত্রে কর্মবিরতির বিষয়টি নতুন করে ভেবে দেখা হবে।

> হিমঘর থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে আলু ছাড়া হচ্ছে। ঝাড়াইবাছাই ও কলকাতায় সরবরাহ এবং পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতার হাত ঘুরে তা ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দাম বাড়িয়ে ৩২ থেকে ৩৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। যা অন্যায়।
>
> **লালু মুখোপাধ্যায়**
> *পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক*

আলুর দাম প্রসঙ্গে লালুবাবুর ক্ষোভ, 'হিমঘর থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে আলু ছাড়া হচ্ছে। ঝাড়াইবাছাই ও কলকাতায় সরবরাহ এবং পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতার হাত ঘুরে তা ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দাম বাড়িয়ে ৩২ থেকে ৩৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। যা অন্যায়।' মন্ত্রী বেচারাম মান্না এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বলা সত্ত্বেও কলকাতা সহ রাজ্যের বহু জায়গায় আলু ৩২ থেকে ৩৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। যা নিয়েই আমাদের আপত্তি।' তাঁর বক্তব্য, 'মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে এক বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখানে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। আশা করি সুরাহা মিলবে।' তিনি কোনওরকম কর্মবিরতিতে না যাওয়ার জন্য আলু ব্যবসায়ী সমিতিকে অনুরোধ করেছেন।

মহিলাদের সুরক্ষায় 'রাত্তিরের সাথী'

পরিস্থিতি বুঝে রাতের ডিউটি না দেওয়ার ভাবনা

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তায় 'রাত্তিরের সাথী' অ্যাপ চালু করছে নবান্ন। কর্মরতাদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিয়ে শনিবার মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা বৈঠকে বসেন। সেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও হস্টেলগুলিতে নিরাপত্তা বাড়াতে ওই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, 'আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। রাজ্য সরকারও দোষীদের কড়া শাস্তি চায়। কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের পদস্থ অফিসাররা একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছেন। সেইমতো রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও মহিলা হস্টেলগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে।'

রাজ্যের তরফে যে ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, প্রতিটি জায়গায় মহিলাদের জন্য আলাদা রেস্ট রুম এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 'রাত্তিরের সাথী' অ্যাপ প্রত্যেক মহিলা কর্মীকে তাঁর ফোনে ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক। ওর মাধ্যমে মহিলারা যে কোনওরকম পুলিশি সাহায্য পাবেন। স্থানীয় থানা ও পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ওই অ্যাপের সংযোগ ঘটানো থাকছে। এছাড়াও ১০০ ও ১১২ নম্বরে ফোন করে যে কোনওরকম পুলিশি সাহায্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে। মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলিতে কর্মীদের ব্রেথ অ্যানালাইজার পরীক্ষা করা হবে। প্রতিটি হাসপাতালকে বিশাখা কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির মাধ্যমে মহিলা কর্মীরা যৌন হেনস্তা থেকে রেহাই পাবেন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুরক্ষার স্বার্থে

- 'রাত্তিরের সাথী' অ্যাপ প্রত্যেক মহিলা কর্মীর ফোনে ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক
- ওর মাধ্যমে মহিলারা যে কোনওরকম পুলিশি সাহায্য পাবেন
- স্থানীয় থানা ও পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ওই অ্যাপের সংযোগ থাকছে

আলাপন বলেন, 'রাতে হাসপাতাল এবং সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হবে। হাসপাতালের প্রতিটি তলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাসপাতালের প্রতিটি কর্মী, ফ্যাকাল্টি ও নিরাপত্তাকর্মীদের পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পুলিশের এক অফিসার ওখানে মোতায়েন থাকবেন। মহিলা কর্মীদের কোনওভাবেই ১২ ঘণ্টার বেশি কর্মরত রাখা যাবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী মহিলা কর্মীদের রাতের ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে পুরুষ ও মহিলা নিরাপত্তারক্ষী সমানুপাতিক হারে মোতায়েন করা হবে।'

নন্দীগ্রামে মহিলা নির্যাতনের অভিযোগ

নন্দীগ্রাম, ১৭ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনার রেশ না কাটতেই নন্দীগ্রামের গোকুলনগর এলাকার পঞ্চাননতলায় এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

শুধু তাঁকে বিবস্ত্র করাই নয়, ৩০০ মিটার দৌড় করিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা মহিলার স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ বিজেপির বুথ সভাপতি তাপস দাসকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা অভিজিৎ মাইতি বলেন, 'এটা তাঁদের পারিবারিক বিষয়। পরিবারের মধ্যেই ঝগড়া। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে রাজনীতির রং চড়াচ্ছে। পারিবারিক ঘটনায় বিজেপির একজন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে।'

এদিকে, নন্দীগ্রাম ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গের দাবি, নির্যাতিতা মহিলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তাই শুক্রবার রাতে দরজা-জানলা ভেঙে তাঁর বাড়িতে ঢুকে টেনে বের করে প্রায় নগ্ন করে দৌড় করিয়ে মারধর করে বিজেপির কয়েকজন কর্মী।

নির্যাতিতা মহিলা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শরীরে বিভিন্ন জায়গায় কালশিটে দাগ পড়েছে। তিনি বলেন, 'রাতে দরজা-জানলা লাগিয়ে ঘরে ছিলাম। ওরা ভাঙচুর করে ঘরে ঢুকে। অনেকজন ছিল। আমায় মারধর করে। আমি তাদের পায়ে পড়ে যাই। কিন্তু কোনও কথা শোনেনি। পোশাক খুলিয়ে রাস্তায় নিয়ে যায়। বিজেপির স্থানীয় নেতারাও সেখানে ছিল। পরশুদিনও আমাকে মেরেছিল। সেইজন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। তাই গতকাল আবার হামলা করে।'

তরুণীকে খুনের খবর অপপ্রচার

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : প্রাক স্বাধীনতা দিবসের রাতে মধ্যরাত দখলের কর্মসূচি নিয়েছিলেন মহিলারা। পূর্ব বর্ধমানে তেমনই এই কর্মসূচিতে গিয়ে অঙ্কিতা বাউড়ি নামের এক তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে সমাজমাধ্যমে খবর ছড়ায়। অনেকেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সহ সামাজিক মাধ্যমে এই পোস্ট করে। যথাযথ যাচাই না করে ভুয়ো এই খবর চাউর করা হচ্ছে বলে দাবি করল রাজ্য পুলিশ। যাঁরা সত্য যাচাই না করে এই তথ্য ভাইরাল করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

বালুর পরীক্ষা

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : র‍্যাশন দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য জেল হেপাজত থেকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘদিন তিনি ডায়াবিটিস ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন। শনিবার হেড আপ টিল্ট টেস্ট করা হয়েছে। তাঁর অটোনমিক নার্ভ সিস্টেম ঠিকঠাক রয়েছে কি না তা জানতেই এই পরীক্ষা। কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তা জানতে রেডিও অ্যাক্টিভ রেনোগ্রাম পরীক্ষা করা হয়েছে।

বিরোধীদের প্রতিবাদে উত্তাল রাজপথ

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শহরজুড়ে বিক্ষোভে নামে বিরোধীরা। রাসবিহারী মোড় থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত যৌথ মিছিল করে বাম ও কংগ্রেস। খালি গায়ে বিক্ষোভ দেখায় মধ্য কলকাতা কংগ্রেস নেতৃত্ব। এনআরএস মেডিকেল কলেজের সামনে ধিক্কার মিছিল করে তারা। হাওড়া ময়দান থেকে সিপিএমের ছাত্র-যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই মিছিল করে। চুঁচুড়ায় তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির যুব মোর্চার তরফে আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করা হয়। রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার তরফেও জগদ্দল থানার সামনে রাস্তার ওপর বসে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

আজ পথে টলিউড

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামছেন টলিউডের নায়ক-নায়িকারা। রবিবার বিকালে টলিউডের শিল্পীরা টেকনিসিয়ান স্টুডিও থেকে আরজি কর হাসপাতাল পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলাবেন। শনিবার টলিউডের সিনে ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। ওই মিছিলে পা মেলাবেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী থেকে অরিন্দম শীল, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, অদিতি রায়, ইমন চক্রবর্তী প্রমুখ। রাজ চক্রবর্তী বলেন, 'চলচ্চিত্র পরিবার এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভরত চিকিৎসকদের পাশে আছি।'

বাম ও কংগ্রেসের তরফে মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করা হয়। মিছিলে ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র প্রমুখ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলতে থাকে মিছিল।

চুঁচুড়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন রচনা। সমাজমাধ্যমে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর চোখে জল আসে। সেই ঘটনায় বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়েন হুগলির সাংসদ। শনিবার সেই ঘটনায় তিনি বলেন, 'যে ভিডিও পোস্ট করেছিলাম, সেটা মন থেকে অনুভব করেছিলাম তাই পোস্ট করেছি। আমি একজন শিল্পী। মানুষ অনেকরকম ভাবেন, ট্রোল করেন। গ্লিসারিন দিয়ে কান্না তৈরি করা হয়েছে বলে ভাবেন।' ডাক্তারদের পুনরায় পরিষেবায় নিয়োজিত হওয়ার আর্জিও জানান তিনি। বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে রাজ্যজুড়ে বহু থানার সামনে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করা হয়।

প্রতিবাদেই হোক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দেশজুড়ে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির দিন কলকাতার এসএসকেএমে।

অভিষেকের নীরবতা, কুণালের পোস্টে জল্পনা

আরজি করে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ড

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পরদিনই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, অভিযুক্তদের এনকাউন্টার করে মারা উচিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেও অভিষেকের কথার সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করেননি। বরং তিনি আইনের মাধ্যমে ফাঁসি চেয়েছেন। অভিষেক ও মমতার এই মতান্তরের পর আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণ নিয়ে অভিষেক কোনও মন্তব্য করেননি। এমনকি শুক্রবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে প্রতিবাদ করে দ্রুত ফাঁসির দাবিতে পদযাত্রা করলেও সেখানে অভিষেককে দেখা যায়নি। এরপরই দলের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, মমতা ও অভিষেকের দ্বন্দ্ব কি ফের শুরু হল।

এরই মধ্যে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ শনিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন। তাতেই মমতা ও অভিষেকের দ্বন্দ্ব নিয়ে জল্পনা ফের শুরু হয়েছে। এদিন কুণাল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শকুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। একইসঙ্গে দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমরা সামনের সারিতে নেতৃত্বে দেখতে চাই। আমাদেরও কিছু ভুল শুধরে সঠিক পদক্ষেপে সব চক্রান্ত ভাঙতে হবে।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের মতো এরাজ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে আরজি কর কাণ্ডকে নিয়ে বিরোধীরা রাজনীতিতে নেমেছে বলে মনে করছে ঘাসফুল শিবির। প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এক অনুষ্ঠানে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

> আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিন্দনীয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতাদি সেটা প্রথম থেকেই বলছেন। কিন্তু এই লড়াইয়ে মমতাদির পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে ময়দানে চাই।
>
> **কুণাল ঘোষ**

এবার সেই 'চক্রান্ত' ভাঙতে রাস্তায় নামতে চাইছে তৃণমূল। সেই লক্ষ্যে শনি ও রবিবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিটি ব্লক ও ওয়ার্ডে বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু অভিষেক সেইভাবে রাস্তায় নামেননি। বরং তিনি কিছুটা নীরবই রয়েছেন। এর আগেও অভিষেক বিভিন্ন সময় কিছুটা নীরব থেকেছিলেন। কিন্তু লোকসভা ভোটের সময় অভিষেক নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনই রাজ্যের সর্বত্র মমতার পাশাপাশি অভিষেকও সক্রিয় ছিলেন। এমনকি ২১ জুলাই সমাবেশ থেকে অভিষেক স্পষ্টই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, লোকসভা নির্বাচনে যে নেতারা নিষ্ক্রিয় হয়েছিলেন, তাঁদের তিনমাসের মধ্যে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তারপরও সংসদে তিনি যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু আরজি কর কাণ্ডের পরদিনই অভিষেক ডায়মন্ড হারবারের সভা থেকে বলেছিলেন, এই কাণ্ডে জড়িতদের এনকাউন্টার করে মারা উচিত।

অভিষেকের এই মন্তব্য যে দলের সভানেত্রী ভালো চোখে নেননি, তা স্পষ্ট। কারণ তিনি এই কথার সমর্থনে কোনও বক্তব্য রাখেননি। এই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন দলের নেতা কুণাল ঘোষ। যিনি দলীয় রাজনীতিতে অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলয়ের সদস্য বলেই পরিচিত। এদিন কুণাল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিন্দনীয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতাদি সেটা প্রথম থেকেই বলছেন। কিন্তু এই লড়াইয়ে মমতাদির পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে ময়দানে চাই। ভুল কারা করেছে, তা বেরিয়ে আসুক। তদন্ত হবে। যারা দোষী তারা শাস্তি পাবে। তবে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে মানুষ আমাদের ভুল বুঝছেন। রাম-বাম উসকে দিচ্ছে। তাই সংগঠনকে রাস্তায় নামাতে অভিষেককে সক্রিয়ভাবে মাঠে চাই।'

এবার তলব মীনাক্ষীদের

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচির মধ্যেই ভাঙচুরের ঘটনায় বাম ও বিজেপির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ প্রশাসনের তরফে সমাজমাধ্যমে যে ভিডিও প্রকাশ করা হয়, তাতেও বাম ছাত্র-যুবদের পতাকা রয়েছে বলে দেখানো হয়। এবার সেই ঘটনায় ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ ৭ জন বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতাকে তলব করেছে লালবাজার।

ওইদিন ঘটনার সময় আরজি কর হাসপাতালের সামনে অবস্থানে বসেছিলেন মীনাক্ষীরা। পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। হাসপাতালে ভাঙচুর চলে। হামলার সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা ছিল বলে অভিযোগ। তাই এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের ৭ জনকে তলব করা হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে একটি ভিডিও দেখান কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। সেই ভিডিও দেখিয়ে দাবি করা হয়, কয়েকজন দুষ্কৃতী পুলিশকে উপেক্ষা করে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। তাদের পিছনে যাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের বেশ কয়েকজনের হাতে ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা রয়েছে। ঘটনার দিন আরজি করের মূল প্রবেশদ্বারের উলটোদিকে ডিওয়াইএফআইয়ের মঞ্চ বাঁধা ছিল। রাত পর্যন্ত সেখানে ছিলেন মীনাক্ষীরা। তাই তাঁদের তলব করে হামলাকারীদের বিষয়ে জানতে চাইতে পারে পুলিশ। ই-মেল মারফত তাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন থানা এলাকায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদিও মীনাক্ষী ওই ঘটনায় তাঁদের সংগঠনের হাত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

পুরসভা থেকেও সরানো হল শান্তনুকে

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : আগেই তৃণমূলের মুখপাত্র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনকে। এবার কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শদাতার পদ থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। পুরসভায় তাঁর জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর ছিল। ওই ঘরের বাইরে তাঁর নাম ও পদ উল্লেখ করা ছিল। কিন্তু শনিবার দেখা গিয়েছে, ওই নেমপ্লেট খুলে ফেলা হয়েছে। যদিও এই ধরনের পদে শান্তনু আদৌ ছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এই নিয়ে ফিরহাদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পুরসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শদাতার কোনও পদে শান্তনু সেন ছিলেন বলে আমার জানা নেই। ওই পদে একজনকেই চিনি। তিনি টিকে মুখোপাধ্যায়। আর কেউ এই পদে ছিলেন কি না, তা আমার আগেও জানা ছিল না, এখনও নেই।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর সরব হয়েছিলেন শান্তনুও। বলেছিলেন, 'আমার বিবেকের তাড়না আছে। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তনী আমি। আমার মেয়েও ওখানে পড়ে। আমার মেয়েকেও নানা হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে।' শান্তনুর এই মন্তব্যের পর বেহালার একটি কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী কারও নাম না করে বলেন, 'জেনে রাখুন কয়েকজন বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা নাকি মুখপাত্রের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বলে রাখছি, তাঁদের আমি আগে সরিয়ে দিয়েছি।' শান্তনুর স্ত্রী কাকলি সেন কলকাতা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। তাঁকেও কাউন্সিলারদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

মা আসছেন। *সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

স্থগিত শাসকদলের কেন্দ্র বিরোধিতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বস্তরের স্বতঃস্ফূর্ত লাগাতার আন্দোলনের চাপে আপাতত আড়ালে চলে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন। খুন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে মানুষের আন্দোলনের গতি যেভাবে বাড়ছে তাতে কেন্দ্রের বঞ্চনা ও পাওনা আদায়ের দাবির আন্দোলনে আপাতত রাজ্যবাসীকে শামিল করা সম্ভব হবে না বলেই শাসকদলের অন্দরের আলোচনা। সরকারবিরোধী মানুষের একটানা এই আন্দোলনের আবহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতেই এখন মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রে শনিবারের খবর, তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব তো বটেই, মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরকারবিরোধী আন্দোলন থেকে দলের উত্তরণের পন্থা নির্ধারণে লাগাতার ভাবনায় রয়েছেন। এই নিয়ে দফায় দফায় কথাও বলছেন দলে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শীর্ষনেতার সঙ্গে। এমনিতেই আরজি কর কাণ্ডের

চাপা চর্চা দলে

প্রতিবাদে বিরোধী বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের তুমুল প্রচারের মোকাবিলায় তৃণমূলকে রাজ্যজুড়ে এদিন থেকেই পালটা প্রচারের পথে নামানো হয়েছে। তারই মধ্যে আবার আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সরকারের ভূমিকায় দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিমত পোষণ করায় আরও তাল কেটেছে তৃণমূলের পালটা প্রচার কৌশল রচনায়। দলনেত্রী নিজেও এই বিষয় নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছেন বলে খবর।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোটাই এখন মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর। জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলের কৌশল ও পদক্ষেপ নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে মতান্তর বাড়তি চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বলে দলের খবর।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী লোকসভা ভোটের পর থেকে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ আরজি কর কাণ্ডে তা চরম ধাক্কা খেয়েছে। কেন্দ্রের বঞ্চনা ও রাজ্যের পাওনা আদায় নিয়ে সোচ্চার হতে লোকসভা ভোটের প্রচারে রাজ্যবাসীকে সচেতন করার কাজে সফল হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল। তা সত্ত্বেও রাজ্যকে তার বকেয়া মেটায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে এই ইস্যুতেই প্রচার শুরু করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে হঠাৎই আরজি কর কাণ্ডে তাল কেটেছে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের। কবে আবার সেই পথে প্রচার করা যাবে, সেটাই এখন চর্চার বিষয় তৃণমূলে। দলনেত্রীও এই চিন্তার মধ্যে রয়েছেন বলেই এদিন দলের এক শীর্ষনেতা মন্তব্য করলেন। এই ব্যাপারে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন তাঁরা। অপেক্ষায় রয়েছেন দলনেত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর।

হাসপাতালে রোগীদের ভোগান্তি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনে তোলপাড় রাজ্য তথা দেশ। ঘটনার প্রতিবাদ ও দোষীর শাস্তির দাবি জানাতে শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল। এর জেরে এদিন ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। যদিও জরুরি পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

এদিন নকশালবাড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করেন চিকিৎসকরা। তাঁরা নিরাপত্তার দাবিতে সরব হন। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ মিছিল করা হলেও রোগীরা জরুরি পরিষেবা পেয়েছেন। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, বাতাসি ও রাঙ্গালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছিলেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি মিছিল করা হয়। অন্যদিকে, বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এদিন অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন চিকিৎসকরা। রোজ প্রায় আড়াইশো রোগী এখানকার আউটডোর থেকে পরিষেবা পেয়ে থাকেন। শনিবার চিকিৎসা করাতে এসে অনেক রোগীই ভোগান্তিতে পড়েন। যদিও কেউ মুখ খুলতে চাননি। কোলের অসুস্থ শিশুকে নিয়ে ফিরে যেতে দেখা গিয়েছে মাকে। যদিও স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের দাবি, আউটডোর বন্ধ থাকলেও ইন্ডোর ও জরুরি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

চোপড়ার দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা বন্ধ ছিল। ইসলামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হন এদিন। একই সঙ্গে গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া ব্লকে কর্মবিরতির জেরে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দাবি, জরুরি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

টোটোতে ধাক্কা, আহত ৪

ইসলামপুর, ১৭ অগাস্ট : শনিবার ইসলামপুর থানার আলিগঞ্জে ছোট গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন টোটোচালক এবং তিনজন যাত্রী। স্থানীয়রাই আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটোটি তিনজন যাত্রী নিয়ে গুঞ্জরিয়ার দিকে যাওয়ার সময় পিছন থেকে ছোট গাড়িটি ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও টোটোটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

কনটেনার উলটে মোষের মৃত্যু

ইসলামপুর, ১৭ অগাস্ট : বিহারের চিলহামারি মোমিনবস্তিতে শনিবার একটি মোষবোঝাই কনটেনার উলটে কয়েক ডজন মোষের মৃত্যু হয়। এদিন সকালে ওই এলাকার একটি বিফ ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার সময় কনটেনারটি উলটে যায়। ওই কনটেনারে প্রায় শতাধিক মোষ ছিল বলে দাবি করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এই দুর্ঘটনায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় অর্ধেক মোষ মারা যায়। খবর পেয়ে কারখানার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেঁচে থাকা মোষগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

রাস্তার পাশের গর্তে পড়ে থাকা মৃত মোষগুলিকে আর্থমুভার দিয়ে ট্র্যাক্টরে তুলে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুমড়েমুচড়ে যায় কনটেনারটিও। সেটিও ক্রেন দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই বিফ ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। পোঠিয়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নৌকাট্টা পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য আবদুল রহিম বলেন, 'কনটেনারটিতে বাঁশ দিয়ে ডাবল ডেক তৈরি করে মোষবোঝাই করা হয়েছিল। কনটেনারে বোঝাই থাকা অর্ধেকের বেশি মোষ মারা গিয়েছে। সব মোষ পাশের একটি বিফ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

কর্মসূচি

ধূপগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : শনিবার সন্ধ্যায় জ্বালো ঐক্যের আলো জ্বালো কর্মসূচি পালন করল ডিওয়াইএফআই ধূপগুড়ি সদর লোকাল কমিটি। ২০০২ সালের ১৭ অগাস্ট ধূপগুড়ি সিপিএম পার্টি অফিসে সন্দেহভাজন কেএলও জঙ্গির হামলায় প্রাণ হারানো গোপাল চাকি সহ পাঁচজনের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেদিনের ঘটনায় প্রাণ হারান গোপাল ছাড়াও কৃষক সংগঠনের গণেশ রায়, দুলাল রায়, সুবল রায় এবং গোঁসাই শীলকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। জেলা সিপিএম সম্পাদক সলিল আচার্য, সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য জিয়াউল আলম ও নেতারা হাজির ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জলকেলি।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন দীপ সরকার।

চেম্বার খোলায় প্রশ্নের মুখে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

কর্মবিরতি উপেক্ষা করে রোগীর চিকিৎসা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৭ অগাস্ট : কর্মবিরতি উপেক্ষা করে রোগী দেখলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নির্মলকুমার বেরা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর বাজারে। ওই চিকিৎসক কেন কর্মবিরতিতে শামিল হননি, সেই প্রশ্ন তুলেছে চিকিৎসক মহল। তবে ডাঃ বেরার সাফাই, শুধু আপৎকালীন রোগীদের দেখেছেন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ, খুন ও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর তরফে দেশে ২৪ ঘণ্টা সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা (জরুরি বিভাগ বাদে) বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছিল। একাংশের বক্তব্য, কর্মবিরতি উপেক্ষা করে ইসলামপুর বাজারের একটি ওষুধের দোকানের উপরে থাকা চেম্বারে রোগী দেখছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নির্মলকুমার বেরা। শিলিগুড়ি থেকে এসে তাঁর রোগী দেখার খবর পেয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক তথা আইএমএ-র সদস্যরা চেম্বারে হাজির হন। আন্দোলনকে সমর্থন ও শুধু আপৎকালীন রোগীর চিকিৎসা করার অনুরোধ জানানো হয় ডাঃ বেরাকে। কিন্তু ততক্ষণে ওই চিকিৎসক শতাধিক রোগী দেখে ফেলেন বলে দাবি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থপ্রতিম ভদ্রর। যদিও ডাঃ বেরার বক্তব্য, 'এদিন শুধুমাত্র আপৎকালীন রোগীদেরই দেখেছি।'

ডাঃ পার্থপ্রতিম ভদ্র বলেন, 'সকালে আমরা খবর পেয়ে ওই চেম্বারে যাই। ততক্ষণে ওই চিকিৎসক প্রায় ১৩৫ জন রোগী দেখে ফেলেন। প্রেসক্রিপশন দেখে যা বুঝলাম, সব রোগী আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ছিলেন না।' তাঁর সংযোজন, 'মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে যখন সারা দেশের ডাক্তাররা একজোট হয়েছেন, সেখানে এমন ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক। যদি এতই আপৎকালীন রোগীর ভিড় ছিল, তাহলে ডাঃ বেরা কেন ওই রোগীদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন না?' তবে ডাঃ বেরার সাফাই, 'যদি মুমূর্ষু রোগীরা আমার কাছে আসেন, আমি তো তাঁদের ফিরিয়ে দিতে পারি না।' বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি সাধন দাস বলেছেন, 'ওই চিকিৎসকের পাশাপাশি ওষুধের দোকানের মালিকও এদিন চেম্বার খুলে অন্যায় করেছেন। এ বিষয়ে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলব।'

চেম্বারে রোগী দেখা নিয়ে উত্তেজনা ইসলামপুরে।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী মনসাপুজো। শনিবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

পঞ্চম শ্রেণি অনিশ্চিতই

শিক্ষক, পরিকাঠামোর অভাবে সমস্যা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি চালুর তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্য সরকার। যদিও তা এবার থেকে সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এর কারণ অবশ্যই শিক্ষকের অভাব ও পরিকাঠামোগত সমস্যা।

২০১৯ সাল থেকে ধাপে ধাপে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি চালু করা গিয়েছে। 'রাইট টু এডুকেশন' আইন অনুযায়ী দেশের অনেক রাজ্যে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের সঙ্গে যুক্ত করা গিয়েছে। কিন্তু এরাজ্যে সেই প্রক্রিয়া ধীরগতিতে এগোচ্ছে। এবিষয়ে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'আগামী শিক্ষাবর্ষে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে হয়তো সমস্ত প্রাথমিকে তা চালু করা যাবে না।' তাঁর সংযোজন, 'প্রতি বছর যতটা সম্ভব পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।'

সমস্যা কোথায়

- রাজ্যের গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব ও পরিকাঠামোগত সমস্যা সবচেয়ে বেশি
- শিক্ষক নিয়োগের জন্য একের পর এক 'টেট' হলেও, নিয়োগ হয়নি
- এমন অনেক স্কুল রয়েছে, যেখানে মাত্র দুই-একজন করে শিক্ষক রয়েছেন
- বহু বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ঘর নেই
- পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা না হলে পঞ্চম শ্রেণি চালু করে লাভ হবে না, মত একাংশের

রাজ্যের গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব ও পরিকাঠামোগত সমস্যা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষকের অভাবের পেছনে কারণ হিসেবে অনেকেই 'উৎশ্রী' অ্যাপের মাধ্যমে বদলি প্রক্রিয়াকে দায়ী করছেন। রাজ্য সরকার উৎশ্রী পোর্টাল বন্ধ রাখলেও তার প্রভাব এখনও অব্যাহত বলে অভিযোগ।

শিক্ষকদের একটি অংশ বলছে, 'উৎশ্রী পোর্টাল চালু থাকার সময় গ্রামাঞ্চলের স্কুল থেকে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলি নিয়ে শহরাঞ্চলে চলে এসেছেন। যার ফলে গ্রামে এমন অনেক স্কুল রয়েছে, যেখানে মাত্র দুই-একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। সেখানে নতুন করে আর নিয়োগ হয়নি। তাছাড়া, বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ঘর নেই। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ কিংবা পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা না হলে পঞ্চম শ্রেণি চালু করে লাভ হবে না।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার তরফে পঞ্চম শ্রেণিতে পঠনপাঠন চালুর জন্য এবছর ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য বিকাশ ভবনে পাঠানো হয়েছে। যার মধ্যে বিদ্যালয়গুলিতে কতগুলি ক্লাসরুম রয়েছে, শিক্ষক কতজন, পড়ুয়া সংখ্যা কত, সেই সমস্ত তথ্য রাজ্যের কাছে রিপোর্ট আকারে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকারের বক্তব্য, 'শিক্ষা জেলায় ৩৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ২৫০টি বিদ্যালয়ে ধাপে ধাপে পঞ্চম শ্রেণি চালু করা হয়েছে। বাকি বিদ্যালয়েও ধাপে ধাপে চালু করা হবে। যেসব স্কুলে শিক্ষক নেই কিংবা পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, সেগুলি রাজ্যের তরফে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এদিকে, প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার ভাগ্য শীর্ষ আদালতের রায়দানের ওপর ঝুলে। আবার শিক্ষক নিয়োগের জন্য একের পর এক 'টেট' হলেও, নিয়োগ হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণির পঠনপাঠন চালু করা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

দিশেহারা হয়ে ছেলেকে খুঁজছেন মা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : দু'মাস পেরিয়ে গেলেও ছেলের খোঁজ পাচ্ছেন না যাটোর্ধ্ব মা। তাই নাতিকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেকে খুঁজতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন তিনি। শিলিগুড়ির কাছেই ফকদইবাড়ির রঞ্জিত মোড়ের বাসিন্দা শিবানী অধিকারী। সেখানেই ছেলে রাজ অধিকারী ও আট বছরের নাতিকে নিয়ে থাকতেন তিনি। তবে জুন মাসে রাজ অসমে কামাখ্যা মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ২২ জুন শেষ মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। তারপর থেকেই আর ছেলের কোনও খোঁজ পাচ্ছেন না শিবানী। তারপর নিখোঁজ ডায়েরি করেন আশিঘর ফাঁড়িতে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ছেলেকে খুঁজে

> এখন কী করব? বাচ্চাটিকে নিয়ে কোথায় যাব? বুঝতে পারছি না ছেলেকে কীভাবে ফিরে পাব?
>
> **শিবানী অধিকারী,** *মা*

দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই সুরাহা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে একা নাতিকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন তিনি। প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করাটাও এখন কার্যত মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায়, 'এখন কী করব? বাচ্চাটিকে নিয়ে কোথায় যাব? বুঝতে পারছি না ছেলেকে কীভাবে ফিরে পাব?' দু'মাস ধরে বাবার কোনও খোঁজ না পাওয়ায় চিন্তায় খুদেও। এদিন ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে সে বলছিল, 'বাবা কবে ফিরে আসবে?

কাঠ বাজেয়াপ্ত

চোপড়া, ১৭ অগাস্ট : চোপড়া ব্লকে একাধিক কাঠ মিলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই বহালতবিয়তে কারবার চলছে ওই কাঠ মিলগুলোতে। প্রকাশ্যে আসছে গাছ চুরির অভিযোগও। শনিবার একটি কাঠ মিলে অভিযান চালিয়ে কিছু চেরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন বন দপ্তরের চোপড়া রেঞ্জের কর্মীরা।

প্রতিবাদ করে আটক বুদ্ধিজীবীরা

জ্যোতি সরকার ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : 'জলসা চাই না, বিচার চাই।' এই দাবি নিয়ে শনিবার জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রের সামনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে আয়োজন করা সংগীতানুষ্ঠান শুরুর আগে হাজির হয়েছিলেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে নাট্যকর্মী এবং বিজ্ঞানীরা। কলাকেন্দ্রের গেটের সামনে ওই দাবি তুলতেই পুলিশ তাঁদের আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় থানায়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই হইচই পড়ে যায় জলপাইগুড়িতে। যদিও পরবর্তীতে থানা থেকে অবশ্য তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'কলাকেন্দ্রের গেটের সামনে কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

কিংবদন্তি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও কিশোর কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার ও রবিবার দুইদিন ওই গানের অনুষ্ঠান রয়েছে। আরজি কর কাণ্ডে রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া। ঘটনার বিচার চেয়ে উত্তাল রাজ্য। সেই জায়গায় এই ধরনের অনুষ্ঠান মন থেকে মেনে নিতে পারেননি একাংশ লেখক, শিল্পী এবং চিকিৎসক।

এদিন বিকেলে অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিজ্ঞানী ডঃ সুবীর সরকার, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সায়ন পাল, নাট্যকর্মী শান্তা সরকার, সাহিত্যিক শৌভিক কুন্ডা প্রমুখ এই গানের অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ জানিয়ে হাজির হয়েছিলেন কলাকেন্দ্রের সামনে। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল 'জলসা চাই না, বিচার চাই'। এই দাবি জানিয়ে যখন তাঁরা কলাকেন্দ্রের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সেই সময় পুলিশ তাঁদের আটক করে। এরপর তাঁদের সবাইকে প্রিজন ভ্যানে তুলে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। সাহিত্যিক সৌভিক বলেন, 'আমরা আজ শান্তিপূর্ণভাবে কলাকেন্দ্রের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দাবি জানাচ্ছিলাম। আমাদের দাবি ছিল, জলসা নয়, বিচার চাই। কারণ যা করল তার প্রতিবাদ না জানিয়ে পারছি না।' এই ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা। লেখক গৌতম গুহ রায় বলেন, 'গোটা রাজ্যজুড়ে যেখানে শোকের আবহ, বিচার চেয়ে রাত জাগছেন মেয়েরা, সেই মুহূর্তে এই জলসার আয়োজন কাম্য নয়। তারই প্রতিবাদ জানাতে এদিন কলাকেন্দ্রের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে হাজির হয়েছিলেন শহরের বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকর্মীরা।

প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নাট্যকর্মী বিজ্ঞানীদের।

এখনও আরজি করের চিকিৎসক হত্যার প্রকৃত দোষীরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। যেখানে এই ঘটনায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে, রাজ্যজুড়ে শোকের আবহ সেই জায়গায় এই ধরনের জলসার অনুষ্ঠান আমরা এখন চাই না। আমরা সেই দাবি জানাতেই সেখানে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ যা করল তা আর বলার নয়।'

ডাঃ সায়ন পালের কথায়, 'আমার চিকিৎসক বোনের বিচার এখনও পাইনি। বোনের বিচারের দাবিতে আজও দেশজুড়ে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি করেছেন। রাজ্যজুড়ে একটা শোকের আবহ আমাদের সকলের মনে। সেই জায়গায় জলসার অনুষ্ঠান আমরা চাই না। তারই প্রতিবাদে আমরা শামিল হয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ শতাধিক পুলিশ যেভাবে তাঁদের ঘিরে ফেলে প্রিজন ভ্যানে তোলে, তা ন্যক্কারজনক। রবিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে নাগরিক সমাজ বিকেলে জেলা হাসপাতালের সামনে জমায়েত হয়ে মিছিলে হাঁটবে।' এপিডিআর এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। এপিডিআরের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, যে সমস্ত পুলিশ অফিসার এই ঘটনার জন্য দায়ী আমরা তাঁদের শাস্তি দাবি করছি এবং জেলা পুলিশ সুপারের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' সংগীত অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ির স্থানীয় শিল্পীদের না ডাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাহিত্যিক মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। তিনি বলেন, স্থানীয় শিল্পীদের আবশ্যিকভাবে ডাকা উচিত ছিল।'

বধূর মৃত্যুতে আটক স্বামী

খড়িবাড়ি, ১৭ অগাস্ট : পারিবারিক অশান্তির জেরে এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠল খড়িবাড়িতে। মৃতের নাম গীতা সিংহ মহন্ত (৩০)। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামী বাপি মহন্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে খড়িবাড়ি পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির গাজিজোতে। মৃতের মা পুত্রীস্বরী সিংহ শনিবার বিকেলে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ জানান।

তিনি জানালেন, মাপিগছ গ্রামের বাসিন্দা গিতা সিংহর সঙ্গে ১০ বছর আগে বিয়ে হয় গাজিজোতের বাপির। ৩ সন্তান রয়েছে দম্পতির। পুত্রীস্বরীর দাবি, 'বিয়ের পর থেকেই বাপি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মেয়ের উপর অত্যাচার চালাত। এর আগে স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে জেল হেপাজত হয় তার।' শনিবার সকালে ফের মারধর করে বলে অভিযোগ। দুপুরেই ঘরের ভেতর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বধূর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে মৃতের বাড়ির সদস্যরা। এপ্রসঙ্গে খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, রবিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামীকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাকে।

ডাকাতির ছক বানচাল

বাগডোগরা, ১৭ অগাস্ট : ডাকাতির ছক বানচাল করে সাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। শুক্রবার মাঝরাতে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ গোঁসাইপুরে রেলের আন্ডারপাসের কাছে তাদের ধরে ফেলে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল বাগডোগরার বাসু রাউথ (৩০), রাঙ্গাপানির রতন সিংহ (২৬), সতন সিংহ (২২), গঙ্গারামপুরের সুজল কর্মকার (২৩), খড়িবাড়ির বিষ্ণু কর্মকার (২৬), অসমের দীপক আচার্য (৫৯) ও পুঁটিমারির প্রশান্ত সরকার(২৯)।

বাগডোগরা পুলিশ আরও জানায়, মাঝরাতে শাবল, লোহার রড, টর্চ, নাইলনের দড়ি, ভোজালি, ছুরি সহ নানা ধরালো অস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করার জন্য জমা হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে পুলিশ সাতজনকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। শনিবার তাদের শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : বাড়িতে চুরির অভিযোগ উঠল। শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লেনিন কলোনিতে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

বাড়ির মালিক বিশ্ব সিংহের অভিযোগ, 'শুক্রবার রাতে আমি ও পরিবারের অন্যরা খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি, বাড়ির সদর দরজা ভাঙা। আলমারি ভেঙে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা।' তাঁর দাবি, 'দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে আমাদের কোনওভাবে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তাই সহজেই লুটপাট চালাতে পেরেছে।' এদিকে, সপ্তাহ তিনেক আগে বিশ্ব সিংহের বাড়ির পাশে কৃষ্ণ লোহারের বাড়িতেও একই কায়দায় চুরি হয়েছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গুদাম থেকে গোখরো উদ্ধার

চাকুলিয়া, ১৭ অগাস্ট : বই মজুত রাখা গুদাম ঘর থেকে উদ্ধার হল একটি গোখরো। শনিবার গোয়ালপোখর-২ ব্লকের চাকুলিয়া হাইস্কুলের ঘটনা। স্কুলের শিক্ষক রফিকুল আলম বলেন, 'বই নিতে আমরা গুদাম ঘরে গিয়েছিলাম। সেসময় সাপটি দেখতে পাই। কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় সেটা বইয়ের বান্ডিলের উপরে ছিল। পরে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

গলায় সুপারি আটকে মৃত্যু

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চা-বিস্কুট খাওয়ার পর পান খাওয়াটা অভ্যাস। সঙ্গে থাকে কাঁচা সুপারি। সেই সুপারিই যে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেননি। অথচ শনিবার সেটাই হল ঝুমুরের টারুপাড়ার রিঙ্কি পারভিনের (১৯) সঙ্গে। গলায় সুপারি আটকে শ্বাসকষ্ট, তারপর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। চার মাস আগে রিঙ্কির বিয়ের আশীর্বাদ হয়েছিল। বিয়ের আগে তরুণীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবারে। প্রতিবেশীরাও ঘটনাটি মেনে নিতে পারছেন না।

প্রায় চার মাস আগে রিঙ্কির বিয়ের আশীর্বাদ হয়। বিয়ের আগে এমন দুর্ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না কেউই। ঠিক কী ঘটেছিল এদিন? রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চা-বিস্কুট খেয়ে পানের সঙ্গে সুপারি খান রিঙ্কি। সেটাই নাকি তাঁর অভ্যাস। এদিনও আর পাঁচদিনের মতো প্রথমে চা-বিস্কুট খান। তারপর পানের সঙ্গে কাঁচা সুপারি খান। বিপত্তি ঘটে এরপরই। সুপারি আটকে যায় গলায়। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। ছটফট করতে থাকেন তরুণী। তরুণীর কাকা আশরাফুল ইসলাম প্রথম ঘটনাটি লক্ষ করেন। তারপর ছুটে আসেন বাড়ির বাকি সদস্যরা। কাকা বললেন, 'রিঙ্কি এদিন সকালেও অন্যদিনের মতো কাঁচা সুপারি খেয়েছিল।

হঠাৎ গলায় সুপারি আটকে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল ওর। তড়িঘড়ি ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক রিঙ্কিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

রিঙ্কির বিয়ে ঠিক হয় ফালাকাটার এক ছেলের সঙ্গে। চার মাস আগে বিয়ের আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর ছেলের বাড়ি থেকে রিঙ্কিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু তার আগেই এদিন ঘটে গেল এত বড় দুর্ঘটনা। ঘটনার কথা জানতে পেরে হাসপাতালে হাজির হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠায়। হাসপাতালে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করার পর ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। তবে পুলিশ এখনই কিছু বলতে নারাজ। সামান্য সুপারি গলায় আটকে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, শুনে অবাক প্রতিবেশীরা। ঘটনার পর থেকে তরুণীর পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আত্মীয়স্বজনরাও খবর পেয়ে বাড়িতে এসেছেন।

ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভিড়। শনিবার।

কী ঘটেছিল

- শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে পরিবারের লোকেরা ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান
- সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন
- প্রায় চার মাস আগে রিঙ্কির বিয়ের আশীর্বাদ হয়
- বিয়ের আগে এমন দুর্ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না কেউই

ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে বলা যাবে।

রংদার

9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ অগাস্ট ২০২৪ নয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর বাঙালি আলোচনা করেছে শ্বেতশুভ্র সততা নিয়ে। তার কিছুদিন পরেই আরজি করের ঘটনায় ফুটে উঠেছে সমাজের ভয়ংকর কালো দিক। এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে আলোচনায় সমাজের সাদা-কালো অধ্যায়।

১০
রেহান কৌশিক
ছোটগল্প বাঁশি

১১
সুস্মিতা সোম
ছোটগল্প শ্যামলছায়া
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
পূর্বা সেনগুপ্ত
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
কবিতা
গৌতম হাজরা, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য, অসীমকুমার দাস, সুব্রতা ঘোষ রায়, দীপান্বিতা রায় সরকার, মৃড়নাথ চক্রবর্তী, প্রতাপ সিংহ

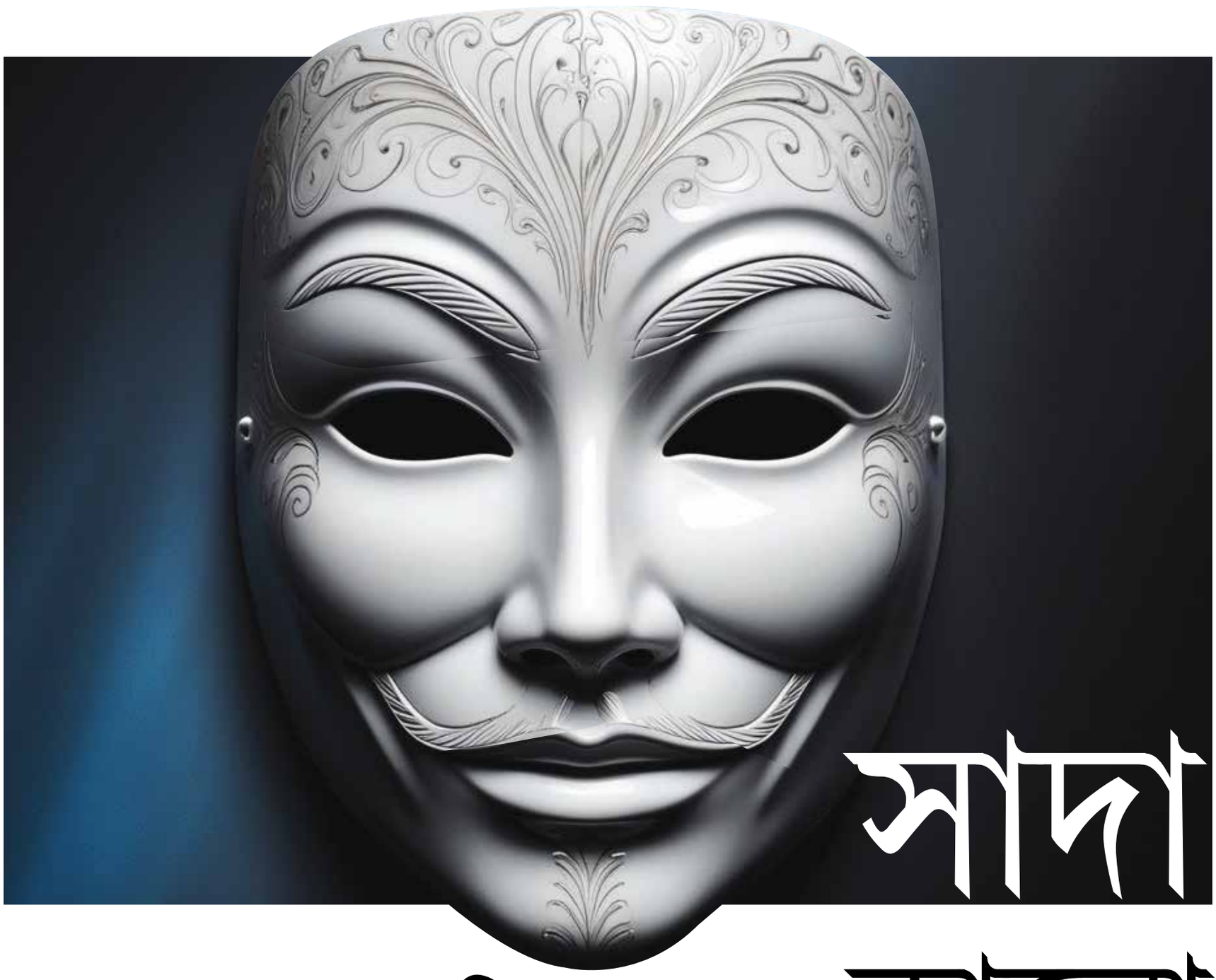

সাদা কালো

প্রসঙ্গ যখন সিনেমা রং আছে, রঙ্গ নেই

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের একটা যুগান্তকারী বাণী আছে। এক ইংরেজি খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, 'আগে ছবিগুলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছিল। মানুষগুলো ছিল কালারফুল। এখন ছবি কালার হয়েছে। মানুষগুলো হয়ে গেছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট।'

স্ক্যান্ডাল কই! নায়ক-নায়িকার পরকীয়া প্রেম নিয়ে খবরের কাগজে প্রতিবেদন কোথায়! টিভি খুললেই শুধু আতঙ্ক! এদিকে ফিল্ম ম্যাগাজিনে গুঞ্জনের পাতা উঠে গেছে! পত্রিকার সিনেমার পাতায় কেবল মামুলি সাক্ষাৎকার! হচ্ছেটা কী বলুন তো! বাঙালি কি নিরামিষ হয়ে গেল! স্ক্যান্ডাল চাই ব্যাকগ্রাউন্ডে। নইলে যে মান থাকে না!

মেকআপ রুমের দরজাটা ধড়াম করে খুলে গেল। সুচিত্রা ঢুকলেন। একা ছিলেন উত্তমকুমার। সম্ভবত একটু ঘাবড়ে গেলেন। এরকম তো হওয়ার কথা নয়! সুচিত্রা বললেন, 'তোকে আমার খুব দরকার। অমুক হোটেলে যাচ্ছি। তুই আটটার মধ্যে চলে আয়।' বলেই যেমন এসেছিলেন, তেমনই উল্কার মতো বেরিয়ে গেলেন সুচিত্রা। তারপর? গিয়েছিলেন উত্তম। তার আর পর নেই। সে অন্য গল্প। অন্যদিন হবে। তবে পরের দিনের শুটিংয়ে দুই নায়ক-নায়িকার গাল চুইয়ে পড়ছিল গ্ল্যামার। রাতের টেনশনের কোনও ছাপ পড়েনি। কী করে! উত্তর একটাই, দক্ষতা।

প্রশ্নটা অন্যখানে। সুচিত্রা সেনের মেকআপ করতেন জামাল ভাই আর শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়। আর উত্তমকুমারের ছিলেন মনতোষ, নিতাই সরকার এবং জীবনের শেষ শুটিং অবধি বসির আহমেদ। বিদেশি তো নয়ই, নিদেন মুম্বইয়ের মেকআপের সরঞ্জামও ব্যবহার করতেন না তখনকার মেকআপ শিল্পীরা। মেটিরিয়াল আসত চিৎপুর থেকে। একটা আঠালো বেস। তার ওপর গালে লাল রং। চোখের কালি আর পাফ মোছার জন্য হলুদ রং। চোয়াল কাটার জন্য ব্রাউনকালার। এই হল মেকআপ।

উইগ সাপ্লাইয়ে একচেটিয়া ছিল হাওড়ার পাঁচলা। কার্তিক, অসুরের মতো ভয়ংকর সব উইগ মাথায় নিয়ে বাংলা ছবিকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন শিল্পীরা।

পোশাক ছিল নানা কায়দার। শুধু রং ছিল নির্দিষ্ট। 'সেলাম মেমসাহেব' ছবিতে বাড়ি থেকে নতুন একটা ফুলহাতা হলুদ জামা নিয়ে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর দে। গানের দৃশ্য ছিল। সুপারহিট গান, 'ঝরনা ঝরঝরিয়ে জল ছড়িয়ে কেন নেচে-নেচে যায়।' দীপঙ্কর দে বলেছিলেন, 'হলে ছবি দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম জামাটা দেখে। ক্যাটক্যাট করছে। তাকানো যাচ্ছে না।'

তাই পোশাকের রং ছিল বাঁধা। সবুজ, লাল, হলুদ রং বাদ। রং সাদা, কালো, মেরুন। চেক বা প্রিন্টেড শাড়ি, জামা হলে খোলে ভালো।

গোটা সাতেক সাদাকালো ছবির সহকারী পরিচালক ছিলেন হরনাথ চক্রবর্তী। তার মধ্যে সেকালের সুপারহিট ছবি অঞ্জন চৌধুরীর 'শত্রু'ও ছিল। সাদাকালো ছবির কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'সাদা ধুতি পাঞ্জাবি শুটিংয়ের আগের দিন লিকার চায়ের জলে ভিজিয়ে রাখা হত। তারপর মাড় দিয়ে ইস্তিরি করে পরানো হত। তা না হলে রিফ্লেকশন হত। খুব খারাপ দেখতে লাগত।' হরনাথ চক্রবর্তীর ঝুলিতে প্রচুর মালমশলা আছে। শুটিংয়ে ডে ফর নাইট বলে একটা কথা আছে। মানে, দিনেরবেলায় রাতের দৃশ্যের শুটিং। কীরকম হত ব্যাপারটা?

হরনাথ বললেন, 'দৃশ্যগুলো আগে থেকে সাজিয়ে রাখতে হত। টপ সানে শুট করতে হবে। দুপুর ঠিক বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। নাহলে আবার পরের দিন। চরম উত্তেজনা! ক্যামেরায় একটা ফিল্টার লাগানো হত। নাম ছিল ইয়েলো ফিল্টার। কোনও ভাবেই আকাশ দেখানো যাবে না। ক্যামেরা সেভাবেই রাখতে হত। নাইটে নাইটের শুটিং করতে লাগত এনপি৭ নেগেটিভ। দিনেরবেলায় এনপি৫। এখন তো সবকিছুই কম্পিউটারেই হয়ে যায়। তখন বেশিরভাগই হত হাতে আর চোখের দেখায়। আমি এক্সপার্ট ছিলাম ট্রেলার বানানোয়। শুটিংয়ের ফাঁকেই নেগেটিভ থেকে ২৫০ ফুটের ট্রেলার বানিয়ে ফেলতাম। তবে একটা কথা বলি, কালার ছবি

এরপর দশের পাতায়

'সেলাম মেমসাহেব' ছবিতে বাড়ি থেকে নতুন একটা ফুলহাতা হলুদ জামা নিয়ে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর দে। গানের দৃশ্য ছিল। সুপারহিট গান, 'ঝরনা ঝরঝরিয়ে জল ছড়িয়ে কেন নেচে-নেচে যায়।' দীপঙ্কর বলেছিলেন, 'হলে ছবি দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম জামাটা দেখে। ক্যাটক্যাট করছে। তাকানো যাচ্ছে না।'

প্রসঙ্গ যখন রাজনীতি স্বপ্নের মতো কিছু চরিত্র

সুমন ভট্টাচার্য

মধ্য কলকাতার মিডলটন স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাট। আদতে যেটা তাঁর রাজনৈতিক অনুগামী অশোক দত্তের ফ্ল্যাট, কিন্তু জীবনের শেষ কয়েকটা দিন তিনি সেখানেই থাকতেন। এখনও আমার গত শতকের নয়ের দশকে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মৃত্যুর দিনটা স্পষ্ট মনে আছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শেষযাত্রার দিনে খুব কম মানুষ উপস্থিত ছিলেন। একটা ঘর আর সেই ঘরের একপাশে ট্রাংকে রাখা কয়েকটা ধুতি-পাঞ্জাবি। এই ছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেনের 'সম্পত্তি'।

শেষযাত্রার দিনে আমার বারে বারে মনে পড়েছিল প্রফুল্ল সেনকেই কত কটূক্তি হজম করতে হয়েছিল যে, তিনি নাকি ডালহৌসিপাড়ার বিখ্যাত অফিস বাড়ি স্টিফেন হাউস কিনে নিয়েছিলেন। দেওয়ালে দেওয়ালে যাঁর নামে দুর্নীতির এত অভিযোগ লেখা থাকত, তাঁর এমন নিতান্ত সাধারণ মৃত্যুর দিনটিকে কী বলব? হয়তো ওইদিনই প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাদা পাঞ্জাবি আরও সাদা হয়ে থেকে গিয়েছিল। রাজ্যের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃতদেহ পাম অ্যাভিনিউয়ের দু'কামরার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য দেখতে দেখতে আবার আমার প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মৃত্যুর দিনটা মনে পড়ে গেল। ডান এবং বাম দুই মুখ্যমন্ত্রীর বিদায়ে কী অদ্ভুত মিল। দুজনই তাঁদের শাসনকালে বিতর্কে বিদ্ধ হয়েছেন, নানা রটনা তাঁদের কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছে। এবং প্রফুল্ল সেন আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুজনই নির্বাচনে পরাজিত হয়ে 'ট্র্যাজিক হিরো'র আখ্যা পেয়েছেন। কিন্তু মৃত্যু দেখিয়ে দিয়ে গেল যে তাঁদের অমলিন ভাবমূর্তিতে আসলে কাদা লাগেনি।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে যদি তাড়া করে থাকে খাদ্য আন্দোলন কিংবা স্টিফেন হাউস বিতর্ক, তাহলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'সঙ্গী' ছিল সিঙ্গুর কিংবা নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের সাদা পাঞ্জাবিতে কালো দাগ লাগেনি।

আরজি কর নিয়ে তুমুল উত্তেজনায় যখন তোলপাড় কার আলমারিতে কালো কী রয়ে গেল, তখন পশ্চিমবঙ্গেরই আরও দুই স্মরণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়ছে, যাঁদের সাদা পাঞ্জাবিতেও দাগ ফেলা যায়নি। প্রথমজন যদি হন স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের স্মরণীয় চরিত্র অতুল্য ঘোষ, তাহলে দ্বিতীয়জন বাম রাজনীতির প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব বিনয় চৌধুরী।

অতুল্য ঘোষের নাম যদি ইতিহাসে লেখা থাকে স্বাধীনতার পরবর্তী তিনটি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য, তাহলে বর্ধমানের বিনয় চৌধুরীকে মনে রাখতেই হবে 'অপারেশন বর্গা'র জন্য।

প্রফুল্ল সেনের মতোই অতুল্য ঘোষকে নানা 'কুকথা'য় বিদ্ধ হতে হয়েছে, তাঁর একটি চোখ খারাপ ছিল বলে বামেরা একসময় নিয়মিত তাঁকে 'কানা অতুল্য' বলে কটাক্ষ করেছে। কিন্তু হুগলির বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলে অতুল্য ঘোষ তাঁর পালটা হিসেবে কোনওদিন 'কুকথা'য় যাননি, বরং প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার পর বিধান রায় শিশু উদ্যান নিয়ে আমৃত্যু ব্যস্ত থেকেছেন। নিরলস পরিশ্রম এবং রাজনীতির বাইরে গিয়েও অন্য প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তাঁর পারদর্শিতা ও সেবাকাজ চালিয়ে যাওয়াতে দক্ষতার কথা কোনওদিন ভোলার নয়। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবির অতুল্য ঘোষের মতোই বিনয় চৌধুরীর জীবনও ছিল অনাড়ম্বর। বর্ধমানে গান্ধিজিকে অনুসরণ করে কংগ্রেস রাজনীতি দিয়ে শুরু করা বিনয়বাবু পরবর্তীকালে বিপ্লবী দলে চলে যান, তারপরে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যোগদান।

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর সেই সরকারে জ্যোতি বসুর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন বিনয় চৌধুরী। আজীবন থেকেছেন দু'কামরার সরকারি ফ্ল্যাটে, তাঁর স্ত্রী অফিস যাচ্ছেন সরকারি বাসে চেপে, এমন দৃশ্য তিন দশক আগেও আমাদের মতো অনেক সাংবাদিকেরই চোখে লেগে রয়েছে। ১৯৯৫ সালে যখন তিনি তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারকে 'ঠিকাদারদের সরকার, ঠিকাদারদের জন্য চলা সরকার' বলে সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন, তখনও তা নিয়ে কম হইচই হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে বিনয় চৌধুরীর উত্তরসূরি হিসেবেই বাম রাজনীতিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও জ্যোতি বসুর সরকারের বিভিন্ন পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিনয় চৌধুরীর সততা, আমৃত্যু তাঁর সেই নিতান্ত সাধারণ জীবনযাপন, তাঁর গান্ধি অনুগামী হিসেবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বিপ্লবী অতীত এবং পরবর্তীকালে 'অপারেশন বর্গা'র সফল রূপকারের পরিচয়, সমস্ত রাজনৈতিক স্মৃতিকেই বহন করত।

একটি বিখ্যাত সাবান প্রস্তুতকারক সংস্থার বিখ্যাত উৎসব স্পেশাল-এর বিজ্ঞাপনে ছিল, অনেক ময়লার দাগ তারা তুলে দিতে পারে, কিন্তু কিছু দাগ ওঠে না। ঘটনাচক্রে সেই বিজ্ঞাপনটি ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তানেও তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শেষযাত্রা দেখতে দেখতে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। ২০০১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এবার নয় নেভার' স্লোগানকে উড়িয়ে

এরপর দশের পাতায়

প্রসঙ্গ যখন বিদেশে থাকার দিনগুলো ধূসর পাণ্ডুলিপি

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সাদাও নয়, কালোও নয়! যে রং আছে মাঝখানে, যেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এই তো আমাদের জীবন পরবাসে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেমন আছ? বলতে পারি না, 'ভালো'! বলতে পারি না 'খারাপ'ও! বরং বলি, 'মোটামুটি'! কেন?

আসলে ভালো আর খারাপের মাঝে একটা ছাই রংয়ের জীবন থাকে। যেমন সাদায় মিশে থাকে কিছু আবছা কালো রং, তেমনই কালোর মাঝেও ফুটে ওঠে কিছু ঝাপসা শুভ্ররেখা। প্রবাসের জীবন সেরকম! তোরঙ্গে তুলে রাখা কোনো সুপ্রাচীন অ্যালবামের সাদাকালো ছবি সারি সারি! এরপর কতশত ক্যালেন্ডার পিছনে ফেলে বহুদূর বহুদূর হেঁটে চলে আসা। পরবাসের জীবন যেন সেই স্লেট রংয়ের সায়াহ্ন। ঋতুপর্ণ ঘোষ বলতেন, স্মৃতির রং সাদাকালো। কিছু আছে। কিছু নেই। কেউ আছে, কেউ নেই! তবে পরবাস তো শুধু স্মৃতি নয়! সমকালও। মার্কিন মুলুকে 'সাদাকালো' বললেই অনিবার্য চলে আসে গায়ের রং। কেন কে জানে সাদার নামান্তর হয়ে গেছে শাসন এবং কালোর ডাকনাম শাসিত। আর আমরা যারা সাদাও নই, কালোও নই, তাদের একটা ভালোনাম আছে, অভিবাসী কিংবা উদ্বাস্তু। আর একটা জন্মদাগ আছে আমাদের, গায়ের ধূসর রং। প্রথমে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার ভিসাজীবন। তারপর গ্রিন কার্ডের 'গার্বেজ লাইফ'! অবশেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করে আমেরিকার নাগরিক। এরপরেও অফিসে পদোন্নতির ক্ষেত্রে আমরা 'দ্বিতীয় পছন্দ'। আর সমাজে সেই সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, 'হোয়ার ইউ ফ্রম'? এমন ধূসরতা ঘোচাবে কোনজনা!

প্রবাসী জীবন মানেই সাদাকালো চৌষট্টি খোপের দাবার চাল! কখনও কিস্তিমাত, কখনও স্টেলমেট। কোথায় সাদার কিস্তিমাত? বিত্ত বৈভব বিলাস। সাতমহলা বাড়ি। হাল ফ্যাশনের গাড়ি। মন্তরের মতো কাজ করা সবজান্তা যন্তর। ডেস্টিনেশন পার্টি। ফেস্টিভাল। হাই এন্ড রেস্তোরাঁ। কিন্তু মায়ের রান্না তো নেই। সেই আমুদে জামাইষষ্ঠী নেই। যমের দুয়ারে কাঁটা দেওয়া ভাইফোঁটা নেই! কাজেই কালো রংয়ের স্টেলমেট!

পরবাস মানে দুধের স্বাদ ঘোলে। নাকের বদলে নরুন। সাদা চোখে মনে হবে, সবই তো আছে। তবু মাঝেমধ্যে মনে হবে, কী যেন একটা নেই! এত কিছু সাদা তো আছে আমাদের! যশবন্ত মার্কিন ডিগ্রি, লক্ষ্মীবন্ত কেরিয়ার! আমাদের সন্তানসন্ততিদের আমেরিকান

এরপর দশের পাতায়

অফিসে পদোন্নতির ক্ষেত্রে আমরা 'দ্বিতীয় পছন্দ'। আর সমাজে সেই সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, 'হোয়ার ইউ ফ্রম'? এমন ধূসরতা ঘোচাবে কোনজনা! ... পরবাস মানে দুধের স্বাদ ঘোলে। নাকের বদলে নরুন। সাদা চোখে মনে হবে, সবই তো আছে। তবু মাঝেমধ্যে মনে হবে, কী যেন নেই!

বাঁশি

ছোটগল্প

রেহান কৌশিক

আঁকা : অভি

পাহাড়ি উপত্যকা। ঢেউ খেলানো। রুক্ষ ও নির্জন। জ্যোৎস্নার থইথই করা রুপোলি জল নিঃশব্দে ধুইয়ে দিচ্ছে পাথুরে রুক্ষতা। নির্জনতার বিষাদ।

ঠিক তখনই চমকে উঠল সূর্যকুমার। চোখে পড়ল, উপত্যকার ঢাল বেয়ে একটা কালো ছায়া ধীরগতিতে উঠে আসছে। এবং পাহাড়ি খাদের দিকেই এগোচ্ছে। সূর্যকুমার বুঝল আজ আবার একটা পরীক্ষা। সূক্ষ্ম দড়ি টানাটানির খেলা। অদৃশ্য স্নায়ুযুদ্ধ। কে জিতবে কে হারবে, কেউ জানে না। এ পর্যন্ত উনিশবার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। একবারই ব্যর্থ হয়েছিল। হেরে গিয়েছিল। আজ কী হবে কে জানে?

ছোট জলভরা মাটির কলস কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর বাঁশি হাতে কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। এভাবেই সে প্রত্যেকবার খাদের কিনারে মস্ত পাথরটার দিকে এগিয়ে যায়।

ছায়ামূর্তিটা বোধহয় টের পেল। পাথরের কাছে এসেও থমকে দাঁড়াল। সূর্যকুমার একেবারে সামনে গিয়ে পড়ল। এবং অবাক হল। এ পর্যন্ত যুবক, মাঝবয়সি পুরুষ এবং প্রৌঢ়ের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু আজ প্রথমবার কোনও যুবতিকে দেখল। কুড়ি-বাইশ হবে। সুডৌল গড়ন। কষ্টিপাথরের মতো কালো গায়ের রং। অনেকটা চড়াই ভেঙে এসেছে। মুখজুড়ে ঘামের বিন্দু চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে। সূর্যকুমার জিগ্যেস করল, 'মরতে চাও?'

মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। মনে হল উটকো লোক আসায় বেশ বিরক্ত। সূর্যকুমার বলল, 'ওই পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াও। তারপর দু'হাত মেলে পাখির মতো ঝাঁপ দাও। আর কোনও চিন্তা নেই। ওই গভীর খাদের নীচে অনেক পাথর পড়ে আছে। তার ওপর পড়ে তোমার শরীর থেঁতলে যাবে। বহু বছর ধরে অনেক থ্যাঁতলানো দেহ ওখানে জমা আছে। কেউ তাদের হদিস পায়নি। তোমারও পাবে না। যাও, পাথরের ওপর ওঠো।'

আত্মহত্যার ঠিক আগের মুহূর্তে একজন উটকো লোক হঠাৎ সামনে এসে তাকে মরণের জন্য উৎসাহ জোগাচ্ছে এটা যেমন বিরক্তিকর, তেমনই আশ্চর্যের। মেয়েটি বলল, 'আমি আমার মতো করে মরব। তুমি এখানে কেন?'

মৃদু হাসল সূর্যকুমার। বলল, 'মরণ-পাহাড়ে যারা ঝাঁপ দিতে আসে, আমি তাদের মৃত্যুকে উদযাপন করতে আসি।'

মেয়েটি অবাক হয়, 'মানে?'

'জন্ম এবং মৃত্যু। প্রত্যেকের জীবনে এই দুটোই তো প্রধান ঘটনা। জন্মের সময় নবজাতককে শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে বরণ করা হয়। অর্থাৎ সুন্দর করে জন্মকে উদযাপন করা হয়। মৃত্যুর ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? এই মরণ-পাহাড়ে যারা আত্মহত্যা করতে আসে, আমি তাদের শীতল জল পান করাই। তারপর বাঁশি শোনাই। যাতে তার মৃত্যুর মুহূর্তটা সুন্দর হয়ে ওঠে।'

মেয়েটি থরথর করে কেঁপে উঠল। সূর্যকুমার নিমেষে তাকে ধরে কাছের পাথরে বসিয়ে দিল। দেখল, মেয়েটির দু'চোখ জলে ভরা। টানাটানা দুই চোখে সেই জল টলমল করছে। সূর্যকুমার নিজের কাঁধ থেকে জলের কলসটি নামিয়ে মেয়েটির দিকে তুলে ধরে বলল, 'পান করো। মন শীতল হবে।'

মেয়েটি জলের কলসটি হাতে নিতেই সূর্যকুমার বাঁশিতে ফুঁ দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুজনের দড়ি টানাটানির খেলাটা যেন উধাও হয়ে গেল। বাঁশি থামলে সূর্যকুমার দেখল মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মেয়েটির পিঠে আলতো হাত রেখে সূর্যকুমার বলল, 'বেটি, আত্মহত্যা খুব সহজ। বেঁচে থাকা কঠিন। এই কঠিন বেঁচে থাকাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়, সেটাই জীবনের প্রকৃত ধর্ম হওয়া উচিত।'

'যা বেটি, বাড়ি ফিরে যা। জীবন বড় সুন্দর রে। আমি পাপপুণ্যের কিছুই বুঝি না। শুধু ভাবি, পাপ বলে সত্যিই যদি কিছু থাকে, তা হল জীবনের সুন্দরকে অপচয় করা।'

মেয়েটি পাথরের ওপর বসে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে সূর্যকুমারের দিকে। মেয়েটির নিষ্পলক চোখ দেখে চমকে উঠল সে। এ তো সেই চোখ। তেমনই নিষ্পলক। তেমনই সুন্দর ও শান্ত। নিমেষে যেন চারপাশ থেকে এই মুহূর্তের সমস্ত দৃশ্য মুছে যেতে থাকল। তার জায়গায় ফুটে উঠল চল্লিশ বছর আগের এক দুপুর। যে দুপুরে আত্মহত্যার জন্য সে নিজে এসে দাঁড়িয়ে ছিল এই পাথরে।

তার বাঁশির মতোই আশ্চর্য মানুষ সূর্যকুমার। জোনাক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সূর্যকুমারের দিকে। ভাগ্যিস মরতে এসেছিল। মরতে না এলে, দুনিয়ায় যে এমন অদ্ভুত একজন মানুষ আছে, তা তার জানা হত না। বট গাছের ঝুরিগুলোই যেন এক-একটা গাছ। সেই ঝুরির একটায় হেলান দিয়ে বসে আছে সূর্যকুমার।

পাথর থেকে গভীর খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে দেখেছিল, একটি চিল মন্থর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে উপত্যকার আকাশে। ডানায় সঞ্চালন নেই। কেবল দু'দিকে স্থিরভাবে ছড়ানো। কখনও খুব কাছে আসছে। যেন হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যাবে। পরক্ষণেই দূরে চলে যাচ্ছে। কী যেন মনে হল সূর্যকুমারের। পাথরের ওপর বসে পড়ল। তারপর কোমরে গোঁজা বাঁশিটি বার করল।

জীবনে সে এক ব্যর্থ মানুষ। স্বজন নেই। টান নেই। কোনও স্বপ্ন নেই। যার জন্য বেঁচে থাকা জরুরি। মৃত্যুর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উড়ন্ত চিলটিকে তার বড় আপনজন মনে হল। চিলটি যেন মৃত্যুর সময় তাকে বিদায় জানাতে এসেছে। ক্ষণিকের জন্য তার মন উড়ন্ত পাখিটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। ভাবল, মৃত্যুর আগে পাখিটিকে তার বাঁশি শুনিয়ে তবেই এই জগৎ থেকে বিদায় নেবে।

বাঁশিতে হাওয়া দিল। সুর উঠল। দীর্ঘসময় পর যখন বাঁশি থামিয়ে চোখ খুলল, অবাক হয়ে গেল সূর্যকুমার। দেখল, কাছের পাথরে চিলটি বসে আছে। স্থিরভাবে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর চিলটি আবার উড়ে গেল। সূর্যকুমার ভাবল, এ হয়তো কাকতালীয়। তার বাঁশির সঙ্গে, তার সুরের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে কেমন যেন সংশয় জন্মাল।

ঠিক আগের মতোই আবার বাঁশিতে ফুঁ দিল সূর্যকুমার। এবারও চোখ মেলে দেখল, চিলটি সেই পাথরে বসে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সে যেন বলছে, 'তোমার ভিতর অতুল ঐশ্বর্য রয়েছে, সূর্যকুমার। সুরের ঐশ্বর্য। কেন অসময়ে তার অপচয় করবে, বলো? বরং অসময়ে যারা মৃত্যুর কথা ভাবছে, তাদের কাছে দাঁড়াও। সুর দিয়ে নতুন জীবনের দরজা খুলে দাও। সুন্দরের দিগন্তে তাদের এগিয়ে দাও।'

সূর্যকুমার এই মুহূর্তে দেখল মেয়েটি নয়। সেই চিল বসে আছে। অবিকল সেই চোখ। পার্থক্য কেবল, একদিন যে পাখিটি তাকে আত্মহত্যার মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, আজ সে নিজেই আত্মহত্যা করবে বলে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সূর্যকুমার আবার আলতো করে হাত রাখল মেয়েটির পিঠে। সূর্যকুমারের তুমি থেকে তুইয়ে নেমে আসায় মেয়েটি বোধহয় ভরসা পেল। বলল, 'আমার ফেরার মতো বাড়ি নেই।'

'কেন?' জানতে চাইল সূর্যকুমার।

'ভিনদেশ থেকে আসা পাথর খাদানের এক ট্রাক ড্রাইভার ভালোবেসে ছিল। সে আর আসে না। উধাও হয়ে গেছে। তার সন্তান আমার গর্ভে। সমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফিরব কার কাছে?'

সূর্যকুমারকে সামান্য চিন্তিত দেখাল। তারপর হেসে বলল, 'এই সামান্য কারণে তুই মরতে এসেছিলি? পাগলি বেটি। চল, আমার সঙ্গে চল। কী নাম তোর?'

'জোনাক।'

রুপোলি জ্যোৎস্নায় ধোয়া পাহাড়ি উপত্যকায় হেঁটে যাচ্ছে সূর্যকুমার। সঙ্গে জোনাক। মধ্যরাতের নির্জনতায় তার হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান।

দুই

'বাঁশি হল প্রজাপতির বাড়ি। বাঁশির প্রত্যেকটি ফুটো সেই বাড়ির দরজা। বাঁশির ভিতর হাওয়ার আদরে যে প্রজাপতিগুলো জন্মায়, ওই দরজা দিয়ে তারা বাইরের দুনিয়ায় বেরিয়ে আসে। ফুলে ফুলে ওড়া প্রজাপতিদের সঙ্গে এই প্রজাপতিদের পার্থক্য আছে।'

'কী পার্থক্য?'

'ফুলে ফুলে ওড়া প্রজাপতিদের চোখে দেখা যায়। অজস্র রংয়ের সহস্র নকশা নিয়ে তারা ওড়ে। কিন্তু বাঁশির ভিতর থেকে বেরোনো প্রজাপতিদের চোখে দেখা যায় না। শ্রবণে তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। ফুলের প্রজাপতিরা চরাচরে রং ছড়ায়। বাঁশির প্রজাপতিও রং ছড়ায়, তবে তা অন্তরে। জীবিতের অন্তরমহলে।'

তার বাঁশির মতোই আশ্চর্য মানুষ সূর্যকুমার। জোনাক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সূর্যকুমারের দিকে। ভাগ্যিস মরতে এসেছিল। মরতে না এলে, দুনিয়ায় যে এমন অদ্ভুত একজন মানুষ আছে, তা তার জানা হত না।

বট গাছের ঝুরিগুলোই যেন এক-একটা গাছ। সেই ঝুরির একটায় হেলান দিয়ে বসে আছে সূর্যকুমার। ইদানীং হেলান না দিলে বসতে পারে না। নিজের দিন যে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, তা সূর্যকুমার জানে। তবে জোনাককে জানতে দেয়নি। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। হাওয়ায় শনের মতো সাদা রুক্ষ চুল এলোমেলো উড়ছে।

অদূরে জোনাক। জোনাকের হাতে বাঁশি। সূর্যকুমার বলল, 'সংগমকালে পুরুষ বীর্য যেমন নারীদেহে গর্ভসঞ্চার করে, ঠোঁটের হাওয়াও তেমনই এই বাঁশের দণ্ডের ভিতর সুরসঞ্চার করে। সেই সুর প্রজাপতি হয়। তোর হাতের ওই বাঁশি আসলে অপরূপ মাতৃদেহ। একে সম্মান করতে হয়। ভালোবাসতে হয়। আদর করতে হয়। তবেই না হৃদয়জয়ী প্রজাপতি জন্মায়।'

গত কয়েক বছরের তালিমে জোনাক ভালোই বাজাতে শিখেছে। কিন্তু সূর্যকুমারের মুখে এমন কথা আগে কখনও শোনেনি। জোনাক বলল, 'আরও সুন্দর করে বাজাতে চাই।'

মৃদু হাসে সূর্যকুমার। বলল, 'সুন্দরের কী শেষ আছে রে! সুন্দর শূন্যের মতো। যাকে মাপা যায় না। অন্তহীন। অসীম। মানুষের কাজ সুন্দরের সাধনা করা। তোরও কাজ তাই। সুন্দরের দিকে এগোনো। সুন্দরের উপাসনায় নিজেকে নিঃস্ব করা।'

'আমার যতটুকু তোকে দেওয়ার ছিল, দিয়েছি। এবার তোর পালা। তুই চাঁদকুমারকে তালিম দিবি।'

চাঁদকুমার নামটা সূর্যকুমারের দেওয়া। চাঁদকুমার সবে এক পা, দু-পা হাঁটতে শিখেছে। জোনাকের ছেলে টলমলে পায়ে বট ফল কুড়িয়ে এনে মায়ের কোলে জমা করছে।

ঢেউ খেলানো পাহাড়ি উপত্যকা। পুব থেকে ক্রমশ পশ্চিমে উঁচু হয়ে উঠেছে। পশ্চিমে এসে উপত্যকাটা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। তারপরেই গভীর খাদ। অনেক নীচে বুনো ঝোপঝাড়, জঙ্গল। অথচ উপত্যকার ওপর এই একটিই মস্ত বট গাছ। এছাড়া সবুজের ছিটেফোঁটা নেই। জায়গাটা রুক্ষ ও নির্জন হলেও চমৎকার দেখায় যখন আকাশ থেকে ঝুঁকে আসা মেঘগুলো উপত্যকাজুড়ে ঘুরে বেড়ায়।

তিন

কিছু আগে সূর্যাস্ত হয়েছে। গভীর খাদের তলায় ঝোপঝাড়ের ফাঁকে সূর্য হারিয়ে গেছে। পশ্চিমের দিগন্তরেখায় জেগে থাকা লালচে-হলুদ মায়াবী আলো ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র উপত্যকায়। কুটিরের দাওয়ায় বসে ছিল চাঁদকুমার। কিশোর কণ্ঠে সে হঠাৎ ফিশফিশিয়ে ডাক দিল, 'মা...'

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জোনাক। চাঁদকুমার আঙুল দিয়ে ইশারা করল। জোনাক দেখল, একটা লোক ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাথরের দিকে। জোনাক বুঝল আজ তার পরীক্ষার দিন। চোদ্দো বছরে সে সাতবার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। নাহ, একবারও ব্যর্থ হয়নি। একবারও তাকে হারতে হয়নি। জোনাক ফিরে তাকাল চাঁদকুমারের দিকে। চাঁদকুমার শীতল জলে ভরা কলস এগিয়ে দিল মায়ের দিকে। জোনাক মৃদু হাসল। তারপর নিজের কাঁধে কলসটি ঝুলিয়ে নিতেই চাঁদকুমার মায়ের দিকে এগিয়ে দিল বাঁশি।

নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে সূর্যকুমারের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম করল জোনাক। তারপর এগিয়ে গেল খাদের কিনারে থাকা সেই মস্ত বড় পাথরের দিকে।

মা চলে গেলে আবার দাওয়ায় বসল চাঁদকুমার। জানে, একটু পরেই উপত্যকাজুড়ে জেগে উঠবে বাঁশির হৃদয়জুড়ানো সুর। অপার্থিব সুন্দরে ভেসে যাবে এই নির্জন চরাচর। জানে, সূর্যকুমারের দিয়ে যাওয়া বাঁশির সুর থেকে আবার জন্মাবে আর-একজন দুঃখী মানুষের জীবনে ফেরার নতুন এক গল্প।

রং আছে রঙ্গ নেই

নয়ের পাতার পর

কোনওদিনই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিকে হারাতে পারবে না। ওই ছবির মজাই আলাদা।'

ঋতুপর্ণ ঘোষও এই কথা বলতেন। তাঁর ফিল্মিজীবনে দাগ রাখার জন্য গোড়ার দিকেই তাই 'অসুখ' ছবি করেছিলেন। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সেই ছবি বুঝিয়ে দিয়েছিল ঋতুপর্ণ বেশ কিছুদিনের জন্য থাকতে এসেছেন।

'আসলে কী, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিতে ক্রিয়েটিভিটির জায়গা থাকত', বলেছিলেন দীপঙ্কর। ''অজয় কর, দেওজিভাই ক্যামেরা নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করতেন। ছিলেন সুব্রত মিত্র, সৌমেন্দু রায়। এঁরা সামান্য বাজেটের বাংলা সিনেমাকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'তে বেনারসের বাড়ির দৃশ্য নিশ্চয়ই মনে আছে! ওখানেই সুব্রত মিত্র ভারতীয় ছবিতে প্রথম বাউন্স লাইটের ব্যবহার শুরু করেন। অভাবনীয়!''

জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেকআপের এই দৈন্যদশা, উইগ ভয়ংকর, জামাকাপড়ের রং সীমিত। তাহলে ছবিগুলো ওই মাত্রায় যেত কী করে? দীপঙ্কর দে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মেকআপটা কাদের মুখে লাগছে সেটা দেখো! একজন উত্তমকুমার, অন্যজন সুচিত্রা সেন। অভিনয়, পরদা উপস্থিতি, জনপ্রিয়তা আর ওরকম দুটো স্বর্গীয় সুন্দর মুখের জন্য সবকিছু মেকআপ হয়ে যেত। বাংলা ছবিতে ওরকম সুন্দর মুখ আর এল না। আসবেও না।'

একজন পরিচালক ছিলেন। থাকতেন হাজরায়। দমকলের উলটোদিকের মেসে। জীবনের যা ছবি করেছেন সবই সুপারহিট। শুটিং শেষ হলে সেই পরিচালককে দুটো আপেল আর একটা পাঁইট দিতে হত। সেটাই দস্তুর। ভদ্রলোক মেসে ফিরে স্নানটান সেরে আপেল, বোতল, গ্লাস নিয়ে বসতেন। খেতেন আর অপেক্ষা করতেন। কার অপেক্ষা? সেদিন যে-মেয়েটিকে তিনি রাজি করিয়েছেন মেসে গল্প করতে আসার জন্য, তাঁর। পরের দিন শুটিংয়ে গিয়ে তিনি হাসতে-হাসতে বলতেন, 'তুমি বুঝি সত্যি ভেবেছিলে তোমাকে ডেকেছি! হা-হা-হা। আমি তো ইয়ার্কি করেছি। আজ আসবে!' কোনও মেয়ে কোনওদিন আসেননি তাঁর কাছে।

ছবির রং বদলে গেছে, শুধু রঙ্গ গেছে হারিয়ে।

হরনাথ চক্রবর্তী বললেন, 'কালার ছবি কোনওদিনই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিকে হারাতে পারবে না। ওই ছবির মজাই আলাদা।' ঋতুপর্ণ ঘোষও এই কথা বলতেন। তাঁর ফিল্মিজীবনে দাগ রাখার জন্য গোড়ার দিকেই তাই 'অসুখ' ছবি করেছিলেন। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সেই ছবি বুঝিয়ে দিয়েছিল ঋতুপর্ণ বেশ কিছুদিনের জন্য থাকতে এসেছেন।

স্বপ্নের মতো কিছু চরিত্র

নয়ের পাতার পর

সিপিএমের চমকপ্রদ বিজয়ের পর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের তৎকালীন শাসকদলের বিজয় সমাবেশ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস সহ বামেদের সব ডাকসাইটে নেতাই রয়েছেন মঞ্চে, কিন্তু সেদিনের বিজয় উৎসবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক নেতাকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের বাঁধন ভাঙা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই নেতার নাম সুশান্ত ঘোষ, পশ্চিম মেদিনীপুরের সিপিএমের যে ডাকসাইটে নেতা কেশপুর 'পুনর্দখল' করে বামেদের ক্ষমতায় ফেরাকে নিশ্চিত করেছিলেন। ইতিহাসের কী অদ্ভুত সমাপতন দেখুন, পরবর্তীকালে সুশান্ত ঘোষ বারবারই থেকেছেন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে, এমনকি ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা থেকে বামেদের চলে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন তিনি তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রভূমি পশ্চিম মেদিনীপুরেই ফিরতে পারেননি আদালতের নির্দেশে। এটা কি শুধুই ছোট আঙারিয়ায় গণহত্যার অভিযোগ তাড়া করে ফেরার ফল? না আরও বিভিন্ন ঘটনায় স্তালিনীয় রাজনীতিকে অনুকরণের পরিবর্ত ক্রিয়া?

কে না জানে, 'এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ রিঅ্যাকশন'। নিউটনের বলা সেই বিখ্যাত আপ্তবাক্যটি তো ২০০১-এ মেদিনীপুরে বামেদের প্রত্যাবর্তনের নায়ককে পরবর্তী ২ দশক তাড়া করে ফিরেছে এবং হয়তো খলনায়কের 'তকমা' দিয়েছে। আরজি করে এক তরুণী চিকিৎসকের উপর যৌন নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা নিয়ে যখন গোটা বাংলা তোলপাড়, তখন অন্য একদিকে সুশান্ত ঘোষও তো এক ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে বিতর্কের আবর্তে। পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিএমের একদা 'স্ট্রং ম্যান', ক্ষমতা চলে যাওয়ার পরও সেই জেলায় সিপিএমের শেষকথা বলে পরিচিত সুশান্ত ঘোষ কি তাহলে নিজের সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিকে অমলিন রাখতে পারলেন?

সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এবং তিন দশক ধরে যেটুকু সাংবাদিকতার চর্চা করেছি তাতে মনে হয় সমুদ্রের মতো ইতিহাসও সবকিছুকে ফিরিয়ে দেয়। যেমন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'ট্র্যাজিক হিরো' হিসেবে শেষ বিদায়ের পথে কুর্নিশ জানাল। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ কিংবা বিনয় চৌধুরীর মতো চরিত্ররা শুধু তো নিজেদের সাদা পোশাকে দাগ লাগতে দেন না, আসলে নিজেদের ভাবমূর্তি দিয়ে পরবর্তীকালের জন্য 'রোল মডেল' তৈরি করে যান। সমস্যা হয় যখন সেই 'রোল মডেল' ছেড়ে কারও খলনায়কের চাকচিক্যই বেশি ভালো লাগে। এটা আমাদের সমাজ এবং রাজনীতির জন্য আসলে চ্যালেঞ্জ। বলিউডের সেই চালু রসিকতাটার মতো, 'সাদাসিধে হিরো, না গ্ল্যামারাস ভিলেন' কোনটা আপনাকে টানবে সেটা তো ব্যক্তিগত চরিত্র এবং পছন্দ বা অপছন্দের উপর নির্ভর করে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

নয়ের পাতার পর

অ্যাকসেন্ট আছে, আইভি লিগের স্কুল আছে। কিন্তু ওদের বাংলা ভাষা নেই! ওদের 'স্টাডি অ্যাব্রড'-এ পাঠানো যায়। কিন্তু ওরা দাদু দিদা কিংবা ঠাকুরদা ঠাকুমার 'প্যাম্পারিং' পায় না। মেরা পাশ ডলার হ্যায়! তবু আমরা ইচ্ছে থাকলেও যখন-তখন ছুটে গিয়ে অসুস্থ মা বাবার মাথায় হাত রাখতে পারি না। কথায় কথায় ছুটি নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়া বন্ধুদের হাত ধরতে পারি না। 'উঠল বাই কটক যাই' করে কোনও আনন্দোৎসবে হাজির হয়ে আত্মীয়স্বজনকে চমকে দিতে পারি না! শত শত সাদার মাঝে কত কত কালো!

সাদা চোখে ধরা পড়বে শুধুই সাদার সারি! মস্তিষ্ক বলবে, আছে আছে। চটিজুতোয় কিংবা পরিচ্ছদে ব্র্যান্ডের জেল্লা জমক। শপিংয়ে সুগন্ধিতে কত ডমক চমক। আর ভ্যাকেশনে দেশে গেলে রাজার হাল। এক ডলারেই চুরাশি টাকা। কিন্তু যে চোখে এত সাদা লাগে সব, তাতেই তো লেগে থাকে কাজলকালো। তখন সব কেমন যেন কালো কালো ছায়ার মতন! কতকাল পুজোর সময় পাড়ার প্যান্ডেলের পাশের বইয়ের স্টলে বসে আড্ডা দেওয়া হয় না। বিজয়ায় পড়শিদের ঘরে ঘরে ঘুরে নাড়ু মুড়কি খাওয়া হয় না। দোলের দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রংবাজি করা হয় না। কলকাতার বইমেলায় বন্ধুদের পুনর্মিলনে যাওয়া হয় না! সেইসব বন্ধু, দুপুরে যাদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে, মাঝরাতে তাদের বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে বলা যায়, 'চল পানসি শান্তিনিকেতন'! কাজেই হৃদয় তো বলবেই, নেই নেই কোথাও কিচ্ছুটি নেই!

কিন্তু পরবাসে 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ'! কে সুধাবে? সবাই তো চেনাপরিচিত, 'আলাপ আছে' গোছের! সম্পর্ক বলতে কমিউনিটি। আলাদা করে বিশেষ কেউ নেই। কথার কথায় 'বন্ধু' আছে বটে! কিন্তু সেই ঘর আলো করা বন্ধুত্ব আছে কি? আড্ডা বলতে তো পিএনপিসি! বাইরে রাজার সাজ, ভিতরে রাজার অসুখ। 'না ঘরকা না ঘাটকা' প্রবাসীরা জানে, ভিনদেশেতে দরদি নেই! তাহলে 'কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও'! ভাবের ঘরে চুরি করে মুখে আমরা বলি 'বেশ আছি'! কিন্তু সার্কাসের খাঁচাবন্দি সিংহের মতো আমরা মনে মনে ভাবি, 'মন চলো নিজ নিকেতনে'! সুদীর্ঘ বিদেশবাসের পরেও, সেই টানেই আমরা এখনও ডলারকে 'টাকা' বলি। মার্কিন নাগরিক হয়েও বলি 'দেশে যাব'! নিজভূমে পরবাস এমনই এক ধূসরিমা!

এভাবেই আমাদের বয়স বাড়ে। জন্মভূমির সব সম্পর্ক স্মৃতি ও স্বজন চলে যায় 'তারারাও যত আলেকবর্ষ দূরে'। বার্ধক্যের নির্বাসনে আমাদের ইমার্জেন্সি হটলাইন আছে, অ্যাকসেস রাইড আছে, অ্যাসিস্টেড লিভিং আছে, কথা কওয়া রোবট আছে! কিন্তু মানুষ কোথায়? মানুষ আর যন্ত্র তো এক নয়! এমন কালচে কালবেলায় রাজলক্ষ্মী দেবী লেখেন, 'যদিও অনেক লোক আসে যায়, দুটো কথা কয়, তবু মনে মনে জানা রবে, কেউ তারা খোঁজে না আমাকে'।

তবে প্রবাসের পথিমধ্যেও আঁকা থাকে কিছু সাদাকালো জেব্রা ক্রসিং। বিদেশবিভুঁইয়ে কুড়িয়ে পাওয়া জীবনের সাদাখাতায় লেখা থাকে, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো / সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

শ্যামলছায়া

ছোটগল্প

সুস্মিতা সোম
আঁকা : অভি

জীবনের অর্ধশতাব্দী পার করে এসে সজল ভুঁইমালি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি এমনটা শুনতে হবে। এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগে এক অলৌকিক গন্ধভরা সকালে সে বিছানা ছেড়েছিল। তারপর খালি পায়ে সোজা গঙ্গার ধারে। এটা তার বহুদিনের অভ্যাস। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর। যতদূর গেলে বাড়ির ছাউনি আর দেখা যায় না। একা একা অনেকক্ষণ জলের গন্ধ মাটির গন্ধ বুক ভরে নিয়ে তারপর বাড়ি ফেরা। সকালের এই আবেশটুকু খান খান করে দিয়ে গেল ওই শ্যামল ভুঁইমালি- যে কিনা তারই বড় ভাই! কী বলে গেল আমার ছেলে... তার ভালো মন্দ দেখার অধিকার... তাহলে... তাহলে...।

শ্যামল আর সজল দুই ভাইকে নিয়ে বাবা-মা ভূতনি নামের এই জায়গাটিতে এসেছিলেন অনেকদিন আগে। যখন দেশভাগ তাঁদের একেবারে অসহায় করে দিয়েছিল। ভূতনি আদতে গঙ্গার একটি বৃহত্তম চড়া। এই চড়া তখনও খুব একটা জনবহুল হয়ে ওঠেনি। ছোট এক টুকরো জমিকে আশ্রয় করেই শুরু তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। জ্ঞান হয়ে ইস্তক শ্যামল বাবার সাথে সাথে খেতির কাজে। সজল তখন বছর চারেকের ছোট। খাওয়াপরার অভাবটা একটু কমতেই শ্যামল বলেছিল সজলটা একটু লেখাপড়া শিখুক। যা দিনকাল, জোত জমির কাজে আর কতটুকুই বা ভরসা। আজ বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছেন। কিন্তু সজল কথা রেখেছে। একটু একটু করে লেখাপড়া শিখে মানে বিএ, বিএড পাশ করে আজ এই গ্রামেরই প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আজ এই ভূতনি এলাকায় সবাই তাকে চেনে, ডাকে সজল মাস্টার বলে। দুর্মুখেরা বলে অনেক কথাই, কিন্তু সদাহাস্যময় মাস্টারমশাই সেগুলো খ্যাতির বিড়ম্বনা বলেই ধরে নিয়েছে। এই ভূতনির চর, যেখানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাই গোনাগুনতি সেখানে একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হোক না তা প্রাথমিক স্কুল। এই স্কুলের দেওয়াল গাঁথা থেকে শুরু করে শিক্ষক-অশিক্ষক নিয়োগ সবই প্রায় তার একার কাজ, ওসব স্কুল ম্যানেজিং কমিটি অথবা পঞ্চায়েত সুপারিশ সবই শেষপর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছাধীন কাজে পরিণত হয়। এখান থেকে ৩৫ কিমি দূরে শহরের বুকে ছোট ফ্ল্যাটবাড়িও কিনেছে একটা।

বলা যায় না, ৯৮ সালের মতো আবার যদি গঙ্গা রিং বাঁধ ভেঙে অবাধে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে! মেয়ে মল্লিকা মাধ্যমিক পাশ করতেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল তারই স্কুলে সদ্য জয়েন করা এক শিক্ষকের সঙ্গে। চাকরি ছাড়াও ওই ছেলের আছে ডাল, তিসি আর ভুট্টার লোভনীয় অঙ্কের পৈতৃক ব্যবসা। একটি ছেলে ধীমান... সজল মাস্টারের ছকবাঁধা জীবনে বেছক দাবার ঘুঁটি। যে বছর সাধারণ মাস্টারের চাকরি থেকে প্রধান শিক্ষকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হাতে পান সেই বছরই এই ছেলের জন্ম বলে নাম রেখেছিলেন ধীমান। কিন্তু ছেলের লেখাপড়ার মন নেই তেমন। আর হবেই বা কী করে- সারাদিন যত গল্প-গাছালি, গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফুসুর ওই জ্যাঠার সাথে। এখন তো তার বেশিরভাগ সময় কাটে শহরেই। মাঝেমধ্যেই টাকার দরকার হয়। ঠিকাদারির ব্যবসা করছে এই কথা বলে।

সজল মাস্টারের মাথায় কিছু আসে না। কীসের ঠিকাদারি, কেইবা তাকে ঠিকাদারির কাজ দিল, রোজগার কত, ভবিষ্যৎই বা কী- প্রশ্ন অনেক থাকলেও ছেলের উত্তর একটাই, সারাজীবন মাস্টারি করেই কাটালে, এই ভূতনি গাঁয়ের বাইরে তো আর জগৎ দেখলে না, তাই এখন এসব ব্যাপার তোমার মাথায় ঢুকবে না। মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা তাই ছেড়েই দিয়েছে সজল মাস্টার। এখন রোজকার এই ভ্রমণ তার সারাদিনের নির্যাস। শুধু তাই বা কেন, এ তার একরকম জনসংযোগও বটে। যেতে আসতে মহল্লার প্রায় প্রত্যেকেরই খবর নথিভুক্ত করে নেওয়াটাও প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে পড়ে বলেই তার ধারণা। ছড়ানো-ছিটানো বাড়িটার চারপাশে সজল গাছ পুঁতেছে প্রচুর। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে সেইসব গাছের দেখভাল করে এক কাপ চায়ের সুখ পানের সঙ্গে সঙ্গে সেরে নেয় সাংসারিক আরও নানাবিধ খুঁটিনাটি।

ভূতনি তাঁর পৈতৃক ভিটা নয় শ্বশুরবাড়ি। ছায়া যখন সজলের বৌ হয়ে এ গ্রামে পা রাখে তখন গ্রামের মানুষ

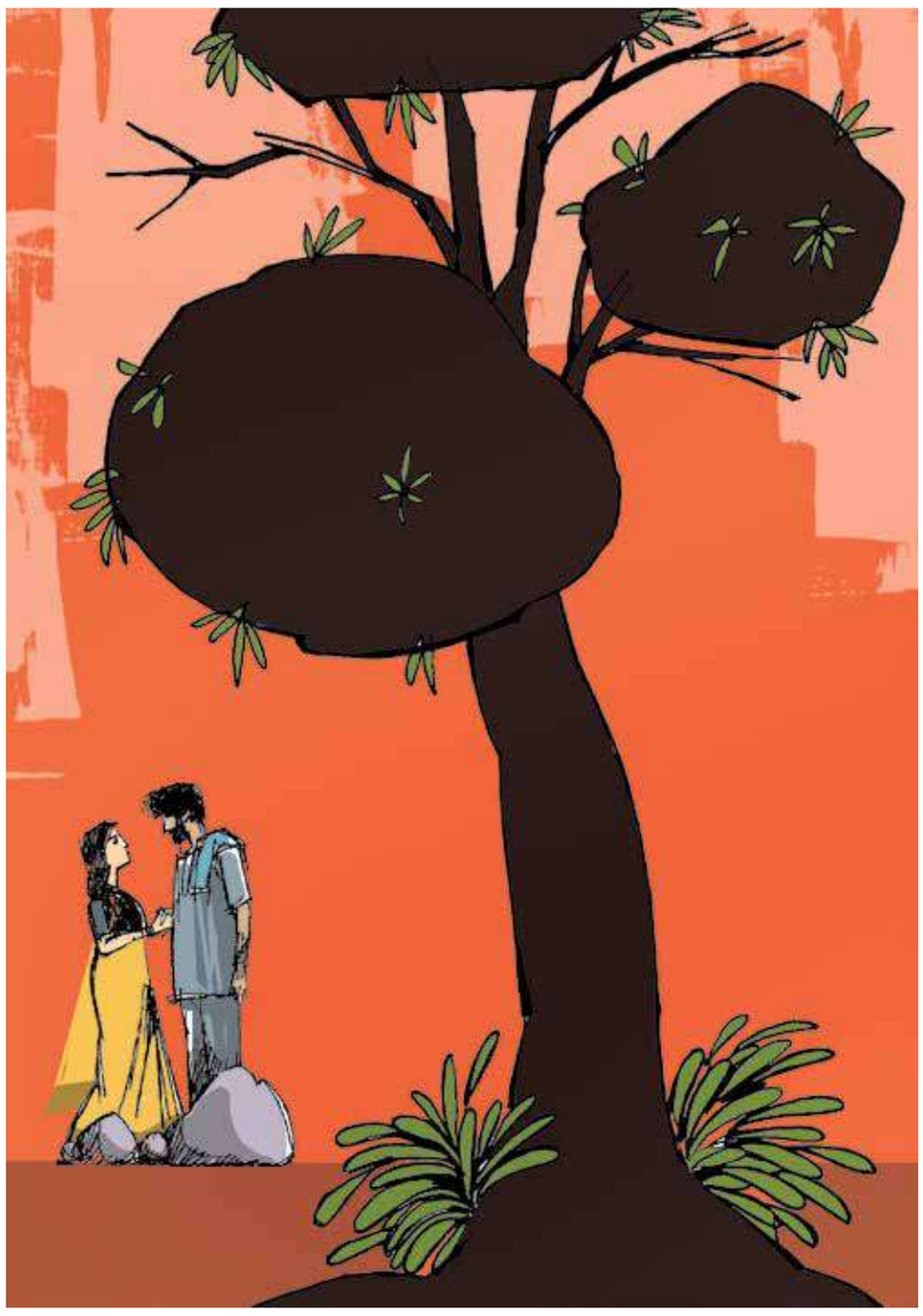

উজাড় হয়ে এসেছিল তাকে দেখতে। কারণ, বিয়ের আগে থেকেই এ মেয়ের খবর রীতিমতো ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। শ্যামল আর সজল- দাদাভাই অন্তঃপ্রাণ এর মধ্যে দেওয়াল তুলে দিয়েছে এই মেয়ে সংসারে প্রবেশের আগেই। দাদার জন্যই মেয়ে দেখতে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সজল। সে কি এখানে- হবিবপুর কানতুর্কায়। প্রায় শ-মাইল দূরত্ব। ঠা ঠা রোদ, অস্নাত, অভুক্ত, পথশ্রমে যাকে বলে হাক্লান্ত। ভাঙাচোরা খেড়ো ঘরের মাটির দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দিল একজন। তারপর কৌতূহলী একজন দুজন করে ছোটখাটো একটা জটলা। এরপর বেশি দেরি হয়নি, চোখের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে লেবুর শরবত নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। নাম বলেছিল ছায়া। পরনে সরু লাল পাড় হলুদ শাড়ি চুল খোলা বোধহয় স্নান করেছে এইমাত্র। কপালে ছোট লাল টিপ। শরবতটা নামিয়ে অভ্যাগতদের সামনে বসল। ঠিক কোন জায়গায় সে আছে, এই অবস্থায় তার আচরণটা ঠিক কী রকমটি হওয়া উচিত, গুছিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল সজল মাস্টারের। মেয়েটির পাশে বসে দাদা নাকি কাকা যা হোক কিছু একটা বলে চলেছে, মাস্টারমশাই এক বর্ণও শুনতে পাচ্ছে না। সে শুধু ভাবছে এই মেয়ে তার দাদার জন্য! যে দাদা গ্রামের বাইরে যায়নি কোনওদিন, খেতির কাজ, গম কলাই আর ভুট্টার হিসাব ছাড়া কিছু বোঝে না, মুষো কালো, সবল পেশি, প্রচুর খাবার আর বেহুঁশ ঘুম- দুর দুর এই মেয়ে ওর হাতে পড়লে...!

তো বাবা পাত্র তাহলে কোন জন, আমাদের এই ছায়ামার তো আর কেউ নেই, আমরাই মানুষ করেছি কোনওরকমে। এখন একটা ভালো ছেলের হাতে পড়ে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেলেই যা হোক...।

সজল মাস্টার ততক্ষণে হিসাব শেষ করে ফেলেছে। বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে বলেছে- 'আমিই এসেছি নিজের জন্য। বাড়িঘর জোত-জমি যা আছে ভবিষ্যৎ অচল হওয়ার মতো নয়, চাকরিও করি একটা ইস্কুলে।' মোটামুটি একেবারে পাকা কথাই দিয়ে ফেলল সজল মাস্টার।

বৃত্তান্ত শুনে গাঁয়ের লোকের মতো শ্যামল ভুঁইমালিও হতবাক। এমন করে কেউ বিশ্বাসভঙ্গ করে! বিশেষ করে আপন ভাই! কিন্তু সজল মাস্টার অনড়, সে কথা দিয়েই এসেছে। - ও কথা দিয়েই এসেছ, এত বড় মুরুব্বি। তা কীসের জোরে এত চাল-চালিয়াতি। দু'পাতা লেখাপড়ার জন্য? চাকরির গরম? এই চাকরির জন্যে মোড়ল নিবারণের হাতে পায়ে কে ধরেছিল শুনি? মাথার উপর এই আস্তানা, দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চিন্দি জোগানে কার মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে শুনি? নিরুত্তর সজল মাস্টার। ছায়া কিছু জানল না। তার অজান্তে অথচ

> শ্যামল আর বিয়ে করেনি। খেতের কাজ নিয়েই থাকে। শুধু ঘটনাচক্রে কখনও এই মেয়েটির মুখোমুখি হলে তার থমকে যাওয়া গতি আর চোখের এলোমেলো দৃষ্টি ছায়াকে যেন একটা দমকা বাতাসের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সজল মাস্টার অবশ্য তাকে সুখেই রেখেছে। খাওয়া পরার কোনও অভাব নেই।

তারই কারণে এই বাড়িতে সে পা দেওয়ার আগেই ছাব্বিশ বছরের ভ্রাতৃত্বের মাঝে উঠল দেওয়াল, জমিতে আল।

এরপর শ্যামল আর বিয়ে করেনি। খেতের কাজ নিয়েই থাকে। শুধু ঘটনাচক্রে কখনও এই মেয়েটির মুখোমুখি হলে তার থমকে যাওয়া গতি আর চোখের এলোমেলো দৃষ্টি ছায়াকে যেন একটা দমকা বাতাসের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সজল মাস্টার অবশ্য তাকে সুখেই রেখেছে। খাওয়া পরার কোনও অভাব নেই। কিন্তু ছায়া টের পায়, মাস্টারের চোখ যেন সব সময় তার গতিবিধির প্রহরায় ব্যস্ত। এখনও দুটি সন্তানের জন্মের পরেও মাস্টার সন্দিহান। কারণ, দাদার এই বিয়ে না করাটা তার মোটেও ভালো লাগেনি। সন্ধের সময় যখন জমি থেকে ফেরে তখন আবার গলা ছেড়ে গান গায়। বেড়ার ওপাশে কুপি জ্বলে ওঠে। ঘোলাটে অন্ধকারে পাকানো ধোঁয়ায় ফুটে ওঠে ভাতের গন্ধ। ছায়া শুধু ভাবে, মানুষটা একা একা কী খায় কী করে কে জানে! যতক্ষণ না দাদা জমিতে যায় সজলের কোনও তাড়া নেই বাড়ি থেকে বেরোনোর। কতদিন ইস্কুল থেকেও বাড়িতে চলে এসেছে কোনও কাজের ছুতো করে।

এই মাস্টারের ছেলে ধীমান কোনও ব্যাপারেই বাপের সঙ্গে মেলে না। না কথায়, না কাজে। এই ছেলে নিয়েই যত জ্বালা, কিছুতেই কোনও কথা শোনে না। সেই ছোটবেলা থেকেই তার যত ভাব ওই জ্যাঠার সঙ্গে। সুযোগ পেলেই ও বাড়ি, নয়তো খেতের কাজে। বাপের মুখ লাল হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে যত অশান্তি বৌয়ের সাথে। ভাতের থালা ফেলে গালাগালি করে, কোনও কোনওদিন হাতও উঠে যায় গায়ে, ছেলে দেখে, তার খারাপ লাগে, বাবার উপর রাগ হয়। আর এইসব কথাই কি দাদার কাছে গল্প করে তার সুপুত্র?

ধীমানের এবার ফাইনাল পরীক্ষা হল। কেমন হল কে জানে অনেকদিন দেখা নেই। খেত থেকে ফিরে শ্যামল দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে থাকে। নিভু নিভু বিড়িটায় বড় বড় দুটো টান মেরে ছুড়ে ফেলে দেয়, কী হল ছেলেটার- শরীর ঠিক আছে তো? ভাইটা আবার যা কঞ্জুস। জ্বর-জ্বালাতে ওষুধ পথ্য করতে চায় না একেবারেই। আজ সন্ধেটাও কেমন যেন। সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। জমির মাটি তৈরি করতে মুনীশদের সাথে পরিশ্রমও হয়েছে অনেক। পরিশ্রম হয়েছে যেন ওই আকাশটারও। সারাদিন ধরে ঝরে ঝরে এখন শেষবেলায় এসে ভেসে বেড়ানো মেঘগুলোকে যেন আর বইতে পারছে না। আসন্ন গর্ভিণীর মতো ধীরে ধীরে চলেছে অন্ধকারের দিকে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা বিড়ির ধোঁয়াটা তার চারপাশেই ঘুরতে লাগল।

অন্ধকারে কে রে? ধীরুভাই নাকি? আয়, আয়, আয়, তোর কথাই ভাবছিলাম, মুখটা শুকনো শুকনো কেন? শরীর-টরীর খারাপ নয় তো? গোঁজ হয়ে বসে থাকা তার আদরের ধীরুর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় শ্যামল।

-কার সাথে ঝগড়া করলি মা না বাবা?

- ও বাড়িতে আমি আর যাব না। তার কোনও কিছুতেই নাকি আমার কোনও অধিকার নেই। ধীরুর জন্য শ্যামলের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে- কেন রে বাবার সাথে ঝগড়া করতে গেলি কেন?

-ঝগড়া কেন করব? আমি শুধু টাকা চাইতে গিয়েছিলাম ট্যাক্টর কিনব বলে। কথা হয়ে আছে, কিস্তিতে শোধ দিলেই হবে। সেকেন্ড হ্যান্ড। বাবা তো এসব কিছুর মধ্যে নেই। কিন্তু তোমার তো বয়স হয়েছে, তুমিই বা গায়ের জোরে আর কতদিন খাটবে? একটা ট্যাক্টর হলে আমিই চালিয়ে দিতে পারতাম। তা ছাড়া কত রোজগার হত বল দেখি? বাবা যত উলটো বোঝে, বলে আমার ঘাম ঝরানো পয়সায় কোনও বড়লোকি চালিয়াতি আমি করতে দেব না। আমার পকেট কেটে উনি চললে জ্যাঠার জমিতে ট্যাক্টর চষতে। রক্তের সম্পর্ক না থাকলে কেউ জ্যাঠার জন্য এমনভাবে হেদিয়ে মরে! সব ষড়যন্ত্র মায়ের আর ছেলের। জমানো টাকা ক'টার দিকে এখন ঘুঘুর চোখ সবার। ছেলেকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব।

শ্যামলের লাঙ্গল ধরা শক্ত কবজিটা কেমন যেন গুলতির মতো পাকিয়ে উঠছিল। টাকা- ক'টা টাকার অজুহাতে নচ্ছার ভাইটা আজ এই কথা বলল! এত বিষ এত জ্বালা মনে মনে পুষে রেখেছে আজও! এর একটা হেস্তনেস্ত না করে সে ছাড়বে না কিছুতেই। কিন্তু ওই যে মেয়েটি- তার সামনে ভাইকে কিছু বলবে? সে হয়তো দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে মনে মনে, না না, সেটা ঠিক হবে না। আবার কিছু না বললেও যে তার শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

ভোর হতেই তাই সে ছুটেছে গঙ্গার ধারে। অস্থির মুঠোর মধ্যে আঙুলগুলো ঘামে আর উত্তেজনায় শক্ত হয়ে উঠছে। হ্যাঁ- ওই তো তার ছোট ভাই মাস্টার সজল। দ্রুত গতিতে এসে একেবারে মুখোমুখি।

কী কী ভেবেছে মাস্টার। ছেলেটি তার ঘরে আছে বলেই যা খুশি তাই বলা যায়। আমি, আমি, এই আমি আজও এখনও বেঁচে আছি। ওর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব তোমার নয়, আমার, জেনে রেখো। হুঃ বৌ রাখতে জানে না, ছেলে মানুষ করতে জানে না, সংসার করার সাধ আছে আঠারো আনা। যে বাপ ছেলেকে ভালোবাসে না, তার আবার শাসন কী! শাসন করতে হয় আমি করব, আজ থেকে ও আমার কাছেই থাকবে। ওর ভালো মন্দ সবকিছু দেখার দায়িত্ব আজ থেকে আমার।

এসব কী বলছে শ্যামল? কী বলবে ভেবে এসেছিল সেগুলো তো বলা হল না। সমস্ত রাত্রির উত্তেজনা আর অস্থিরতা পাক খেয়ে খেয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো এগুলো কী বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে? যন্ত্রণায় টিপটিপ করা কপালটাকে দু'হাতে চেপে ধরে খানিকক্ষণ। তারপর কাঁধের গামছা দিয়ে চোখ মুছে পিছন ফিরতেই দেখে, ছায়া তার দুটি চোখের দৃষ্টি স্থির মেলে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

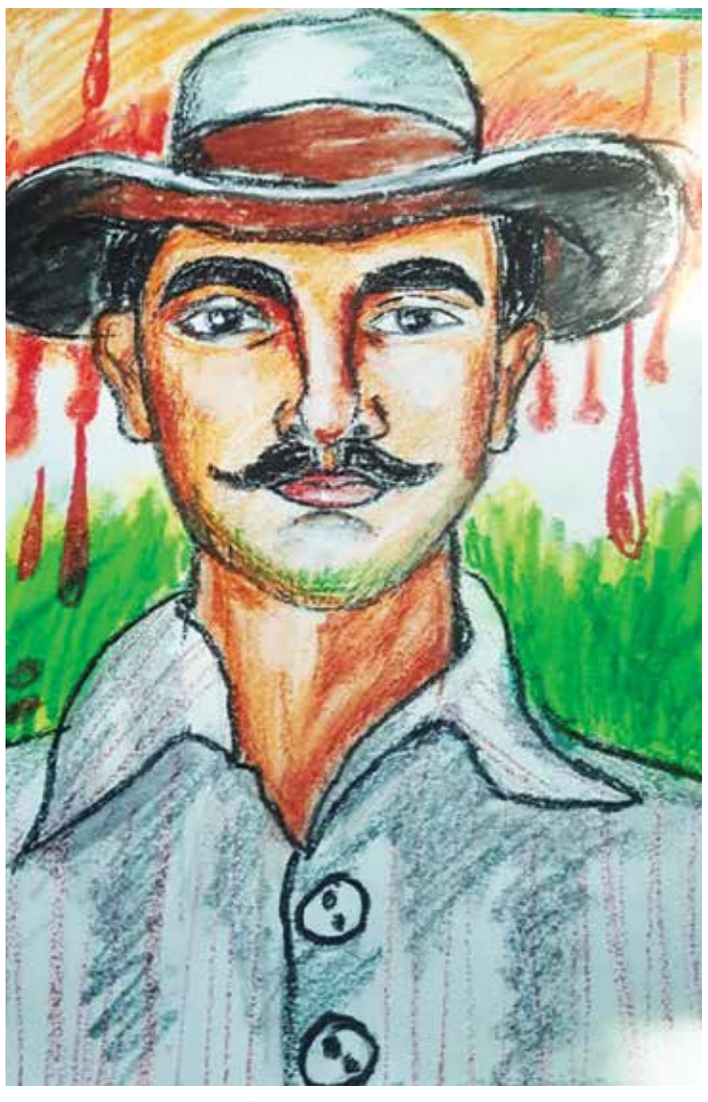

সাম্য কুণ্ডু, ষষ্ঠ শ্রেণি, গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা।

অদ্বিতীয়া দাস, অষ্টম শ্রেণি, রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির (সিবিএসই), কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর।

দিব্যজ্যোতি মণ্ডল, দশম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

সুদেষ্ণা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণি, নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল।

শ্রেষ্ঠা পাল, অষ্টম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়।

বিপাশা সাহা, বিএ প্রথম বর্ষ, মালদা কলেজ।

কবিতা

মেঘমেদুর
গৌতম হাজরা

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তোমার মেঘলা শরীর
মিশে যাচ্ছে ওই বৃষ্টিতেই

এই বৃষ্টির সঙ্গে তোমার সেলফি দেখছি
আমার দোদুল্যমান ঝুলবারান্দায়
শূন্যতার মেঘমেদুর হোয়াটসঅ্যাপে

এখন আমি অনস্ক্রিনে। বৃষ্টি হয়ে ভিজে যাচ্ছি তোমার শরীরে!

উৎসবের লেখা
সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

কবিতার মধ্যে বসে আছে সে, চুলে আঙুল চালাচ্ছে
কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছে একদিন পৃথিবীরও দিন ছিল
আমি হাঁ হয়ে আছি, জীবন এমন স্তম্ভিত করে মাঝে মাঝে
কিছু প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল, মানুষের ছেঁড়া বুকের পাশে
নক্ষত্র শুয়ে থাকে, লজ্জায় চোখে চোখ রাখতে পারে না।
তারপর সবকিছু শেষ হতে হতেও হয় না,
সাইকেলে বহুদূর যাওয়া হয়, নীলপাখি, কালোপাখি
সমুদ্র থেকে ভ্রমর পর্যন্ত। সবাই খারাপ থাকে, ভালো থাকে
বর্ষা ফুরিয়ে গেলে শরতের পুরোনো সকালে
শিউলি ফুটে ওঠে কখনো-সখনো...

কাছাকাছি
সুব্রতা ঘোষ রায়

বুঝিনি তুমি ছিলে আমারই কাছাকাছি,
খুঁজেছি কত রাত দিন ধরে...
খুঁজেছি পথে পথে... অচেনা প্রান্তরে-
অজানা নগরে ও বন্দরে।

নৌকো ছিঁড়ে কাছি, হলুদ নদী জল...
উজিয়ে চলে নামহীন দেশে-
ভেবেছি হয়তো বা তোমার দেখা পাব-
সেখানে অস্থির দিনশেষে!

ক্লান্ত রাত নামে, তবু কি চলা থামে?
আকাশ যদি কারো সন্ধানে...
কখনো চিঠি লেখে যদি বা নীল খামে-
সে চিঠি লেখা হবে কার নামে?

এমনি করে কত দিন যে চলে যায়...
রাতের পাখি ফেরে ডানা মেলে-
আমিও ফিরে দেখি আমারই উঠোনেই
দাঁড়িয়ে আছ তুমি সব ফেলে...

আমাদের জীবন
অসীমকুমার দাস

কখনো-সখনো সাইকেল -পক্ষীরাজ ঘোড়া কেননা ওটা ছিল বাবার
যেদিন ছুটি থাকত সেইদিন ছিল সাতশো মজা হাজার খুশির হাওয়া
তখনও পৃথিবীতে মোবাইল আসেনি -
সাধারণ জামাকাপড়েই আনন্দে ভরে থাকত
রেল রাস্তা পাকা সড়ক তখনও এত সুলভ হয়ে ওঠেনি
তখনও গোরুর গাড়ি পথ পাড়ি দিত মাল বোঝাই
অস্তসূর্যের ম্রিয়মাণ আলোয় - সন্ধ্যার আঁধার নামতে না নামতেই
মুখ গুঁজে শব্দের অরণ্যে ঘুমিয়ে পড়া তখন ছিল স্বাভাবিক
বাবার কানমলা খেয়ে ধড়মড় করে জেগে ওঠাও ছিল নিত্য ঘটনা

এখন বাবার কানমলা সহজলভ্য নয় বরং হাতে পায়ে মগজে অন্য আলো অন্য স্পন্দন
সড়কে মহাসড়কে অফিসে আদালতে
অন্য জানালা অন্য দরোজা –
যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন তেমন চোখ তেমন তেমন হাত তেমন মগজ

আমাদের শহর আমাদের গ্রাম আমাদের নদী আমাদের পাহাড়
আমাদের সমুদ্র আমাদের বোধ
আমাদের অভ্যাস আমাদের চিকিৎসা
আমাদের বাণিজ্য আমাদের দেশ
আমাদের পৃথিবী আমাদের বিশ্ব
সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র
আমাদের আকাশ আমাদের দিগন্ত
যার যা চাই দুয়ারে হাজির –
শুধু পৃথিবীতে কারও জন্যে হিরে আর কারও জন্যে শুধুই প্রস্তরখণ্ড!

মুঠো
মৃড়নাথ চক্রবর্তী

হাতের মুঠো শিথিল হয়ে আসছে বুঝতে পারি।
আঁকড়ে ধরে রাখা ঘাম, জমিয়ে রাখা ঘাম
পিছলে বেরিয়ে যায় একটু একটু করে।
মাথার শিরা-উপশিরা ফুলে ওঠে
মুঠো ছুড়ে মারি দেওয়ালের গায়ে।
থ্যাঁতলানো হাতের ওপর পোকা বসে।
তবু হাত মেলে ধরতে কীসের জন্য যেন
ভয় ভয় করে।

ফসলের সুখ সংবাদ
দীপান্বিতা রায় সরকার

সেখানে কি অনুকূল বাস?
সেচ আর যত্নে কে রাখে?
আদরের সে চাষবাস
আজকাল রাখা কার হাতে?

আজ এই বর্ষণ মাসে,
হাত সে কি ভরসার মতো?
দ্রুত লয়ে কেটে দেয় আল
যখন সে মেঘ হয় নত?

ফসলের উন্মনা ক্ষণ
দুধ ধান গর্ভিণী বুকে,
আগামীর আপ্লুত ডাক
পটু হাত ঝঞ্ঝাকে রুখে?

তবে আজ বোনা হোক গান,
ফসলের সুখ সংবাদে।
আমাদের প্রিয় চাষবাস
গচ্ছিত ভরসার হাতে।

স্রোতে নয় সংবাদে ভাসি
প্রতাপ সিংহ

এই আমাদের একটা দোষ,
স্রোত যেদিকে ধাবিত হয়
আমরাও সেদিকে দৌড়ই,
স্রোতটা ঘোলা জলের, নাকি
শুদ্ধ জলের ভেবেও দেখি না।
আমাদের বড় দোষ, আমরা
স্রোতের বিপরীতে যাই না,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে স্রোতে
ভেসে থাকি, আমাদের বিবেচনাবোধ
সম্ভবত হারিয়ে ফেলেছি।

এখন আবার একটা নতুন খেলা
শুরু হয়েছে, সংবাদের হুজুগ–
সংবাদ ভুল না ঠিক বিচার করি না,
সংবাদ মেখে ভাত খাই
সংবাদের মধ্যেই দিনযাপন করি।
মোদ্দা কথা হল, এখন চারপাশে
সংবাদের ঘনঘটা, সংবাদের
ফেনিল ঢেউয়ে ভেসে থাকি,
শুধু স্রোতে নয়, সংবাদের আবর্তে
হাবুডুবু খাই!

সপ্তাহের সেরা ছবি

তৈলাক্ত গাছে ওঠার অঙ্ক। খেলাটার নাম পাঞ্জাত পিনাং। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে চলে এই খেলা। ৭ মিটার লম্বা গাছে ওঠার জন্য পড়ে লাইন। গাছের ওপরই থাকে পুরস্কার।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

ঢাকা ধামরাইয়ের যশোমাধব

পূর্বা সেনগুপ্ত

বাংলার দেশবিভাগ কেবলমাত্র পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করেনি, গৃহদেবতাকেও বাস্তুচ্যুত করেছিল। গৃহহারা মানুষের হাহাকারে শামিল হয়েছিলেন গৃহদেবতা। কোনও পরিবার গৃহদেবতাকে সঙ্গী করেই অজানার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। এতটুকু বাসা রচনা করে তার এককোণে স্থান পেয়েছিলেন গৃহদেবতা। প্রাচীন বৃক্ষের বীজের মতো! শুধু শিকড়ের অংশটুকু জেগে থাকা আর সবকিছুই অতীত, হারিয়ে গিয়েছে দেশবিভাগের স্রোতে। এই চলমানতা আর নতুন করে বাঁচার মধ্যে গৃহদেবতার অবস্থিতি এক এক পরিবারে এক এক রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

কোনও কোনও পরিবারে দেবতা এপার বাংলা-ওপার বাংলা দুই দেশে আজও সমানভাবে পূজিত। যদিও পরিবার এক বাংলাতেই বাস করেন তবু পূর্ব বাংলা থেকে মুছে যাননি সেই গৃহদেবতা। ঢাকার বহু প্রাচীন বনেদি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার 'রায়মৌলিক'-দের গৃহদেবতা 'শ্রীশ্রী যশোমাধবজিউ' এরকমই একটি উদাহরণ।

সে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের কাহিনী। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের কাছে ধামরাই নামে একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল আজও আছে-তখনও ছিল। এই অঞ্চলে এক ভাদুড়ি পরিবারের বাস। মোগল সম্রাট আকবর তখন দিল্লির সিংহাসনে রাজত্ব করছেন। এই সময় এই ভাদুড়ি পরিবারের জনৈক যদুনাথ ভাদুড়ি মোগল সম্রাটের সৈন্যদলে উঁচু পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন।

এই সময় সম্রাটের ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্যই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক তিনি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে যদুনাথের পরিবর্তে তাঁর নাম হল জালালুদ্দিন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁকে পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। তিনি পরিবার থেকে পৃথক হয়ে গেলেও এটি অনুমান করা যায়, এ ঘটনাতে নিশ্চয়ই পরিবারের উপর সামাজিক চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সম্রাট আকবর এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে সম্রাটের দরবারে মাত্র 'এক' টাকা খাজনা দেওয়ার শর্তে ঢাকা ধামরাইতে একটি জমিদারি প্রদান করেন। এক টাকা 'দেয়' এই শর্তেতে জমিদারি প্রদত্ত হয়েছিল বলে এই পরিবার 'এক টাকিয়ার জমিদার' নামে খ্যাত হয়। এর সঙ্গে এই ভাদুড়ি পরিবার সম্রাটের কাছ থেকে 'রায়মৌলিক' পদবি লাভ করেন। এইভাবে ধামরাই-এর একটাকিয়ার জমিদার রায়মৌলিক পরিবারের সৃষ্টি।

পর্ব - ১০

এই পরিবারের জমিদার রামজীবন রায়মৌলিকের সময় পরিবারে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত হন। এই গৃহদেবতা লাভের ঘটনাটি চমকপ্রদ।

কোনও একদিন জমিদার রামজীবন রায়মৌলিক জমিদারির কাজে যাচ্ছিলেন হাতির পিঠে চেপে। পথে যেতে যেতে কোনও একটি স্থানে বারংবার হাতিটি দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। তিনি কোনওমতেই স্থানটি থেকে অগ্রসর হতে পারেন না। হাতির এই অদ্ভুত ব্যবহারের কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না রামজীবন। কিন্তু সেদিনই তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন মাটির তলায় আমি রয়েছি নীলমাধব রূপে। আমাকে তুলে পূজা কর।

রামজীবন মাটির তলা থেকে মূর্তি পেয়েছিলেন না শালগ্রামশিলা পেয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু যে মূর্তিতে এখন তিনি গৃহদেবতা রূপে পূজিত হন সেটি নিমকাঠের তৈরি অপূর্ব নারায়ণ মূর্তি। এই মূর্তিটির বিশেষত্ব, মূর্তিটি বিষ্ণুর অন্য মূর্তিগুলি থেকে দেখতে বেশ স্বতন্ত্র। তাঁর গাত্রবর্ণ অদ্ভুত নীল। শুধু নারায়ণ নন, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতীমূর্তিও পাশে পূজিত হন। মূর্তি নারায়ণের হলেও তিনি 'শ্রীজগন্নাথ দেব' রূপে পূজিত হন। তাঁর নাম 'যশোমাধব'। বিগ্রহের নামকরণ দেখে মনে হয় রামজীবন রায়মৌলিক মাটি থেকে মূর্তিটিই খুঁড়ে পেয়েছিলেন। কারণ যদি তিনি শালগ্রাম শিলা লাভ করতেন তা হলে সেই শিলার ধরন ও আকৃতি অনুযায়ী একটি নামকরণ হত। 'যশোমাধব' কখনও কোনও শালগ্রাম শিলার নাম হতে পারে না। তাই রামজীবন যে কাঠের মূর্তিই পেয়েছিলেন এবং তাঁর নীলমাধব রূপটি দেখে জগন্নাথদেবের মতোই পূজা শুরু করেছিলেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যেহেতু এই পরিবার স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন সেইজন্য সমস্ত এলাকাতে যশোমাধবের নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত এই পরিবার এই বিগ্রহকে নিয়ে রথযাত্রাটি অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে পালন করতেন। কারণ জগন্নাথদেবের একটি প্রধান উৎসব হল রথ। এই রথযাত্রায় বিরাট মেলার সূচনা হয়।

রামজীবন ঠিক কোন সময়ে গৃহদেবতা লাভ করেছিলেন ও কোন সময়ে এই দেবতাকে নিয়ে জনপ্রিয় উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তার নির্দিষ্ট তথ্য আমরা পাইনি। তবে জমিদার পরিবারের প্রভাবের জন্যই হোক আর যশোমাধবের জন্যই হোক এই দেবতা ধীরে ধীরে স্থানীয় দেবতায় পরিণত হতে থাকেন। রথে সমস্ত ধামরাই, ঢাকা অঞ্চল উৎসবে যোগ দেয়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হল দেশবিভাগের পর এই পরিবার পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন কিন্তু দেবতা রয়ে যান পূর্ববঙ্গে। আজও ঢাকা, ধামরাই অঞ্চলে যশোমাধবকে নিয়ে অতি সমারোহে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বসে বিরাট মেলা। যশোমাধবকে কেন্দ্র করে ধামরাইয়ে রথযাত্রা ও মেলা বিশেষ বিখ্যাত কারণ আজও নাকি এই মেলায় খুব ভালো কাঁসার বাসন কিনতে পাওয়া যায়। মেলাটির এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি কেন গড়ে উঠল তার কোনও কারণ জানতে পারা যায়নি।

১৯৮৪-'৮৫ সালে এই পরিবারের পরেশচন্দ্র রায়মৌলিক স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। পরেশচন্দ্র এমনিতেই সাধক স্বভাবের ছিলেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবুও তিনি নিজে ছিলেন মাতৃসাধক। বিশেষত তারা মায়ের সাধক। তাঁর জীবন আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় তিনি ছিলেন একজন তান্ত্রিক কৌল। সিদ্ধাই ছিল তাঁর, এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় কুষ্ঠর মতো রোগ সারাতে সক্ষম ছিলেন তিনি। এই পরেশচন্দ্র মৌলিক স্বপ্নাদেশ লাভ করে ঢাকা ধামরাইতে যান ও নীলমাধবের প্রতিভূ যে নারায়ণ শিলা তাঁকে লুকিয়ে নিয়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। পরেশচন্দ্র অধুনা বেলগাছিয়ার রেলকলোনিতে থাকতেন, তিনি সেখানেই শ্রীযশোমাধবের সুন্দর মূর্তি তৈরি করেন। এই মূর্তি পূর্ববঙ্গে ধামরাইতে পূজিত মূর্তিরই অনুরূপ। এর সঙ্গে তিনি

এই মূর্তিটির বিশেষত্ব, মূর্তিটি বিষ্ণুর অন্য মূর্তিগুলি থেকে দেখতে বেশ স্বতন্ত্র। তাঁর গাত্রবর্ণ অদ্ভুত নীল। শুধু নারায়ণ নন, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতীমূর্তিও পাশে পূজিত হন। মূর্তি নারায়ণের হলেও তিনি 'শ্রীজগন্নাথ দেব' রূপে পূজিত হন। তাঁর নাম 'যশোমাধব'। বিগ্রহের নামকরণ দেখে মনে হয় রামজীবন রায়মৌলিক মাটি থেকে মূর্তিটিই খুঁড়ে পেয়েছিলেন।

তারা মা ও ভৈরবের মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম 'শ্রী তারাশঙ্করী পীঠ'। অর্থাৎ একই মন্দিরে গৃহদেবতা ও তারা মা সাধিত হচ্ছেন। এই মন্দির এখন আর গৃহদেবতার উপাসনার স্থল নয়, কারণ সেই পরিবারের সদস্যগণ এপার বাংলায় এসে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে যোগসূত্র খুব ক্ষীণ, তাই এই মন্দির পরেশচন্দ্রের পুত্র, এই রায়মৌলিক পরিবারের সদস্য কর্তৃক পরিচালিত ও পূজিত হলেও তা নতুন রূপ লাভ করেছে।

পরিবারের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহদেবতাও তাঁর অবস্থানের রূপ পালটেছেন। পরেশচন্দ্র শৈব সাধকরূপে 'শ্রী কালভৈরবের' পূজারি ছিলেন। বেলগাছিয়ায় তাঁর তারাশঙ্করী পীঠের মন্দিরে আছেন তাঁরই আশ্চর্য মূর্তি। মন্দিরের গর্ভগৃহ অন্ধকার, ছায়াময় - সেখানে জ্বলে নিত্য যজ্ঞধুনির অগ্নি। তন্ত্রমতে পূজা হয় মা তারার। মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্রীমাধবের অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। তার দুই পাশে মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতী। পরেশচন্দ্র সাধক ছিলেন, তাঁর কিছু অনুরাগী শিষ্য ছিল। তাই এই বাংলাতেও গৃহদেবতা যশোমাধবের মহাসমারোহে রথযাত্রা পালিত হয়। বেলগাছিয়া থেকে শ্রীযশোমাধবের রথ মহাসমারোহে হাতিবাগানে এক শিষ্যবাড়িতে আসে। এই শিষ্যবাড়িকে বলা হয় মাধববাড়ি। এই দেবতা আসেন বিচিত্র মিছিল করে। হাতিবাগানের মাসির বাড়িতে সাতদিন থাকেন যশোমাধব, এই সাতদিন পূজাপাঠ, কীর্তন, যাত্রা ইত্যাদি উৎসব উদযাপিত হয়। রায়মৌলিক পরিবারের সদস্যরাও ওই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সাতদিন পর 'শ্রীযশোমাধব' আবার ফিরে আসেন বেলগাছিয়ার মন্দিরে।

(ঢাকা ধামরাই-এর রায়মৌলিক পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ অমিয়ভূষণ রায়মৌলিকের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে লিখিত। নিবাস - শ্যামনগর, নোয়াপাড়া, ২৪ পরগনা)।

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি ৩৪°
বাগডোগরা ৩৪°
ইসলামপুর ৩৪°

আমার শহর ১৩

13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ অগাস্ট ২০২৪ S

KAVYA PHARMACY CHEMIST & DRUGGIST
UPTO 22% Discount on Medicine
FREE HOME DELIVERY *On Medicine*
CONTACT US 98831-62452
HAIDER PARA, NEAR MARKET COMPLEX, SILIGURI
99.99% Medicine Available Here

খারাপ রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতে সমস্যা

মেয়রকে নালিশ খুদে পড়ুয়ার

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে ফোন করে বাড়ির সামনের রাস্তা মেরামতের আবেদন জানাল বেসরকারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সিধু। শনিবার মেয়রকে সে বলে, 'খারাপ রাস্তার জন্যে স্কুলে যেতে সমস্যা হয়।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই পড়ুয়ার অভিযোগ শুনেই দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র গৌতম দেব।

এদিন 'টক টু মেয়র'-এ একাধিক খারাপ রাস্তা, পানীয় জলের সমস্যা, অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ফোন আসে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার ফোন পেয়ে আপ্লুত মেয়র। ফোন আসার পরই মেয়র তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কোন ক্লাসে পড়ে? কোন স্কুলে পড়ে? কোথায় থাকে? এরপর সিধুর কথা শোনেন তিনি। তখনই সিধু তার অভিযোগ মেয়রকে জানায়। তার সমস্যা শোনার পর দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র। বিষয়টি নিয়ে নিজের ফেসবুক পেজেও পোস্ট করেছেন গৌতম।

দেহ উদ্ধার

বাগডোগরা, ১৭ অগাস্ট : মাটিগাড়ায় চামটা নদী থেকে শনিবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। নদীতে দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

কনভেনশন

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : হকারদের পুনর্বাসনের দাবিতে জিটিএস ক্লাবে শনিবার একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ১১ সেপ্টেম্বর হকারদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযানের কথা জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন আইএফটিইউয়ের সদস্য আশিস দাসগুপ্ত, সিটুর সদস্য মদন পান্ডে প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন দার্জিলিং জেলা কমিটি (সমতল)-র উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে সাতজন মহিলা সহ মোট ৭৫ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষ, কর্মচারী সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সভানেত্রী বন্দনা বাগচী প্রমুখ।

মন্দির উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নতুনপাড়ায় শনিবার দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরের উদ্বোধন হল। এই মন্দিরে রয়েছে শিব এবং ব্রহ্মার মূর্তি। বিশ্বনাথ আগরওয়াল এবং সীতাদেবী আগরওয়ালের স্মৃতির উদ্দেশে ছেলে ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, সঞ্জয় টিক্রুয়াল এবং নাতি আয়ুস টিক্রুয়াল এই মন্দির তৈরি করেছেন।

রংতুলিতে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ। শনিবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

আজ ফের রাত দখল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : মহিলাদের রাত দখলের ডাকে গত বুধবার শামিল হয়েছিল শহর শিলিগুড়ি। তবে, এক রাতেই থেমে থাকছে না প্রতিবাদ। আরজি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আবার শহরের রাজপথে নামছেন মহিলারা। তবে, আগেরবার যাঁরা রাত দখলের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁরা এই কর্মসূচিতে থাকছেন না। ওইদিনের মিছিলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সমাজসেবী কোয়েল রায়। তবে তিনি বলছেন, 'ধর্ষণের বিরুদ্ধে যে কোনও আন্দোলনেই আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে যে কোনও দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকতে চাই। এরকম একটা জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতেই হবে।'

অস্বচ্ছ আহ্বান

- রবিবার রাত নয়টায় বাঘা যতীন পার্ক থেকে মশাল মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে
- লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার নামে একটি সংগঠন সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ডাক দিয়েছে
- সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট হুহু করে ছড়াতে শুরু করলে শহরে প্রস্তুতি শুরু হয়
- কর্মসূচিটি অরাজনৈতিক নাকি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়

রবিবার রাত নয়টায় বাঘা যতীন পার্ক থেকে মশাল মিছিলের বার্তা এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার নামে একটি সংগঠনের নাম লেখা হয়েছে পোস্টটিতে। তারপর থেকেই হুহু করে ছড়াতে শুরু করে পোস্টটি। মিছিলটি অরাজনৈতিক নাকি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা পিউ সরকার বলছেন, 'বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই প্রতিবাদ চালিয়ে যাব। শহরের মহিলাদের আমরা আবেদন করছি, যাতে সবাই তাতে যোগদান করেন।'

শনিবার আবার বাঘা যতীন পার্কে রংতুলির মাধ্যমে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন চিত্রশিল্পীরা। কেউ এঁকেছেন 'ভাতা নয়, বিচার চাই'। আবার কেউ রংতুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন সুস্থ মানসিকতার ছবি। বাঘা যতীন পার্কের সামনে এই কর্মসূচিতে সঞ্জয় দে বলেন, 'আমরা শিল্পীরা ছবির মাধ্যমে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছি। দ্রুত এই ঘটনার বিচার না মিললে আমরা আরও বড় প্রতিবাদ জানাব।' এদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিভিন্ন রকমের সামাজিক বার্তা দিয়ে প্রতিবাদ জানান চিত্রশিল্পীরা। চিত্রশিল্পী তস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'নিজে মেয়ের মা। তাই এই ঘটনায় মেয়েহারা মায়ের কষ্ট খুব ভালো করে বুঝতে পারছি। নারীরা যাতে নিরাপদে থাকে এবং ধর্ষকের যাতে চরমতম শাস্তি হয়, রংতুলির মাধ্যমে সেই দাবি জানাচ্ছি।'

প্রথম দফায় রাত দখলের প্রতিবাদে চিকিৎসক, শিক্ষিকা, উকিল থেকে বিভিন্ন পেশার মানুষকে শহরে গলা ফাটাতে দেখা গেলেও দ্বিতীয় দফায় কি জনসমুদ্র তৈরি হবে? তা অবশ্য রবিবার রাতে বোঝা যাবে।

জলসায় মাতল শহর, প্রতিবাদে প্রতিবেশী

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিবাদ হলেও শিলিগুড়িতে শান্তিপূর্ণভাবেই দীনবন্ধু মঞ্চের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শেষ হয়েছে প্রথম দিনের সরকারি গানের জলসা শ্রদ্ধাঞ্জলি। যেখানে আরজি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া এবং ঘটনার বিচার চেয়ে উত্তাল রাজ্য, সেই জায়গায় এই ধরনের অনুষ্ঠান মন থেকে মেনে নিতে পারেননি একাংশ লেখক, শিল্পীরা। 'জলসা চাই না, বিচার চাই' এই দাবি তোলায় শনিবার জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলাকেন্দ্রের সামনে তাঁদের আটক করা হয়। কলাকেন্দ্রের গেটের সামনে এই দাবি উঠতেই পুলিশ তাঁদের আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। পরে থানা থেকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতে তেমন কিছু ঘটেনি। তবে প্রতিবাদ হয়েছে শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায়। বরং এদিন প্রেক্ষাগৃহে পূর্ণ শ্রোতা নিয়েই চলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান।

এদিন দীনবন্ধু মঞ্চে প্রবাদপ্রতিম শিল্পী শচীন দেববর্মন, শ্যামল মিত্র ও রাহুল দেববর্মনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে 'যেতে যেতে পথে হল দেরি','এত কাছে দুজনে প্রেম ভরা যৌবনে' গানের মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করলেন সংগীতশিল্পী রূপঙ্কর বাগচী, জোজো। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌমিত্র রায়, অঙ্কনকুমার শীল, দীপ চক্রবর্তী, সুজয় ভৌমিক সহ অন্য শিল্পীরা।

দুই মত

- আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে রাত জাগছেন মেয়েরা, সেই মুহূর্তে এই জলসা কাম্য নয়
- বহিরাগত শিল্পীদের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হলে অনুষ্ঠান সুন্দর ও শোভন হত

এই অনুষ্ঠান নিয়ে জলপাইগুড়িতে যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁদের এক পক্ষের বক্তব্য হল গোটা রাজ্যজুড়ে যেখানে শোকের আবহ, বিচার চেয়ে রাত জাগছেন মেয়েরা, সেই মুহূর্তে এই জলসা কাম্য নয়। অন্য পক্ষের বক্তব্য ছিল বহিরাগত শিল্পীদের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান করবার সুযোগ দেওয়া হলে অনুষ্ঠান সবদিক থেকে সুন্দর ও শোভন হত।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দু'দিন এই অনুষ্ঠান করবে। রবিবার শেষ দিনের অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার ও মান্না দে'র শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, তথাগত সেনগুপ্ত।

এদিন শ্রোতাদের উপস্থিতিতে খুশি হয়ে অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর বাসুদেব ঘোষ বলেন,'অনেক শ্রোতা এসেছেন। বৃষ্টি না হলে আরও শ্রোতা হত। রবিবারের অনুষ্ঠানে আরও অনেক শ্রোতা হবে বলে আশা করছি।'

বাগডোগরায় প্রতিবাদ মিছিল।

মিছিল

বাগডোগরা, ১৭ অগাস্ট : আরজি করে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে শনিবার সন্ধ্যায় মিছিল করল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং এআইডিডব্লিউএ। এদিন মিছিলটি বাগডোগরা বিহার মোড় থেকে শুরু হয়ে এশিয়ান হাইওয়ে পরিক্রমা করে।

তৃণমূলের মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো হল। আশিঘর থেকে কানকাটা মোড় দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত এই মিছিল হয়।

'অনুমতি নিয়ে' অবৈধ নির্মাণ ব্যবসায়ীর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ অগাস্ট : প্রশাসনিক মদতে ইসলামপুর শহরের রাজ্য সড়কের পাশে অবৈধ নির্মাণ! ব্যবসায়ীর অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রশাসনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাইস্কুল মোড়ে সরকারি জমির উপর ১৬ এমএম রড দিয়ে পাকাপাকিভাবে নির্মাণকাজ করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যবসায়ী রাজা বিশ্বাসের মন্তব্য, 'পুর চেয়ারম্যান ও পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের অনুমতি নিয়েই নির্মাণকাজ শুরু করেছি।' তাঁর অভিযোগ, 'যাঁদের অনুমতি নিয়ে নির্মাণ শুরু করেছি, প্রশাসনের চাপে তাঁরাই এখন কাজ বন্ধ রাখতে বলছেন। এর ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হব। তার খেসারত কে দেবে?'

ইসলামপুরে ব্যবসায়ীর এই নির্মাণ ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করছেন, 'অবৈধ নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই। ওই ব্যবসায়ী মিথ্যা বলছেন।' এনিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন ওই ব্যবসায়ী। আজ পর্যন্ত সরকারি জমিতে এই ধরনের পাকা নির্মাণ করার অনুমতি কাউকেই দিইনি।' মহকুমা শাসক আব্দুল শাহিদের বক্তব্য, 'অবৈধ নির্মাণ হয়ে থাকলে সেটি ভেঙে দেওয়া হবে।' তিনি জানান, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি দেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'হাইড্রেন জবরদখল করা ২০০ জন দোকানদার আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা নিজে থেকে সরে না গেলে, সমস্ত জবরদখল উচ্ছেদ করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর থেকেই জবরদখল সরাতে রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছিল। ইসলামপুর শহরেও হকারদের সমীক্ষার কাজ যৌথভাবে শুরু করেছে পুরসভা ও প্রশাসন। রাজ্য সড়কের দু'পাশের হাইড্রেন জবরদখল উচ্ছেদ নিয়েও ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে হাইস্কুল মোড়ের অবৈধ নির্মাণ ও দোকান মালিকের অভিযোগ বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায়, একাধিক পিলার তৈরি করা হয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বড় মাপের পাকা নির্মাণের জন্য ভিত তৈরি হয়েছে। আশপাশের দোকানদারদের অনেকেই বলেছেন, 'তিনতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।'

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, সরকারি জমিতে উচ্ছেদ নিয়ে প্রশাসন যখন আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছে, সেই মুহূর্তেই কীভাবে অবৈধ নির্মাণ গজিয়ে উঠছে?

গৌতমের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন শংকরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : এবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের কর্মদক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হয়েও গৌতম দেব দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনও উন্নয়নই করতে পারেননি বলে দাবি বিধায়কের। পালটা মেয়র মনে করিয়ে দিয়েছেন, জেলা হাসপাতাল কেন্দ্রের কায়াকল্পে দু'বছর ধরে প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে। আর এই সময়কালে তিনিই এই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। পাশাপাশি বিধায়কের দল পরিবর্তন নিয়েও কটাক্ষ করেছেন গৌতম।

শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'গৌতমবাবু হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান। হাতজোড় করে ওঁর কাছে বলতে চাই, নিউরো সার্জন ফিরিয়ে আনুন। আপনি তো উত্তরবঙ্গের এত বড় নেতা। সামলাতে না পারলে আপনি এত দপ্তরের দায়িত্ব নেন কেন। আপনার কর্মদক্ষতা নেই। কী পাচ্ছে শহর, কী পাচ্ছে মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল।' মেয়র পালটা বলছেন, 'কায়াকল্পে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আমরা এবছর যৌথ প্রথম। গত বছরও প্রথম ছিলাম। আমি চেয়ারম্যান থাকাকালীনই এটা হয়েছে। ওর সব কথার উত্তর দিতে চাই না আমি। ওর যা মনে হয়েছে বলেছে।'

আইএমএ'র ডাকে শনিবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কর্মবিরতি পালন করছিলেন চিকিৎসকরা। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে সকালে সেখানে গিয়েছিলেন শংকর। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর মেডিকেল ও জেলা হাসপাতালের পরিষেবা, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। গৌতম দেব দুই হাসপাতালের রোগীকল্যাণের চেয়ারম্যান হলেও কেন পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে পারলেন না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিরাপত্তা কিছু নেই বলে দাবি তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীকে বলে পরিষেবার উন্নতি করুক বলে টিপ্পনীও করেছেন শংকর। তাঁর এই মন্তব্যে বেজায় চটেছেন মেয়র। যদিও রাগ সংবরণ করে মেয়র মিষ্টি কথায় বিধায়কের মন্তব্যের কাউন্টার করেছেন। বিধায়ক যে ২০২১ সালে দল পরিবর্তন করেছিলেন সেটা যেমন মেয়র মনে করিয়েছেন, তেমনই বিধায়কের হাতের ট্যাটুর কথাও স্মরণ করে দিয়েছেন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল রাজ্যের অন্যতম বড় ক্যাম্পাস। এখানে ভিনদেশ থেকেও রোগীরা চিকিৎসা করাতে আসেন। আমরা কোনও রোগীকে ফেরাই না। মেডিকেল কলেজ অনেক ভালো কাজ করেছে। উনি বলতেই পারেন, কিন্তু ফল বলছে অন্য কথা। উনি তো দীর্ঘদিন পুরনিগমে মেয়র পারিষদ ছিলেন, কী করেছেন?'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। শনিবার তপন দাসের তোলা ছবি।

> গৌতমবাবু হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান। হাতজোড় করে ওঁর কাছে বলতে চাই, নিউরো সার্জন ফিরিয়ে আনুন। আপনি তো উত্তরবঙ্গের এত বড় নেতা। সামলাতে না পারলে আপনি এত দপ্তরের দায়িত্ব নেন কেন।
>
> **–শংকর ঘোষ** *বিধায়ক*

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে নাজেহাল স্কুল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : রাত বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য। স্কুলের জলের ট্যাংকে ফেলে রাখা হচ্ছে মদের বোতল। কখনও ভাঙা হচ্ছে জলের পাইপ। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রায়দিনই স্কুলে এসে বারান্দা থেকে মদের বোতল কুড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে শিক্ষকদের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তির বিবেকানন্দ হিন্দি প্রাইমারি স্কুলের এখন এমনই পরিস্থিতি।

শুধু তাই নয়, স্কুল ভবনের নেই কোনও সীমানা প্রাচীর। ফলে, স্কুল চলাকালীন সামনেই ঘর ঘেঁষে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একের পর এক গাড়ি। এনিয়ে দারুণ ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। ক্ষুব্ধ স্কুলের শিক্ষকরাও। প্রধান শিক্ষক দীপক সিংয়ের সাফ কথা, 'সীমানা পাঁচিলের জন্য সব জায়গায় বলেছি। সত্যি কথা বলতে, সীমানা প্রাচীর না থাকায় পড়ুয়ারা যেন খাঁচাবন্দি থাকছে। তাছাড়া, নেশাগ্রস্তদের উৎপাত বাড়তি সমস্যা। এনিয়ে আর আলাদা করে বলার কিছু নেই।' সমস্যার কথা স্বীকার করছেন ওই ওয়ার্ড কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো। তিনি বলেন, 'স্কুল লাগোয়া বহু বাড়ি হয়েছে। সেই সব বাড়ির লোকেরা স্কুলের সামনে গাড়ি রেখে দিচ্ছেন। এটা সত্যি ভয়ানক সমস্যা। সীমানা প্রাচীরের বিষয়ে মেয়রের সঙ্গে কথা হয়েছে।' মেয়র গৌতম দেবের কথায়, 'ওই এলাকাটি ঘুরে দেখেছি। স্কুলের জন্য আমরা সুন্দর করে সীমানা প্রাচীর তৈরি করে দেব।'

গুরুংবস্তির এই প্রাথমিক স্কুলটিতে মোট ১৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে। প্রি-প্রাইমারি থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে দিনের বেলা পড়ুয়াদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে গমগম করে। যদিও স্কুলজুড়ে রয়েছে সমস্যার পাহাড়। স্কুল ভবনের একপাশে রয়েছে জলের ট্যাংক। সেটি খুলতেই নজরে পড়ল ভাসছে নানা আকারের মদের বোতল। স্কুলের এক শিক্ষকের কথায়া, 'স্কুলের শৌচাগারের পাইপও ভাঙা রয়েছে। প্রায়শই স্কুলের বারান্দায় ঢিল, মদের বোতল পড়ে থাকে। সকালে এসে সেগুলি কুড়িয়ে ফেলতে হয়।' তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়ার অভিভাবক মাধুরী শর্মার কথায়, 'স্কুলে সীমানা পাঁচিল নেই। ভবন ঘেঁষে সবসময় গাড়ি, বাইক দাঁড়ায়, যাতায়াতও করে। বাচ্চাদের নিয়ে প্রচণ্ড চিন্তা হয়। বহু সময় সকালে এসে দেখা যায় এদিক-ওদিক মদের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার বলেন, 'এখানে নেশাখোরদের সমস্যা রয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা বিষয়টা দেখছে।

যৌথ উদ্যোগে নতুন কোর্স

অ্যাভলন কর্তৃপক্ষের তরফে শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা।

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : শিলিগুড়ি কলেজের পর সূর্য সেন কলেজের সঙ্গে যৌথভাবে অ্যাভলন শিক্ষা নিকেতন এবছর থেকে ট্যুরিজম, অ্যাভিয়েশন এবং হসপিটালিটিতে বিবিএ ডিগ্রি কোর্স চালু করল। ৩০টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ২০টি আসনে ইতিমধ্যে পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন। ট্যুরিজম, অ্যাভিয়েশন এবং হসপিটালিটির মতো শিল্প সম্পর্কিত ক্ষেত্রে চাকরির বাজারের কথা মাথায় রেখে সূর্য সেন কলেজের তরফে এবছর থেকে সেলফ ফিন্যান্স কোর্স হিসাবে বিবিএ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিলিগুড়ির দুটি কলেজ ছাড়া জলপাইগুড়ির পিডি উইমেন্স, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার কলেজ ও ময়নাগুড়ি কলেজে বিবিএ ডিগ্রি কোর্সের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তির ফর্ম ফিলআপ চলছে। সূর্য সেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রণবকুমার মিশ্রর কথায়, 'ভালো সাড়া মিলছে। নতুন কোর্সের জন্য কলেজে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করা হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি থেকে বিবিএ কোর্স করে ছাত্রছাত্রীরা দেশ-বিদেশে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। অ্যাভলন শিক্ষা নিকেতনের দাবি, যাঁরা বিবিএ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। বিবিএ ডিগ্রি কোর্সের মধ্যেই গ্রুমিং, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিকেশন স্কিল, ইন্টারভিউ স্কিলের বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আর্বিট্রেজ ফান্ড

ছোট মেয়াদে বিনিয়োগের সেরা বিকল্প

শৈবাল দাশগুপ্ত

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় একান্ত জরুরি। আবার শুধু সঞ্চয় করলেই চলবে না। সঠিক বিকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়কে বাড়িয়েও নিতে হবে। বাজার চলতি বিভিন্ন ফান্ডে বিনিয়োগ তাই ক্রমশ বাড়ছে। যাঁরা স্বল্প মেয়াদে অর্থাৎ খুব কম সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে চাইছেন তাঁদের জন্য সেরা বিকল্প হতে পারে আর্বিট্রেজ ফান্ড।

আর্বিট্রেজ ফান্ড কী?

বিভিন্ন মার্কেটে একই সম্পদের মূল্যের পার্থক্য নিয়ে মুনাফা করে যে মিউচুয়াল ফান্ড, তাদেরই আর্বিট্রেজ ফান্ড বলে। বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির নিয়মানুযায়ী আর্বিট্রেজ ফান্ডের মোট তহবিলের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ ইকুইটি বা ইকুইটি সংক্রান্ত সিকিওরিটিজে বিনিয়োগ করতে হয়। তহবিলের বাকি অংশ ঋণ বা ঋণ সংক্রান্ত সিকিওরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়।

কীভাবে কাজ করে আর্বিট্রেজ ফান্ড?

সাধারণত ক্যাশ এবং ডেরিভেটিভ মার্কেটের মূল্য পার্থক্য কাজে লাগিয়ে মুনাফা করেন আর্বিট্রেজ ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজাররা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাঁরা একটি মার্কেটে কোনও ইকুইটি কিনলেন ১০০ টাকায়। অন্য মার্কেটে তা বিক্রি করলেন ১০৫ টাকায়। এই মূল্য পার্থক্য অর্থাৎ ৫ টাকাই মুনাফা করবে আর্বিট্রেজ ফান্ড।

আর্বিট্রেজ ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

- এই ফান্ড শুধুমাত্র মূল্য পার্থক্যকে পুঁজি করায় বাজারে ওঠানামা ফান্ডের রিটার্নে বড় প্রভাব ফেলে না।
- ভারতে শর্ট সেলিং নিষিদ্ধ থাকায় বিয়ারিশ মার্কেটে আর্বিট্রেজ ফান্ডে মুনাফা কম হয়।
- স্বল্প মেয়াদে এই ফান্ডে বিনিয়োগ করে মুনাফা করা যায়।
- অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় এই ফান্ডে ঝুঁকি কম।
- এই ফান্ডে রিটার্নও মাঝারি বা স্থিতিশীল হয়।

- স্বল্পমেয়াদি মূলধন লাভের ওপর ১৫ শতাংশ এবং এক লক্ষ টাকার বেশি দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভে ১০ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হয়।
- ১-৩ বছরের মেয়াদে বিনিয়োগ করলে এই ফান্ড থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া যায়।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

যাঁরা কম ঝুঁকিতে স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগ করে মুনাফা করতে চান, তাঁদের জন্য আর্বিট্রেজ ফান্ড আদর্শ হতে পারে। তবে কমপক্ষে ৩ মাস বিনিয়োগ না করলে ভালো রিটার্ন পাওয়া যায় না।

কোনও আর্থিক লক্ষ্য নয়, যদি আপনার কাছে নিষ্ক্রিয় কোনও তহবিল থাকে এবং তা কিছু সময়ের মধ্যে বাড়িয়ে নিতে চান তবেই আর্বিট্রেজ ফান্ডে লগ্নি করতে পারেন।

সেরা কয়েকটি আর্বিট্রেজ ফান্ড

ফান্ড	১ বছরে রিটার্ন
ইনভেস্কো ইন্ডিয়া আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৮২ শতাংশ
কোটাক ইকুইটি আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৭৫ শতাংশ
এডেলওয়াইস আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৭১ শতাংশ
টাটা আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৬৭ শতাংশ
নিপ্পন ইন্ডিয়া আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৬০ শতাংশ
অ্যাক্সিস আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৫৫ শতাংশ
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৫৫ শতাংশ
এসবিআই আর্বিট্রেজ অপরচুনিটিজ ফান্ড	৬.৫৪ শতাংশ
বন্ধন আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৫২ শতাংশ
বরোদা বিএনপি পারিবা আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৫০ শতাংশ
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইকুইটি আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৪৯ শাতংশ
ইউটিআই আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৪৯ শতাংশ

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

যে ভুল কখনও করবেন না

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

পরিসংখ্যান বলছে, বিগত কয়েক বছরে দেশে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফান্ডে লগ্নির অন্যতম জনপ্রিয় উপায় হল এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। অনেকেরই ধারণা, ফান্ডে এসআইপি করলে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যায়। বাস্তবে কিন্তু তা সব সময় কার্যকর হয় না। অনেকের আবার এসআইপি নিয়ে ধারণা স্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে, শুধু এসআইপি শুরু করলেই হবে না। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে এসআইপি থেকে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া কঠিন হবে।

এসআইপির ক্ষেত্রে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে বা তিনমাস অন্তর বা বার্ষিক হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে আপনি একাধিক ফান্ডেও এসআইপি করতে পারেন। এসআইপি থেকে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া তখনই সম্ভব, যখন আপনি নিয়মিতভাবে একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে এসআইপি করবেন।

এসআইপিতে বিনিয়োগ করার সময় যে ভুলগুলি করা যাবে না

- এসআইপি দীর্ঘমেয়াদে করলে তবেই বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যায়। তাই যত তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ শুরু করবেন, লাভের অঙ্কও সেই অনুপাতে বাড়বে।
- শুরুতেই আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য বাস্তবসম্মত হতে হবে। অবাস্তব লক্ষ্য নির্ধারণ করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার বিনিয়োগ নগদীকরণ করা যায় না।
- ফান্ডে লগ্নি সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এসআইপি শুরুর আগে আপনি কতটা ঝুঁকি নিতে পারবেন, তা যাচাই করে নিন। বয়স যত বেশি হবে ততই কমবে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা।
- সঞ্চয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এসআইপির অঙ্ক নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কমপক্ষে ৫-১০ বছর এসআইপি করলে তবেই বড় অঙ্কের মুনাফা করা যেতে পারে।
- এসআইপি শুরুর আগে সঠিক পরিকল্পনা সেরে ফেলতে হবে। কোনও পরিকল্পনা ছাড়া বিনিয়োগ শুরু করলে আপনার পোর্টফোলিও নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।
- যে ফান্ডে এসআইপি করবেন, সেই ফান্ডের বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। ফান্ডের পারফরমেন্স, ঝুঁকি, ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা, খরচ ইত্যাদি জানতে হবে।
- কোনও একটি ফান্ডে এসআইপি না করে আপনার লগ্নিযোগ্য তহবিল দুই বা তিনটি ফান্ডে ভাগ করে নিতে পারেন। এতে ঝুঁকি অনেকটাই কমবে।
- বৈচিত্র্য থাকলে যেমন ঝুঁকি কমবে, তেমনই অত্যধিক বৈচিত্র্য আপনার রিটার্নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই বৈচিত্র্যেও ভারসাম্য প্রয়োজন।
- শেয়ার বাজারে পতন হলে অর্থাৎ বিয়ারিশ মার্কেটে অনেকে এসআইপি বন্ধ করে দেন। এটি মস্ত বড় ভুল সিদ্ধান্ত। বিয়ারিশ মার্কেটে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে বড় রিটার্ন দেয়।
- এসআইপি শুরু করার পর যে কোনও সময়ে বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়ানো যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঞ্চয় বাড়লে অবশ্যই এসআইপির অঙ্ক বাড়ানো যেতে পারে।
- কিছু ফান্ডে কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যায়। এসআইপি শুরুর আগে এই বিষয়টি দেখতে ভুলবেন না।
- অনেকে এসআইপি করার পর আর সেই বিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না, যা ঠিক নয়। নিয়মিত পর্যালোচনার পাশাপাশি পোর্টফোলিও গুছিয়ে নেওয়া ভালো রিটার্ন পাওয়ার জন্য একান্ত জরুরি।
- এসআইপি শুরু করার আগে অবশ্যই কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। না বুঝে বিনিয়োগ করলে বড় লোকসান হতে পারে। পরিকল্পনামাফিক সঠিক বিনিয়োগই আপনার স্বপ্ন সফল করতে পারে।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

মন্দার কবলে পড়তে পারে আমেরিকা, এই আশঙ্কায় ৫ অগাস্ট সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। ঠিক তার দুই সপ্তাহের মাথায় ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার। এই প্রত্যাবর্তন ঘটল এদেশের শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের উত্থান ফের সেনসেক্সকে ৮০ হাজার এবং নিফটিকে ২৪,৫০০-এর গণ্ডি পার করাল। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৮০,৪৩৬.৮৪ এবং নিফটি ২৪,৫৪১.১৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানের নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির হার এবং কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান। জুলাইতে সে দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.০ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। যা গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। কর্মসংস্থানের হারও প্রত্যাশার থেকে বেশি হয়েছে। সব মিলিয়ে সে দেশে মন্দার আশঙ্কা কমছে। পাশাপাশি সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সুদের হার কমানো শুরু করতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এই প্রত্যাশাও ফের বাড়ছে। এদেশেও জুলাইতে মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে ৩.৫৪ শতাংশ হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের মতো রিজার্ভ ব্যাংকও অক্টোবরের ঋণ নীতিতে সুদের হার কমাতে পারে। এই প্রত্যাশায় ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে লগ্নির হিড়িক পড়েছে।

সূচকের ঘুরে দাঁড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছেন খুচরো বিনিয়োগকারীরাও। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি জুন এবং জুলাই মাসে ২৬,৫৬৫ এবং ৩২,৩৬৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনলেও চলতি মাসে ১৪ তারিখ পর্যন্ত ১৮,৮২৪ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। এই ধাক্কা সামাল দিয়েছে দেশের আর্থিক সংস্থা এবং খুচরো বিনিয়োগকারীরা। তাই বড় অঙ্কের পতন সেভাবে হয়নি। শেয়ারের দাম কমলে ভারতীয় শেয়ার বাজারে কম দামে শেয়ার কেনার প্রবণতা বাড়ছে।

সূচক উঠলেও কয়েকটি বিষয় ফের শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ ইত্যাদি। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে কয়েকটি প্রথম সারির সংস্থার হতাশজনক ফল এবং বিভিন্ন শেয়ারের ভ্যালুয়েশন শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে। টেকনিকালি নিফটি ২৪,৫৫০-এর গণ্ডি পেরিয়ে থিতু হলে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে ২৪,২৫০-এর নীচে ফের দুর্বল হতে পারে নিফটি। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম ক্রমশ স্থিতিশীল হচ্ছে। অল্প অল্প করে কেনা যেতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু। সামনে উৎসবের মরশুম। তাই ফের দাম বাড়তে পারে সোনা-রুপোর।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৯৮.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪২৬/২১২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৮৫-৩৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৫৯৭৫, টার্গেট-৪৬৫।
- **ভেল :** বর্তমান মূল্য-২৯৬.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৩৫/৯৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২৮০-২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৩২৬০, টার্গেট-৩৭৪।
- **এইচসিএল টেক :** বর্তমান মূল্য-১৬৬৮.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৯৭/১১৩৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৬০০-১৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৫২৭০৭, টার্গেট-১৭৮০।
- **কানাড়া ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১০৭.৬২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৯/৬৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১০০-১০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৭৬১৮, টার্গেট-১৪২।
- **ইন্ডিয়ান অয়েল :** বর্তমান মূল্য-১৬৭.১৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৭/৮৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৫৬-১৬২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৬০৬৪, টার্গেট-২১০।
- **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-১১৬.০১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮/৮৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১০-১১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৮১৫, টার্গেট-১৬০।
- **এনবিসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৮২.৭৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৮/৪৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৬৫-১৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২৯০২, টার্গেট-২৪৮।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ

● **সেক্টর :** ব্যাটারি ● **বর্তমান মূল্য :** ৪৯৫ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ২৪১/৬২০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৪২১৩৪ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ১৫১.৬০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৪ ● **ইপিএস :** ১০.২৯ ● **পিই :** ৪৮.১৭ ● **আরওই :** ৭.০৫ ● **আরওসিই :** ১০.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৬০০

একনজরে

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজের নিট মুনাফা (প্যাট) ১৬ শতাংশ বেড়ে ২৮০ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ৪.৪৮ শতাংশ বেড়ে ৪৪৩৫.৭১ কোটি টাকা হয়েছে।
- সারা বিশ্বজুড়ে গ্রিন এনার্জির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে। তাই দীর্ঘ মেয়াদে এই সংস্থার ব্যবসা আরও মজবুত হবে।
- ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যাটারি সরবরাহ করার জন্য হুন্ডাই, কিয়া সহ একাধিক গাড়ি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এক্সাইডের।
- লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নির্মাণ বাড়াতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে এই সংস্থা।
- দেশে এবং বিদেশে এক্সাইড ব্যাটারির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেগমেন্টে আইইউপিএস, সোলার এবং রেলওয়েজ ব্যবসা বাড়ছে এক্সাইডের।
- এক্সাইডের লেড অ্যাসিড ব্যাটারির বিক্রিও বাড়ছে। বিশেষত গাড়ি এবং অন্যান্য শিল্পে এই ব্যাটারির চাহিদা বাড়ছে।
- সংস্থার ঋণের পরিমাণ প্রায় শূন্য। পাশাপাশি নগদের পরিমাণও বিগত কোয়ার্টারের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে।
- সংস্থার হাতে থাকা বরাতের অঙ্ক ৭০০ কোটি টাকারও বেশি।
- সংস্থার ৪৫.৯৯ শতাংশ শেয়ার প্রোমোটারের হাতে রয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে ১৩.৭৪ শতাংশ এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে ১৭.৮৭ শতাংশ শেয়ার।
- সংস্থার ক্লায়েন্টের তালিকায় রয়েছে এমারসন, হিতাচি, সিপলা, জেনারেল ইলেক্ট্রিক, মিটশুবিশি, গোদরেজ, বিএসএনএল, এনটিপিসি, ভেল, টাটা, ইন্ডাস টাওয়ার সহ একাধিক প্রথমসারির সংস্থা।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতীয় শেয়ার বাজারের

বোধিসত্ত্ব খান

মধ্য জুলাই থেকে অগাস্টের ৫ তারিখ অবধি প্রায় ১০ শতাংশ সংশোধন চলে এসেছিল আমেরিকার শেয়ার বাজারে। অগাস্টের প্রথম কয়েক দিনে প্রায় ২০ শতাংশের বেশি ধস নামে জাপানের নিক্কেই ২২৫-এ। বিশ্বজুড়ে সংশোধন আসে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং আমেরিকার বিভিন্ন টেকনলজি শেয়ারে। এর প্রভাব পড়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। নিফটি ২৫ হাজারের কাছ থেকে সরে যায় ২৪ হাজারের নীচে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমস্ত চড়া দামের শেয়ার। মাঝে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে সেবির অধিকর্তা মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধে অভিযোগ জনসমক্ষে আসায় কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়ে আদানি গ্রুপের শেয়ারগুলি। অবশ্য সেটাও সামলে নিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

আমেরিকা নতুন করে মন্দায় ঢুকছে না। এই স্বস্তিতে সেই দেশের বিভিন্ন ইনডাইসেস এস অ্যান্ড পি, ডাউজোন্স এবং ন্যাসড্যাক নতুন করে র‍্যালি শুরু করে। সাপ্তাহিক বেকারত্বের সংখ্যা কমে যাওয়া, মূল্যবৃদ্ধি ২০২১-এর পর প্রথমবার ৩ শতাংশের নীচে নেমে যাওয়া এবং রিটেল সেলস ১ শতাংশ বৃদ্ধি সেই দেশের শেয়ার বাজারকে আবার উজ্জীবিত করেছে। শুক্রবার সমস্ত এশীয় বাজারগুলিতে একটি বড় র‍্যালি দেখা যায়। নিক্কেই ২২৫, স্ট্রেইট টাইমস, হ্যাংসেং, তাইওয়ান ওয়েটেড, কসপি, সেট প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় ওইদিন। মধ্য এশিয়ায় কয়েকদিন অশান্তির জেরে ক্রুড অয়েলে লাগাতার উত্থানের পর শুক্রবার তার দাম কমে দাঁড়ায় ৭৪.১৪ ডলার প্রতি ব্যারেল। সোনার দাম অবশ্য আবার চোখ রাঙাতে শুরু করেছে।

ভরসা জোগাচ্ছে বিশ্ব বাজার

অক্টোবর ৪, ২০২৪-এ গোল্ড ফিউচার্স ট্রেড করছে ৭১,৩৯৫ টাকা প্রতি ১০ গ্রাম (২৪ ক্যারেট)।

শুক্রবার একটি দুরন্ত র‍্যালির পর নিফটি দিনের শেষে ১.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয় ২৪,৫৪১.১৫ পয়েন্টে। বিএসই সেনসেক্স ১৩৩০.৯৬ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয় ৮০,৪৩৬.৮৪ পয়েন্টে। এর মধ্যে যে শেয়ারগুলি সবচেয়ে বেশি উত্থান দেখে তার মধ্যে রয়েছে ওলা ইলেক্ট্রিক, সুপ্রজিৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রাভিটা ইন্ডিয়া, কিটেক্স গার্মেন্টস, অনন্ত রাজ, সিডিএসএল, জেনসার টেকনলজি, পিভি ফিনটেক, ভারত রসায়ন, এমফ্যাসিস, সিই ইনফোসিস্টেম, কার ট্রেড ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলির মধ্যে জুনিয়ার নিফটি র‍্যালি করেছে ১.৮২ শতাংশ, মিড ক্যাপ ১.৮২ শতাংশ, স্মল ক্যাপ ১.৭১ শতাংশ, ব্যাংক নিফটি ১.৫৯ শতাংশ ইত্যাদি। সেক্টোরাল ইনডাইসেসগুলির মধ্যে র‍্যালি করেছে আইটি ২.৯ শতাংশ, রিয়েলটি ২.৪৯ শতাংশ।

এছাড়া ভারতে উৎপাদিত ক্রুড অয়েলের ওপর ভারত সরকার ৪৯০০ টাকা প্রতি টন থেকে ২১০০ টাকায় নামিয়ে এনেছে উইন্ডফল ট্যাক্স। এছাড়া রপ্তানিজাত অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের (এটিএফ) ওপর কোনও উইন্ডফল ট্যাক্স ধার্য করা হয়নি। শুক্রবার গোটা ভারতীয় বাজারে র‍্যালি চললেও হিন্দুস্তান জিঙ্কে পতন আসে ৯.২৫ শতাংশ। বেদান্ত লিমিটেড যাদের হিন্দুস্তান জিঙ্কের ৬৪.৯২ শতাংশ স্টেক রয়েছে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের মোট স্টেকের ৩.৩১ শতাংশ বিক্রি করে দেবে ৪৮৬ টাকা প্রতি শেয়ার হিসাবে অফার ফর সেলের মাধ্যমে। প্রথম মাসে তারা ১.২২ শতাংশ বিক্রি করবে। তারপর যদি ওভার সাবক্রিপশন হয় তাহলে আরও অতিরিক্ত ১.৯৫ শতাংশ বিক্রি করবে তারা। মোট ১৪ কোটি শেয়ার বিক্রি করতে পারবে বেদান্ত। এর মাধ্যমে ৬৪৯৮ কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা করছে এই কোম্পানি। হিন্দুস্তান জিঙ্কের ভারত সরকারের মোট অংশীদারিত্ব রয়েছে ২৯ শতাংশের কাছে। বেদান্ত কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন যে, এই টাকা দিয়ে তাঁরা তাঁদের ব্যবসা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন।

অন্যদিকে চিনে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা দেখা যাচ্ছে তাদের সরকারি মহলে। গত কয়েকবছর ধরেই চিনের অর্থনীতি আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ব্যাংকগুলি নতুন করে তাদের লোন বুক বৃদ্ধি করতে অসমর্থ হচ্ছে। চিন যে পরিমাণে রপ্তানি করত, কোভিডের পর থেকে তাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ কমে চলেছে। সোমবার বাজার এই র‍্যালি এগিয়ে নিয়ে যায় কিনা সেটাই দেখার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

কোথায়... এইখানে! সাড়া মিলল ভয়েজার-১'এর

'হঠাৎ রাস্তায় অফিস অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া মুখ চমকে দিয়ে বলে, বন্ধু কী খবর বল। কতদিন দেখা হয়নি'।

পুরোনো প্রেমিকাকে আচমকা খুঁজে পেলে যে আনন্দ হয়, নাসার বিজ্ঞানীদের এখন ঠিক সেটাই হচ্ছে ভয়েজার-১-এর সাড়া পেয়ে।

মানুষের তৈরি এযাবৎ সবচেয়ে দূরবর্তী বস্তু ভয়েজার-১ মহাকাশের অতলে উধাও হয়ে যায়। সংকেত ধরতে পারলেও জবাব দিচ্ছিল না সে। গত নভেম্বর থেকেই সে হারিয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিপথ থেকে। ৫ মাসের লড়াইয়ের পর নাসা শেষ পর্যন্ত এই মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। সম্প্রতি নাসা জানিয়েছে, 'ভয়েজার-১ মহাকাশযান অর্থপূর্ণ তথ্য পাঠানো শুরু করেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই সে বৈজ্ঞানিক তথ্যও পাঠাতে শুরু করবে।'

ভয়েজার-১ সফটওয়্যারজনিত ত্রুটির কারণে ২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ফ্লাইট ডেটা সিস্টেমে ত্রুটির কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফ্লাইট ডেটা সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে ভয়েজারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সেন্সরের তথ্যাদি জানা যায়।

ভয়েজার-১ যে সময়ে তৈরি করা হয়েছিল, সেই সাতের দশকের প্রযুক্তি এখন আর নেই। সেই প্রযুক্তি জানা বেশির ভাগ কারিগরই হয় অবসরে অথবা মারা গিয়েছেন। ফলে ভয়েজার-১ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

এই মুহূর্তে ভয়েজার-১ আন্তর্নাক্ষত্রিক মহাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটছে। ২০১২ সালে সেটি সৌরমণ্ডলের এলাকা ছেড়ে যায়। গত বছরের নভেম্বর থেকে যোগাযোগ নিয়ে ত্রুটি দেখা যায়। ২০ এপ্রিল ভয়েজার-১ থেকে সাড়া পান নাসার বিজ্ঞানীরা।

প্রায় ৪৭ বছর আগে, ১৯৭৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে গিয়েছিল ভয়েজার-১। তারপর সে ক্রমাগত দূরত্ব বাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী থেকে। এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও দূরবর্তী মহাকাশযান। এই মুহূর্তে পৃথিবী থেকে ভয়েজার-১-এর দূরত্ব প্রায় ২৩৩৮.১ কোটি কিলোমিটার। এই দূরত্ব প্রতি মিনিট ১৬.৩৭ কিলোমিটার হারে বাড়ছে।

দুঃস্বপ্নের আঁতুড় সমাজমাধ্যম

অনূর্ধ্ব ৩০ বয়সের ৫৯৫ জন ইরানি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়

যাঁরা সমাজমাধ্যম বেশি ব্যবহার করেন, তাঁদের সমাজমাধ্যম বিষয়ক দুঃস্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা বেশি

দুঃস্বপ্নগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং ঘুমের মানের অবনতি উল্লেখযোগ্য

কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তি এসে সমাজমাধ্যমের ব্যবহার ও দুঃস্বপ্ন দেখার বহরের বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাই সমাজমাধ্যম সম্পর্কিত দুঃস্বপ্নের স্কেল (এসএমএনএস)-এর আরও উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ ফেসবুক না করলে চলে না। আবার পরের দিন সকালে ঘুম ঘুম চোখেই শুরু হয় হোয়াটসঅ্যাপে কথাবার্তা। নিজের অজান্তেই হাত চলে যায় ফোনের দিকে। কোথায় কে কী বলল তা জানতে মনটা উশখুশ করতে থাকে। জরুরি কাজের ফাঁকেও সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা কখনই থামে না। এভাবে যে কত সময় চলে যায় তার হিসাব কে রাখে! তবে কেবল সময়ের অপচয় নয়, সমাজমাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহারে আরও অনেক ক্ষতিই হয়, বলছেন বিজ্ঞানীরা।

এখন জীবনযাপন যে ধারায় চলে তাতে সমাজমাধ্যম পুরোপুরি এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। সমাজমাধ্যমের সূত্রে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অন্য সব সমস্যা ছেড়ে নতুন একটা সমস্যার কথা বলা যাক।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সমাজমাধ্যমের ব্যবহার আপনি যত বাড়াবেন, ততই সেই সংক্রান্ত দুঃস্বপ্ন দেখার সম্ভাবনাও আপনার বাড়তে থাকবে। দিনের বেলায় সমাজমাধ্যমের অভিজ্ঞতা রাতে ঘুমের মধ্যে ফিরে আসবে। কখনও দেখবেন, দুঃস্বপ্নের থিমগুলি সাইবার বুলিং কিংবা অনলাইন ঘৃণাভাষণ ইত্যাদি ধরনের হয়। আপনি দেখবেন, সমাজমাধ্যমে আপনাকে হেনস্তা করা হচ্ছে, অথবা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। এই জাতীয় দুঃস্বপ্ন ক্রমাগত দেখতে থাকলে তা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বাড়বে উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা।

এই গবেষণা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু ও মনোরোগ চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণা চালানো হয় অনূর্ধ্ব ৩০ বয়সের ৫৯৫ জন ইরানি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে।

সমাজমাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা নিয়ে একটা মাপকাঠি তৈরি করেছেন ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাঁরা এই মাপকাঠির নাম দিয়েছেন 'সোশ্যাল মিডিয়া নাইটমেয়ার-রিলেটেড স্কেল' (এসএমএনএস)। এর মাধ্যমে সমাজমাধ্যমের কী পরিমাণে ব্যবহার করলে দুঃস্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা কতটা বাড়বে তা পরিমাপ করা যায়।

অন্যতম গবেষক রেজা শাবাহাং-এর কথায়, 'আপনি যত বেশি সময় সমাজমাধ্যমে ব্যয় করবেন, ততই সমাজমাধ্যম-সম্পর্কিত অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা বাড়বে, যা শুধু যে আপনার ঘুমের ব্যাঘাতই ঘটাবে তা নয়, একইসঙ্গে আপনার মানসিক অশান্তি, অবসাদ ও উদ্বেগও বাড়িয়ে দিতে পারে।'

শাবাহাং বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্রুত এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করতে পারে, যার মধ্যে স্বপ্নও রয়েছে। তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রযুক্তিগত ও মিডিয়া কনটেন্ট সংক্রান্ত দুঃস্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা বাড়বে।

শাবাহাং বলেন, এই গবেষণার ফল সমাজমাধ্যমের ব্যবহারের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য এবং ঘুমের মানের জটিল সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করবে। তবে এটা ঘুম ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সমাজমাধ্যমের প্রভাব বিষয়ে একটি প্রাথমিক কাজ। ইতিমধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি চলে আসায় গবেষণার পরিসর আরও বেড়ে গিয়েছে। ফলে সমাজমাধ্যমের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখার হার নিয়ে যে পরিমাপ পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, তার আরও উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন।

এই প্রথম সামরিক স্যাটেলাইট লঞ্চ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্যাটেলাইটটি পৃথিবীপৃষ্ঠের ছবি এবং ভিডিও তুলতে সক্ষম।

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে একদিন হবে ২৫ ঘণ্টায়

চাঁদ প্রতি বছর প্রায় ৩.৮ সেন্টিমিটার দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। এইভাবে দূরে চলে যেতে থাকলে ২০ কোটি বছর পরে পৃথিবীর দিনের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫ ঘণ্টা হয়ে যেতে পারে।

পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে, তা একজন ছাড়া সবাই জানে এবং মেনেও নেয়। কিন্তু পৃথিবী তো কেবল সূর্যের চারপাশে ঘোরে না। নিজের চারপাশেও সে ঘোরে, অনেকটা লাট্টুর মতো। পৃথিবীর এই ঘোরাটাকে বলে আহ্নিক গতি।

অর্থাৎ আহ্নিক গতি বলতে পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণনের গতি বোঝানো হয়। নিজের অক্ষের চারপাশে একবার পাক খেতে পৃথিবী মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়, যে কারণে দিন ও রাত হয়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে প্রভাবিত করে উপগ্রহ চাঁদ। চাঁদ পৃথিবীর কাছে চলে এলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বেড়ে যাবে, কিন্তু চাঁদ দূরে চলে গেলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কমে যাবে, অর্থাৎ লাট্টুর মতো ঘোরার গতি তার কমে আসবে। তার মানে, একবার নিজের চারদিকে পাক খেতে সময় বেশি লাগবে পৃথিবীর।

গবেষণা বলছে, চাঁদ প্রতি বছর প্রায় ৩.৮ সেন্টিমিটার দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। এইভাবে দূরে চলে যেতে থাকলে ২০ কোটি বছর পরে পৃথিবীর দিনের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫ ঘণ্টা হয়ে যেতে পারে।

প্রায় ১৪০ কোটি বছর আগে যখন চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি ছিল তখন পৃথিবীর দিন ছিল মাত্র ১৮ ঘণ্টার চেয়ে সামান্য বেশি। চাঁদের দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্যও বেড়েছে।

ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন-ম্যাডিসন-এর ভূবিজ্ঞান অধ্যাপক স্টিফেন মেয়ার্স বলেন, 'যেমন চাঁদ পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছে, পৃথিবীও যেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘূর্ণায়মান স্কেটারের মতো ধীরে ধীরে ঘোরার গতি কমিয়ে দিচ্ছে।'

ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন-এর ভূতাত্ত্বিক অধ্যাপক ডেভিড ওয়ালথামের কথায়, 'চাঁদের টান (যাতে সমুদ্রে জোয়ার হয়) পৃথিবীর ঘোরার গতি কমিয়ে দেয়। ঘূর্ণনজনিত সেই শক্তিটা চাঁদ ছিনিয়ে পৃথিবী থেকে আরও দূরে চলে যায়। প্রতি বছরই এই কাণ্ডটা ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে।'

প্রাচীনতম ডাইনোসরের জীবাশ্ম

বৃষ্টিতে সব কিছু ভেসে যাওয়ার পর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সে। বিশ্বের প্রাচীনতম ডাইনোসরের জীবাশ্ম। ঘটনাটি ব্রাজিলের।

ডাইনোসরের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া নতুন কিছু নয়। প্রায়ই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সেসব উদ্ধার করেন বিজ্ঞানীরা। তবে এবার ব্রাজিলে যে ডাইনোসরের জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে, তার বয়স আনুমানিক ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ বছর। প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিক্ষয়ের জেরেই জীবাশ্মটি মাটি ফুঁড়ে প্রকাশ্যে চলে আসে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এখনও পর্যন্ত এটাই প্রাচীনতম ডাইনোসরের জীবাশ্ম।

প্রাচীনতম জীবাশ্মটি পাওয়া গিয়েছে ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলের অন্তর্গত সাও জোয়াও ডো পোলেসিন এলাকার একটি জলাধারের কাছে। প্রায় অবিকৃত অবস্থায় জীবাশ্মটিকে উদ্ধার করেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, জীবাশ্মটি হেরারাসৌরিডি পরিবারের সদস্য হলেও হতে পারে। লম্বায় প্রায় ৮ ফুট ছিল সংশ্লিষ্ট প্রাণীটি। এরা ট্রায়াসিক যুগে পৃথিবীতে বিচরণ করত। তখন শুধুমাত্র একটি মহাদেশ ছিল। যার নাম 'প্যাঙ্গিয়া'।

হেরারাসৌরিডি পরিবারের ডাইনোসর ছিল পৃথিবীতে পাওয়া প্রথম দিকের মাংসাশী ডাইনোসরগুলির মধ্যে একটি। ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ সান্তা মারিয়া'র জীবাশ্মবিদ রডরিগো টেম্পের দল ৮ ফুট দীর্ঘ প্রাচীনতম জীবাশ্মটি আবিষ্কার করেছে। তবে আবিষ্কারের পর জীবাশ্মটিকে সুরক্ষিত রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে।

ডাইনোসররা প্রায় ২৩.৩ কোটি বছর আগে ট্রায়াসিক যুগে পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। তারপর প্রায় ১৬.৫ কোটি বছর ধরে তারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল পৃথিবীতে। এই যুগটি মেসোজোয়িক যুগ নামে পরিচিত। সময়সীমা অনুযায়ী মেসোজোয়িক যুগের তিনটি ভাগ : ট্রায়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটেসিয়াস।

ডাইনোসরদের বিলুপ্তি ঘটে প্রায় ৬.৬ কোটি বছর আগে, ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষে। এই বিলুপ্তির কারণ হিসেবে কয়েকটি তত্ত্ব চালু রয়েছে। সবচেয়ে চালু তত্ত্বটি হল, একটি বিশালাকার গ্রহাণু বা ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের ফলে প্রচুর পরিমাণে ধুলো এবং কণা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ধুলো এমনভাবে পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছিল যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোতে পারেনি। ফলে পৃথিবীর জলবায়ুতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। যার বলি হয় অন্য অনেক প্রাণীর সঙ্গে ডাইনোসররাও। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সমুদ্র স্তরের পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিও ডাইনোসরদের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, পরিবেশগত বিপুল পরিবর্তনের জেরে ডাইনোসররা খাবারের সংকটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে কিছু ছোট আকারের ডাইনোসরের বংশধর পাখি হিসাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও পৃথিবীতে টিকে আছে।

পুরোনো লাইন বলেই দুর্ঘটনা

বারবার লাইনচ্যুত, তবু হেলদোল নেই

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : গত তিন মাসে শুধুমাত্র রাঙ্গাপানির নুমালিগড় রিফাইনারি কেন্দ্রের কাছে তিনবার লাইনচ্যুত হয়েছে তেলবোঝাই ট্যাংকার। লুপ লাইনে শান্টিংয়ের সময় বারবার লাইন থেকে পড়ে যাচ্ছে ট্যাংকারের চাকা। শুক্রবার রাতেও রাঙ্গাপানির তেল পরিশোধন কেন্দ্রে ঢোকার সময় একটি তেলের ট্যাংকারবোঝাই মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়। দুটি বগি লাইন থেকে নীচে পড়ে যায়। লুপ লাইনে ট্রেনটিকে তোলার জন্যে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

কিন্তু বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও হেলদোল নেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের। প্রতিবারই তদন্তের পর উঠে আসছে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের তত্ত্ব। শুক্রবার রাতের দুর্ঘটনার পর প্রাথমিক রিপোর্টেও সেটাই বলা হয়েছে। কিন্তু এরপরও কেন হুঁশ ফিরছে না উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের, সেটাই বড় প্রশ্ন।

কর্মীর সংখ্যা কমতে কমতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেককেই ডাবল শিফটে কাজ করতে হচ্ছে। কর্মীরা প্রতিবাদ করলেই নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ভয়ে এখন আর কেউ এনিয়ে কিছু বলতে চাইছেন না। তবে এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া না দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গত ১৭ জুন রাঙ্গাপানির কাছে মালগাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের। এরপর একাধিকবার রাঙ্গাপানি এলাকায় নুমালিগড় রিফাইনারি কেন্দ্রের কাছে মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। প্রতিবারই মেইন লাইন থেকে লুপ লাইনে শান্টিংয়ের সময় লাইনচ্যুত হচ্ছে মালগাড়ি। প্রতিবারই তদন্তে গিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের তত্ত্ব উঠে এসেছে। দেখা গিয়েছে, দীর্ঘদিনের পুরোনো ট্র্যাক, পুরোনো স্লিপার, কিংবা ট্র্যাকের কাছে আগাছা রয়েছে। দীর্ঘদিন লাইন রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টগুলিতে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনার তদন্তের যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস), সেই রিপোর্টেও কর্মীর অভাব, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, পর্যাপ্ত ইকুইপমেন্টের অভাবের কথা উল্লেখ রয়েছে।

দেখা গিয়েছিল, মালগাড়ির চালক এবং গার্ডকে ওয়াকিটকি দিতে পারেনি রেল। তাই ঠিকমতো যোগাযোগও করতে পারেননি তাঁরা। শুধু ওই মালগাড়িই নয়, গত এক বছরে একাধিক মালগাড়ির চালক এবং গার্ডরা রেলের দেওয়া ওয়াকিটকি পাননি। তার বদলে সিওজি সিম দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁও সেকশনে অন্তত ২৪০ ওয়াকিটকির ঘাটতি রয়েছে।

প্রতিটি বিভাগেই কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম রয়েছে। এর জন্যে তিনি রেলের সর্বোচ্চ মাথা রেলবোর্ডের গাফিলতির কথাও তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। এরপরেও যে পরিস্থিতির সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি তা রাঙ্গাপানির ঘটনা থেকেই স্পষ্ট।

অভিযোগের ঝুলি

- গত ১৭ জুন রাঙ্গাপানির কাছে মালগাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের
- একাধিকবার রাঙ্গাপানি এলাকায় নুমালিগড় রিফাইনারি কেন্দ্রের কাছে মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে
- প্রতিবারই মেইন লাইন থেকে লুপ লাইনে শান্টিংয়ের সময় লাইনচ্যুত হচ্ছে মালগাড়ি
- তদন্তে গিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের তত্ত্ব উঠে এসেছে
- কর্মীরা প্রতিবাদ করলেই নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ
- কর্মীর সংখ্যা কম, ডাবল শিফটে কাজ করতে হচ্ছে
- গত এক বছরে মালগাড়ির চালক এবং গার্ডরা রেলের দেওয়া ওয়াকিটকি পাননি
- এরপরও কেন হুঁশ ফিরছে না উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের, সেটাই প্রশ্ন

রাঙ্গাপানিতে লাইন মেরামতি।

সিবিআই তলবের সম্ভাবনা

জলপাইগুড়িতে সুশান্তর বাড়ি ফাঁকা, জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে তাঁকে জেরা করতে পারে সিবিআই, এমন জল্পনা বাড়তেই কার্যত খাঁখাঁ করছে উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রভাবশালী চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত রায়ের জলপাইগুড়ির বাড়ি। বাড়ির সামনে প্রতিদিন যে গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকে সেটিও শনিবার সকাল থেকে দেখা যায়নি। ফলে চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে আমজনতার মধ্যে কৌতূহল বেড়েছে। সূত্রের খবর, সুশান্ত শুক্রবার রাতেই সপরিবার কলকাতায় গিয়েছেন। তবে, শনিবার দিনভর তাঁকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। চিকিৎসকদের অনেকেরও ফোন ধরেননি।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরই গাড়ি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন সুশান্ত। তখনও ওই তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ ঘটনা স্থলেও চাউর হয়নি। সুশান্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি। স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে তাঁর সরাসরি কোনও যোগ নেই। তারপরও তিনি কেন আরজি করে গিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের যে কয়েকজন নিয়ন্ত্রক রয়েছেন তাঁদের প্রথম দু'তিনজনের মধ্যে সুশান্ত রয়েছেন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর রাজ্য সরকার সুশান্তকে উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি)-র দায়িত্ব দিয়েছিল। সেই থেকেই উত্তরবঙ্গের আরও এক জুনিয়ার চিকিৎসককে নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে মারাত্মকভাবে প্রভাব বাড়িয়েছেন সুশান্ত। ২০২১ সাল থেকে স্বাস্থ্য ভবনে উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রভাব নিয়ে হইচই চলছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগকে ঘিরে উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রভাব নিয়ে রীতিমতো স্বাস্থ্য ভবনের দেওয়ালে পোস্টার পড়েছিল। সুশান্ত না বললে স্বাস্থ্য ভবনে একটি ফাইলও খোলা হয় না এমন অভিযোগও চিকিৎসক মহল থেকে রয়েছে। মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠী ভালোভাবেই ক্ষমতা দখল করেছে। সেখানেও সুশান্ত মূলত ছড়ি ঘোরাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে আরজি কর মেডিকেলে তরুণী ছাত্রীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সামনে আসায় বিপাকে পড়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। আর এতেই অস্বস্তি বেড়েছে

আপাতত কলকাতায়

উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠীর। বিশেষ করে ডাঃ সুশান্ত রায় এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের এক প্রাক্তনী বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পরে আরজি করে গিয়েছিলেন সুশান্ত। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ সিবিআইয়ের কাছে মুখ খুললে সুশান্তকেও সিবিআই তলব করতে পারে এমন সম্ভাবনার কথাও বিভিন্ন মহল থেকে ভাসছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার রাতে সপরিবার বাইরে কোথাও গিয়েছেন। শনিবার সকাল থেকে তাঁর বাড়ি শুনসান দেখা গিয়েছে। তাহলে কি সুশান্ত কলকাতায় পাড়ি দিয়েছেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। চিকিৎসক মহলেও সুশান্তকে নিয়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে।

ব্যবসা বন্ধে শামিল নন উত্তরের আলু ব্যবসায়ীরা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : দক্ষিণবঙ্গের ব্যবসায়ীরা আলু ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্ত জানালেও উত্তরবঙ্গের আলু ব্যবসায়ীরা তাতে শামিল হচ্ছেন না। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'আমরা আপাতত ব্যবসা বন্ধ রাখছি না। সম্প্রতি কলকাতায় দুই মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং বাধা শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়াও মিলেছে। ফলে আমরা আপাতত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব।'

ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে প্রশাসনিক বাধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এর আগে এক দফায় ব্যবসা বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছিল রাজ্যের আলু ব্যবসায়ীরা। কিন্তু বেশিদিন ব্যবসা বন্ধ ছিল না। শনিবার ফের একবার আলু ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতি। গত ১৩ অগাস্ট প্রশাসনিক বাধা বন্ধের দাবি জানিয়ে কলকাতায় রাজ্যের প্রোগ্রাম ছাড়াও তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি বিষয়ক পরামর্শদাতা প্রদীপ মজুমদার এবং কৃষিজ বিপণন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের ১৪ জনের এক প্রতিনিধিদল দেখা করে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলোতে প্রচুর আলু মজুত রয়েছে। সেগুলো বাইরে পাঠানো না হলে বড় অঙ্কের ক্ষতি হবে বলে মন্ত্রীদের লিখিতভাবে জানান ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বৈঠকে ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন দুই মন্ত্রী। তবে আপাতত আরজি কর ইস্যুতে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে দুই মন্ত্রীর আলোচনা হয়নি। সে কারণে সদ্য কলকাতা ফেরত ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্তারা আরও কিছুটা সময় দিতে চান রাজ্য সরকারকে।

'রোগীকে একটু দেখে দেবেন।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকের কাছে কাতর আবেদন। -শান্তনু ভট্টাচার্য

ছাত্রের দেহ মিলল বিধায়কের কলেজ হস্টেলে

মালদা, ১৭ অগাস্ট : আরজি করের রেশ এখনও কাটেনি। এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূল বিধায়কের ফার্মাসিস্ট কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার হল ফার্মাসি পড়ুয়ার মৃতদেহ। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করলেও মৃত ছাত্রের পরিবারের দাবি, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। এনিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। এমনকি এনিয়ে সংবাদমাধ্যমকে যেন কিছু না জানানো হয় তার জন্য হুমকিও দেওয়া হয়। যদিও শনিবার সেই সংবাদমাধ্যমে এই ঘটনা প্রচারিত হতেই অভিভাবকদের ডেকে পাঠিয়ে অভিযোগ জমা নিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ।

মৃত ছাত্রের নাম তহিদ করিম। বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর-১ অঞ্চলের কমলাবাড়ি গ্রামে। তিনি রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপুরে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের ফার্মাসি কলেজে প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করতেন। গত ১৩ অগাস্ট এই কলেজেরই হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় তহিদের দেহ। ঘটনাচক্রে সেদিনই তহিদের বাবা হস্টেলে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন।

তহিদের বাবা রেজাউল করিম পেশায় লরিচালক। তাঁর দাবি, '১২ তারিখ রাতে ছেলের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল। ১৩ তারিখ আমি রঘুনাথগঞ্জে গিয়েছিলাম। সেদিন সকাল থেকে ছেলের ফোন সুইচ অফ ছিল। তাই হস্টেলে যেতেই জানতে পারি ছেলে আর নেই।'

স্কলারশিপ তছরুপ, ধৃত ২

রায়গঞ্জ, ১৭ অগাস্ট : সংখ্যালঘু দপ্তরের পড়ুয়াদের স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে নেতাকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতরা হলেন শেখ জাকারিয়া (৩২) ও আবদুল রশিদ (৩০)। শনিবার দুপুরে ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার শাওন চৌধুরী বলেন, 'সংখ্যালঘু দপ্তরের টাকা তছরুপের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। এদিন বিচারকের কাছে সিআইডির তরফে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ডিটেকটিভ ইন্টেলিজেন্স (ডিডিআই), সিআইডি ইন্সপেক্টর মুরারিমোহন সাহা, সিআইডি (ডিএসপি) এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আবেদন করলে বিচারক হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন।' সিআইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, শতাধিক অ্যাকাউন্টে এই টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। তার মধ্যে ৫৬ অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তবে সেই অ্যাকাউন্টে কত টাকা হয়েছে তা বলতে নারাজ সিআইডি দপ্তরের কর্তারা। ২০১৬ সালে সাবধান হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা অভিযুক্ত সাতজন একজোট হয়ে স্থানীয় ব্যক্তদের পড়ুয়া দেখিয়ে সিএসপি ব্যাংকের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা তছরুপ করে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানান ওই গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আবু সানা।

৩ নাবালকের মৃত্যু, নিখোঁজ ১

কিশনগঞ্জ, ১৭ অগাস্ট : কিশনগঞ্জের পুঠিয়া ও কোচাধামনে দুই ভিন্ন ঘটনায় শনিবার দুপুরে তিন নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। এদিন বাহাদুরগঞ্জেও একটি আড়াই বছরের শিশুকন্যা নিখোঁজ হয় বলে বাহাদুরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ওই শিশুর বাবা নুর মহম্মদের অভিযোগ, মেয়েকে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছে। পুলিশ মেয়েটির খোঁজ চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে।

পুলিশ জানায়, এদিন কোচাধামনের অভাসুর গ্রামে খেলতে খেলতে বাড়ি লাগোয়া ডোবায় পড়ে সুলেমান আলম (৪)-এর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা দেহটি উদ্ধার করে। এদিন দুপুরে অন্য ঘটনায় পুঠিয়ার ধুমুনিয়া গ্রামের কাছে ডক নদীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গিয়ে মহম্মদ আজাদ (১০), মহম্মদ শাহীর (৫)-এর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে কিশনগঞ্জ সদর থেকে এসডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকেলে নদী থেকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানান, সরকারি আইন মোতাবেক মৃতদের স্বজনরা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন।

মতুয়া কমিটি

চোপড়া, ১৭ অগাস্ট : মতুয়া মহাসংঘের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি শনিবার গঠিত হল। নয়া কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন সুরেশ বিশ্বাস, কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ দাস, সহ সভাপতি হলেন কাকলি বিশ্বাস। সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মুকুল ব্যাপারী। শনিবার প্রদীপ দাস ও মুকুল ব্যাপারী জানান, সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর ও তাঁর মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুরের নির্দেশে এদিন উত্তর দিনাজপুর মতুয়া মহাসংঘ সংবর্ধনা জানায়। এদিন ঠাকুরনগরের আদলে ইসলামপুর মহাসংঘের শাখা সংগঠন উত্তর দিনাজপুর থেকে ৫০ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মালদায় দুর্ঘটনায় মৃত ৫

মালদা, ১৭ অগাস্ট : গৌড়বঙ্গ স্টেশনের কাছে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পাঁচ তরুণ। আহত দুজন।

শনিবার রাতে একটি গাড়িতে সাতজন কালিয়াচক থেকে আসছিলেন মালদায়। সেই গাড়ি ধাক্কা মারে ট্রাকে। গাড়ি সম্পূর্ণ দুমড়ে যায়। এক যাত্রীর মাথা কেটে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। পুলিশ এসে উদ্ধার করে যাত্রীদের। পাঁচজনই ঘটনাস্থলে মারা যান। এঁদের প্রত্যেকেরই বয়স কুড়ির নীচে। সবাই কালিয়াচকের আলিপুরের বাসিন্দা।

জেলার খেলা

ডিপিএসের সাঁতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : দিল্লি পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির (ডিপিএস) সুরেন্দ্র আগরওয়াল স্মৃতি আন্তঃবিদ্যালয় সাঁতার ১৩ ও ১৪ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আয়োজকরা ছাড়াও ডিপিএস ফুলবাড়ি, জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল, বিড়লা দিব্যজ্যোতি, এপিএস সুকনা, জার্মেলস অ্যাকাডেমি, মোদি পাবলিক স্কুল, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, সেক্রেড হার্ট স্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, শ্রীকৃষ্ণ প্রণামি বিদ্যানিকেতন ও দার্জিলিং পাবলিক স্কুল অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর প্রিন্সিপাল আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনিশা শর্মা, সহ অধ্যক্ষ সুকান্ত ঘোষ, প্রধান শিক্ষক অম্লান সরকার, ডিপিএস ফুলবাড়ির অধ্যক্ষা মনোয়ারা বি আহমেদ প্রমুখ।

জিতল সিটি, ভিএনসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : পুরনিগমের শিলিগুড়ি মেয়র কাপ ফুটবলে শনিবার শিলিগুড়ি সিটি এফসি টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। সিটির সুজল রায় ও কিশোরের রোহিত সাহা গোল করে। ম্যাচের সেরা সিটির সৈনিক শৈব।

পরে ভিএনসি মর্নিং সকার ১-০ গোলে জিতেছে বড়াপত্তর তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা সুমনদীপ দাস গোল পেয়েছে। রবিবার খেলবে উইনার্স কোচিং ক্যাম্প-শালুগাড়া নেতাজিবন্দু ও দাদাভাই কোচিং ক্যাম্প-শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

চ্যাম্পিয়ন তরাই

ট্রফি নিয়ে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিংয়ের ফুটবলাররা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : বিবাদী সংঘের অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিং। ফাইনালে তারা ৪-৩ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। তরাইয়ের সূর্য দেবনাথ হ্যাটট্রিক করে। তাদের অন্যটি ধর্ম দেববর্মার। বিবাদীর অবিনাশ মণ্ডল জোড়া গোল করে। অন্যটি আমজাদ আলির। প্রতিযোগিতার সেরা সূর্য। সেরা গোলকিপার ইশান্ত মল্লিক। সর্বাধিক গোলস্কোরার ও সেরা উদীয়মান ফুটবলার আয়ুস্মান দেবনাথ। সেরা ডিফেন্ডার অবিনাশ।

জয়ী মর্নিং সকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অগাস্ট : সূর্যনগর মাঠে আয়োজিত মন্টু ভট্টাচার্য ট্রফি মহিলা ফুটবলে মর্নিং সকার কোচিং সেন্টার টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতেছে উইনার্স কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা মমতা রায় ও অঙ্কিতা দাস। পুরস্কার তুলে দেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সভাপতি অমরচন্দ্র পাল, সচিব মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

---

৪২ ডাক্তারের বদলি স্থগিত

প্রথম পাতার পর

তাহলে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার কেন? স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য প্রত্যাহার না বলে বদলির নির্দেশ স্থগিত করা হল বলছে। স্বাস্থ্যসচিব নিগমের বক্তব্য, 'এই চিকিৎসকরা এখন বিভিন্ন জায়গায় পরিষেবা দিচ্ছেন। এখনকার পরিস্থিতিতে তাঁদের বদলি করলে পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। তাই বদলির সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হল।' এখনকার পরিস্থিতি বলতে চিকিৎসকদের এক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মবিরতির কথা তিনি বলতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গভীর রাত পর্যন্ত তিনি সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন। পরে বাড়ি ফিরলেও শনিবার সকাল ১০টায় ফের তাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে সিবিআই দপ্তরে ঢুকতে দেখা যায়।

সে সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করছি। দয়া করে প্রচার করবেন না যে, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তবে শনিবার রাতে এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত তিনি সিবিআই দপ্তরেই আছেন। পুলিশের তিনজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে আরজি কর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি আছেন।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার পর শনিবার দুপুরে সিবিআইয়ের কয়েকজন কর্তা আবার আরজি করে যান। তাঁরা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের কর্মীদের ব্যারাকেও গিয়েছিলেন, যেখানে থাকতেন চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একমাত্র ধৃত সঞ্জয় রায়। সিবিআইয়ের এই তৎপরতার মাঝে ৪২ চিকিৎসকের বদলির নির্দেশ ও পরে প্রত্যাহার উঠে এসেছে চর্চায়।

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসেস ডক্টরস-এর সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটার বক্তব্য, এই বদলি নিয়মমাফিক হয়ে থাকলে এত তাড়াহুড়ো না করলেও চলত। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের পক্ষে কৌশিক চাকি বলেন, 'বদলির স্বচ্ছ নীতি না থাকার জন্য এই প্রশ্ন উঠছে।'

বিজেপি অবশ্য এই বদলিকে সরকারের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছে। দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা বলেন, 'স্তালিন, হিটলার, কিম জং ইল বা ইন্দিরা গান্ধির মতো স্বৈরাচারীরা বেঁচে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাহবা দিতেন।' অন্যদিকে, আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর কথা সন্দীপ কার কাছ থেকে প্রথমে জানতে পারেন, জানার পর তিনি কী পদক্ষেপ করেছিলেন, ইত্যাদি জানতে চাইছে সিবিআই।

জাতীয় মহিলা কমিশন মেডিকেল কলেজটি ঘুরে শনিবার যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে নিরাপত্তার অভাবের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, সেই রাতে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না।

ব্যাহত পরিষেবা

কিশনগঞ্জ, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার কিশনগঞ্জে ব্যাহত হল চিকিৎসা পরিষেবা। আইএমএ-র কিশনগঞ্জ শাখার সদস্য চিকিৎসকরা এদিন চেম্বার ও নার্সিংহোম বন্ধ রেখেছেন বলে স্থানীয় শাখার সভাপতি ডাঃ একে সিনহা জানিয়েছেন। তবে এদিন সরকারি হাসপাতালের কাজকর্ম স্বাভাবিক ছিল। কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'রাজ্য চিকিৎসক সংঘের নির্দেশে আমরা প্রথমে ১৪ অগাস্ট কর্মবিরতি পালন করি। কিন্তু এদিন রোগীদের স্বার্থে ওপিডি খোলা রাখা হয়।'

এবার যৌন নির্যাতনের

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তারক্ষীর সহযোগিতা চায় সে। সেই সময় জামা দেওয়ার নাম করে রাকেশ যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর নাবালিকা কাঁদতে শুরু করলে আবাসিকরা বেরিয়ে আসেন। এরপর হাতেনাতে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায়। পরে নাবালিকার পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

মেয়ের সম্মানের কথা ভেবে অবশ্য পরিবারের কেউ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তাঁর দাবি, আরজি করের ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলছেন, 'কলকাতার পর শিলিগুড়ি। গতকাল গণধর্ষণের একটা বিষয় সামনে এসেছে। এর মধ্যে আরও একটা যৌন নির্যাতনের ঘটনা। কেন এরকম হচ্ছে, তা ভাবার সময় এসেছে এবার।'

একই কথা বলছিলেন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যন্ত বাগচী। তাঁর মন্তব্য, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না এসব কী হচ্ছে। আজ দীনবন্ধু মঞ্চে একটা গানের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে আর আমি যাইনি। কী আর যাব বলুন তো! স্কুলে ঢুকলেই বাচ্চারা আমার সামনে আসে। পরবর্তীতে ওরা সুস্থ থাকবে কি না, সেই আত্মবিশ্বাসটাই তো আর পাচ্ছি না।' তাঁর সংযোজন, 'যারা এই ধরনের কার্যকলাপ করছে, তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।'

শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকমাসে একাধিক যৌন নির্যাতনের খবর সামনে এসেছে। কখনও প্রতিবেশী, কখনও আবার পরিচিতের কাছেই যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে নাবালিকাদের। অত্যন্তার কথায়, 'আসলে এখন কাউকে বিশ্বাস করার মতো পরিস্থিতিই হারিয়ে যাচ্ছে। জানি না এর শেষ কোথায়।'

শহর শাসন মাতালদের

প্রথম পাতার পর

রাত যতই বাড়ছিল ততই যেন অন্ধকার গ্রাস করছিল শহরকে। সওয়া এগারোটায় শিলিগুড়ি জংশন রেলস্টেশন চত্বরের দৃশ্য দেখলে শিউরে উঠবেন যে কেউ। একদিকে দুই মাতাল হাতাহাতি ও গালিগালাজ করছিল, অন্যদিকে ভিআইপিদের বিশ্রামাগারের পাশে বসে প্লাস্টিকে মুড়ে আঠা দিয়ে নেশা করছিল একজন। মহিলারা দূরের কথা, কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে ওই পরিবেশে স্টেশন চত্বরে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। জংশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার মুখেও দেখা গেল রাস্তার উপর চিৎকার করছে এক মাতাল। বাসস্ট্যান্ডের ভেতরে তখন এদিক ওদিক বেঞ্চে শুয়ে-বসে জনাদশেক মহিলা। তবে কোথাও চোখে পড়েনি একজনও নিরাপত্তারক্ষী বা পুলিশ।

বাসস্ট্যান্ডের পেছনের রাস্তার শেষ মাথায় একটি গ্যাস রয়েছে। তাতে বসে একত্রিত হয়ে কিছু একটা করছিল। বাইক নিয়ে তাদের দিকে এগোতেই অন্ধকারের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায় তিনজনই। বাসস্ট্যান্ডের উল্টোদিকের ফুটপাথ এবং লাগোয়া গলিতে সেইসময় দেখা গেল একদল বৃহন্নলার দাপাদাপি। রাস্তার পাশে অন্ধকার ঝুপড়িগুলিতে ওঁত পেতে বসে থাকে তারা। পথচারী, বাইকচালক দেখলে কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। স্থানীয় দোকানদাররা বলছেন, এটা নিত্যদিনের ঘটনা। বহুবার পুলিশে জানালেও কাজ হয়নি। সৌনে বারোটা নাগাদ দার্জিলিং মোড়ের রেল ওভারব্রিজ এলাকায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাধ্য হয়ে বাইকের গতি কমাতে হল। কেন গুরুত্বপূর্ণ ওই মোড়ের সমস্ত পথবাতি বন্ধ তা বোঝা গেল না।

রাত বারোটার সেবক রোড অন্য শিলিগুড়ির খবর দিচ্ছিল। একের পর এক দামি গাড়ি প্রচণ্ড বেগে এদিক-ওদিক ছুটছিল। একটি জুয়েলারি শপের সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়া তেমন একটি গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে চিৎকার করছিল এক তরুণ। সেই গাড়ি গিয়ে থামল একটি সিংগিং বারের সামনে। সেবক রোডে থাকা বেসরকারি চোখের হাসপাতালের কাছে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোয় বসে দুই তরুণ জলের বোতলে মদ মেশাচ্ছিল। কাছে যেতেই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল বোতল।

পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি স্কুটারের পেছনে বসে বারবার বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ছিল এক তরুণী। চালক তরুণকে সেকথা জানিয়ে সাবধান করতে গিয়ে বোঝা গেল, সেও নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। বিধান রোডের অটোস্ট্যান্ডের পাশে মারধরেও কী কারণে জটলা করে রয়েছে তরুণের দল, জিজ্ঞাসা করলেও তার উত্তর মেলেনি। উত্তর মেলেনি আরও অনেক প্রশ্নের। তবে এত প্রশ্নের মধ্যেও যে প্রশ্ন সবথেকে বড় হয়ে উঠেছে তা হল, মাঝরাতে শিলিগুড়ি শহরে বিপদে পড়লে রক্ষা করবে কে?

পঞ্চানন বর্মার নামে ব্যাকটিরিয়া

প্রথম পাতার পর

রণধীরের কথায়, 'পঞ্চানন বর্মা উত্তরবঙ্গ তথা রাজবংশী সমাজের গণজাগরণের পথিকৃৎ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই আমরা তাঁর নামে নতুন ব্যাকটিরিয়ার নামকরণ করেছি। নিয়ম মেনে এক্ষেত্রে দুজন আন্তর্জাতিক নামকরণ বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে পঞ্চানন বর্মার নাম চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।'

কেন উল্লেখযোগ্য ব্যাকটিরিয়ার এই নতুন প্রজাতি? গবেষকরা জানিয়েছেন, ব্যাকটিরিয়াটি ৪ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। প্রায় আট শতাংশ দ্রবীভূত লবণেও এর ক্ষতি হয় না।

লেকেরসিয়া বরমাই গ্লিসারল হজম করতে পারে। যাতে গবাদিপশু বা অন্য তৃণভোজীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বহু গাছ তাদের পাতায় নাইট্রো প্রপায়নিক অ্যাসিড নামে এক ধরনের প্ল্যান্ট টক্সিন তৈরি করে। সেইসব গাছের পাতা গবাদিপশু বা তৃণভোজীরা খায় না।

আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়া সেই উদ্ভিজ্জাত বিষকেও হজম করে ফেলতে পারে। নানা কারণে মাটিতে ইউরিয়া মেশানো হয়। অতিরিক্ত ইউরিয়া মেশার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে গিয়ে মাটি বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে।

গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, নতুন ব্যাকটিরিয়া সেই ইউরিয়া ভেঙে দিতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতেও কাজ করে লেকেরসিয়া বরমাই।

বেশিরভাগ ব্যাকটিরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হলেও নতুন ব্যাকটিরিয়াটি অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভ। অর্থাৎ যে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেই ব্যাকটিরিয়াটি মেরে ফেলা সম্ভব। এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া বিজ্ঞানের গবেষণায় নানা কাজে লাগতে পারে বলেই মত রণধীরের।

অজান্তেই উদ্ভিজ্জাত বিষ খেয়ে নানা সময় গবাদিপশু ও তৃণভোজীরা অসুস্থ হয় বা মারা যায়। নতুন ব্যাকটিরিয়ার উৎসেচক ব্যবহার করে আক্রান্ত পশুর জন্য ওষুধ তৈরি হতে পারে বলেও জানিয়েছেন গবেষকরা। অ্যালকোহলের মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের সময় গ্লিসারল উৎপন্ন হয়। তাতে প্রক্রিয়ার গতি কমে আসে। সেসব ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করলে তা গ্লিসারল হজম করে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সবমিলিয়ে জীববিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে লেকেরসিয়া বরমাই।

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে কমিটি কেন্দ্রের

মোদির হস্তক্ষেপ চায় আইএমএ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কমিটি গঠন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। আরজি কর কাণ্ডের জেরে বিভিন্ন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবিষয়ে বারবার সরব হওয়ার পরেই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধও করা হয়েছে সরকারের তরফে। কেন্দ্রের কমিটিতে রাজ্য সরকারগুলি সহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে যে কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে দ্রুত এবং যথোপযুক্ত সমাধান নিশ্চিত করা যায়। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) প্রেসিডেন্ট আরভি অশোকান শনিবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'সময় এসে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপের সময় এসেছে। আমরা তাঁকে সেই ব্যাপারে চিঠি লিখব।'

আইএমএ-র ডাকে শনিবার দেশব্যাপী ধর্মঘট শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে আইএমএ-র সাধারণ সম্পাদক অনিলকুমার জে নায়েক বলেন, 'যতদিন না দেশের সমস্ত হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, ততদিন প্রতিবাদ চালিয়ে যাব আমরা।' তিনি আরও বলেছেন, 'আরজি করের মৃত চিকিৎসকের পরিবার আমাকে জানিয়েছে, যে দিন তাঁর মৃত্যু হয় সেদিনও সে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় জানিয়েছিল, গোল্ড মেডেল আমি আনবই।' যদিও সে স্বপ্ন তাঁর অধরাই থেকে গিয়েছে, আক্ষেপ করে জানালেন আইএমএ'র সাধারণ সম্পাদক। জানালেন, যতদিন না আরজি করের নিহত চিকিৎসকের পরিবার সুবিচার পাচ্ছে ততদিন আইএমএ তাদের পাশে থাকবে এবং সুবিচারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, 'একজন চিকিৎসককে তার কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ এবং খুন করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সরকার যাতে এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনে, তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডাকে চিঠি লিখে আইএমএ তাদের পাঁচ দফা দাবি তুল ধরেছে।

একনজরে

- ১৮৯৭-এর মহামারি আইনে যেসব সংশোধনী গত বছর আনা হয়েছিল, সেগুলি হাসপাতাল সুরক্ষা বিল, ২০১৯-এর সঙ্গে যুক্ত করে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন
- হাসপাতালে বিমানবন্দরের মতো কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- চিকিৎসকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরজি করে চিকিৎসক খুনের তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা
- ভুক্তভোগী পরিবারকে ক্ষতিপূরণ

১৮৯৭ সালের মহামারি আইনে যে সংশোধনীগুলো ২০২৩ সালে আনা হয়েছিল, সেগুলোকে হাসপাতাল সুরক্ষা বিল, ২০১৯-এর সঙ্গে যুক্ত করে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি হাসপাতালে বিমানবন্দরের মতো কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা দিতে হবে। চিকিৎসকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

নিজেদের দাবি পূরণ না হলে আপৎকালীন পরিষেবাতেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন দিল্লিতে বিক্ষোভরত চিকিৎসকরা। বিচারের দাবিতে শনিবার চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখানোর কারণে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

সুবিচার চাই। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রেক্ষাপটে গোটা দেশে বিক্ষোভ জারি রেখেছেন চিকিৎসক, পড়ুয়ারা। বেঙ্গালুরুতে চলছে বিক্ষোভ মিছিল। (নীচে) বারাণসীর এক হাসপাতালে ডাক্তার না পেয়ে অসহায় পরিবার।

আরজি কর চিঠি ব্রিটিশ ভারতীয়দের

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বাংলার পাশে আগেই দাঁড়িয়েছিল লন্ডন থেকে আটলান্টা। এবার নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার চেয়ে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে খোলা চিঠি লিখলেন ব্রিটেনবাসী ভারতীয়রা।

ওই চিঠিতে আরজি কর কাণ্ডের কড়া নিন্দা করে বলা হয়েছে, ধর্ষণ-খুনের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ভাঙচুর চালিয়েছে, প্রতিবাদকারীদের মারধর করেছে ও আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা দিয়েছে।

অনাবাসী ভারতীয়দের দাবি, আরজি করের ঘটনা মহিলাদের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা হিংসার একটি লক্ষণ। মহিলাদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল তৈরি ও উপযুক্ত বিচারপ্রক্রিয়া তৈরির বদলে মমতা সহ সরকারের নেতারা আগেও নির্যাতিতাদের অপমান ও লিঙ্গবৈষম্যমূলক মন্তব্য করেছেন।

ঘটনার দ্রুত বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন অনাবাসী ভারতীয়রা। দাবি, চলতি তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন করতে হবে। নির্যাতিতার অবমাননা করা হলে নিতে হবে আইনি ব্যবস্থা। এর আগে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকার রঙে সাজানো লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনের সামনেই সমবেত হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা। আয়োজকদের কথায়, 'বিদেশ থেকেও আরজি করে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া প্রয়োজন।' ২২ অগাস্ট পার্লামেন্ট স্কোয়ারে গান্ধিমূর্তির সামনে প্রতিবাদসভার ডাক দিয়েছেন ব্রিটেনের ভারতীয়রা।

সরব পড়শি বাংলাদেশের মানুষও। তাঁদের প্রথম দাবি, মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি। দ্বিতীয় দাবি, নারীর সুরক্ষা। বুধবার এপার বাংলার 'মেয়েদের রাত দখল' কর্মসূচির অনুকরণে রাত জেগেছে ওপার বাংলার ঢাকা এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ডাকে পালিত হয় 'মেইফুয়া অক্কল রাইত দহল গরো'

প্রতিবাদে রাত জাগল বাংলাদেশ

(মেয়েরা রাত দখল করো) কর্মসূচি। শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও হয় একই কর্মসূচি। সব জায়গাতেই মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অন্যদিকে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে লিখিত বিবৃতি দিয়েছে পাকিস্তান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার সকালে দিল্লিতে পৌঁছেছে সেই বিবৃতি। তাতে বলা হয়েছে, ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক, দোষীকে গ্রেপ্তারে পদক্ষেপ করুক তারা।

মমতার পাশে অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে ক্রমশ বিরোধের সুর বাড়ছে। স্থানীয় প্রশাসন প্রকৃত অভিযুক্তদের আড়াল করছে বলে সুর চড়িয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণের প্রসঙ্গ তুলে ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। কিন্তু এই ইস্যুতে এবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে পালটা সুর চড়ালেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। তৃণমূলনেত্রীকে সমর্থন করে তিনি বলেন, 'উনি নিজেও একজন মহিলা। একজন মহিলার যন্ত্রণা উনি বোঝেন।' এরপরই বিজেপিকে নিশানা করেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় বিজেপি রাজনীতি করছে। এটা হওয়া উচিত নয়। এই ঘটনায় চিকিৎসকেরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু বিজেপি রাজনীতি করছে।' উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের কাছে এক দলিত মহিলার আত্মবলিদানের ঘটনা নিয়েও সরব হয়েছেন অখিলেশ। তিনি বলেন, 'বিজেপির লোকজন এই ঘটনা নিয়ে কিছু বলছে না।'

শপিং মলে বোমাতঙ্ক

গুরুগ্রাম, ১৭ অগাস্ট : শনিবার গুরুগ্রামের অ্যাম্বিয়েন্স মলে বোমাতঙ্ক ছড়াল। ওই অভিজাত শপিং মলের কর্তৃপক্ষের কাছে শনিবার সকালে হামলার হুমকি দিয়ে একটি ই-মেল পাঠানো হয়। খবর যায় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াডের কাছে। বিশাল পুলিশবাহিনী এসে শপিং মল থেকে লোকজনকে বের করে দেয়। শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু কোথাও কোনও বিস্ফোরক খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে নয়ডার সেক্টর ১৮-এ ডিএলএফ মলে মক ড্রিল করে পুলিশ।

ওষুধের বাক্সে তেজস্ক্রিয় পদার্থ!

লখনউ, ১৭ অগাস্ট : একঝলক দেখলে মনে হবে সাধারণ ওষুধভর্তি বাক্স। তার মধ্যেই ভরা ছিল তেজস্ক্রিয় পদার্থ। সেই তেজস্ক্রিয় বেরিয়ে আসায় শনিবার আতঙ্ক ছড়াল লখনউয়ের চৌধুরীচরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এদিন ৩ নম্বর টার্মিনালে মালপত্র তল্লাশির সময় একটি ওষুধের বাক্স থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে আসে। তলব করা হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। জানা গিয়েছে, বাক্সের মধ্যে ক্যানসার চিকিৎসার ওষুধ ছিল। সেখান থেকেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে। আতঙ্ক ছড়ালেও এর জেরে বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রভাব পড়েনি।

ভিনেশই কি ঘুঁটি কংগ্রেসের

দেশে ফিরতেই কুস্তিগিরের ছায়াসঙ্গী হুডা-পুত্র

চণ্ডীগড়, ১৭ অগাস্ট : হরিয়ানা আর কুস্তির দঙ্গল, হরিহর আত্মাই বলা যায়। অলিম্পিক সহ একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান থেকে হরিয়ানার কুস্তিগিররা বারবার পদক জিতে এসেছেন। কুস্তির পাশাপাশি রাজনীতির দঙ্গলেও জাঠভূমের খ্যাতি কম নয়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ১ অক্টোবর এক দফায় রাজ্যের ৯০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল প্রকাশিত হবে ৪ অক্টোবর। সেই কারণে হরিয়ানার রাজনীতির পারদ এখন ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। ভোটযুদ্ধের এহেন দঙ্গলে এবার কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান ঘুঁটি হতে চলেছেন পদকজয়ী কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট। অন্তত হরিয়ানার বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপিন্দর সিং হুডা এবং তাঁর ছেলে তথা রোহতকের কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর সিং হুডা যেভাবে শুরু থেকে ভিনেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে সেই ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট। শনিবার প্যারিস থেকে দেশে ফেরেন ভিনেশ।

বিজেপির তরফে ভারতের 'সোনার মেয়ে'কে অভ্যর্থনা জানানোর পরিকল্পনা থাকলেও তা ভেস্তে দেন দীপেন্দর সিং হুডা। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনি এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাকর্মী ভিনেশকে জয়ীর সংবর্ধনা দেন। তাঁকে নিয়ে বিমানবন্দর থেকে একটি রোড শোও করেন দীপেন্দর। সেখানে হাজির ছিলেন আরও এক কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। দীপেন্দর সিং হুডা বলেন, 'ভিনেশ সর্বদা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। দিল্লি থেকে হরিয়ানার বালালি গ্রাম পর্যন্ত পুরো রাস্তায় মানুষ আমাদের মেয়েকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়েছিলেন।' এর আগে মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার অভিযোগে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা বিজেপির প্রভাবশালী নেতা ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ভিনেশ সহ কুস্তিগিররা যন্তরমন্তরে প্রতিবাদে নেমেছিলেন। তখনও সর্বপ্রথম তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দীপেন্দর সিং হুডা।

দিল্লি বিমানবন্দরের বাইরে ভিনেশ ফোগটকে স্বাগত জানাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা দীপেন্দর সিং হুডা। শনিবার।

রাজনৈতিক মহলের খবর, ভিনেশকে আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করারও চিন্তাভাবনা চলছে কংগ্রেসের অন্দরে। তবে যেহেতু তিনি কুস্তি থেকে এখনই অবসর নিচ্ছেন না তাই প্রার্থী না করলেও ভোটপ্রচারে নামাতে পারে কংগ্রেস। এর আগে দীপেন্দরের ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভা আসনে তাঁকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভুপিন্দর সিং হুডা। কিন্তু বয়সের কারণে ভিনেশকে প্রার্থী করা সম্ভব নয় কংগ্রেসের পক্ষে। এই পরিস্থিতিতে জাঠভূমের নির্বাচনি আখড়ায় ভিনেশকে সামনে রেখে বিজেপিকে ধরাশায়ী করতে মরিয়া হাত শিবির।

পদ্ম শিবিরও একেবারে হাত গুটিয়ে বসে নেই। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনি এদিন বলেন, 'ভিনেশ ফোগটের সঙ্গে রয়েছে হরিয়ানা সরকার এবং বিজেপি। উনি আমাদের কন্যা এবং আমরা সবসময় ওঁর সঙ্গে থাকব।' কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টস ভিনেশের আর্জি নাকচ করে দিলেও হরিয়ানা সরকার তাঁকে অলিম্পিকে রুপোর পদকজয়ী হিসেবেই দেখবে বলে ঘোষণা করেছে।

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিপদে যোগী সরকার

লখনউ, ১৭ অগাস্ট : সহকারী শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে বিপাকে পড়ল উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। ২০২০ সালের জুন এবং ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ৬৮০০ জন প্রার্থীর যে নিয়োগ তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নতুন করে ৬৯ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। সবকিছু করে ফেলতে হবে আগামী তিন মাসের মধ্যে। গতবছর ১৩ মার্চ সিঙ্গল বিচারপতির বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মহেন্দ্র পাল এবং অন্যরা ৯০টি বিশেষ আপিল করেছিলেন। শুক্রবার সেই মামলাগুলির নিষ্পত্তি করে বিচারপতি এআর মাসুদি এবং বিচারপতি ব্রিজরাজ সিংয়ের বেঞ্চ। তবে নতুন করে নিয়োগ তালিকা প্রস্তুত করার কথা বললেও ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি সংরক্ষিত শ্রেণির ৬৮০০ প্রার্থীর নিয়োগ তালিকা বাতিলের যে সিদ্ধান্ত সিঙ্গল বিচারপতির বেঞ্চ নিয়েছিল তা বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, '৬৯ হাজার সহকারী শিক্ষকের নিয়োগের ব্যাপারে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা করা বিজেপি সরকারের চক্রান্তের সমুচিত জবাব। সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়া নিয়ে বিজেপির জেদ হাজার হাজার নির্দোষ চাকরিপ্রত্যাশীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।' রাহুল বলেছেন, 'পাঁচটা বছর ধাক্কা খেয়ে বরবাদ হওয়ার পর যাঁরা নতুন তালিকা অনুযায়ী চাকরি পাবেন এবং যাঁদের নাম নতুন তালিকা থেকে বাদ পড়তে যেতে চলেছে উভয়েরই দোষী হল শুধু বিজেপি। যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদের লড়াইয়ে বাধ্য করা বিজেপি সরকার প্রকৃত অর্থেই তরুণদের শত্রু।' রাহুল একা নন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের স্ত্রী তথা দলীয় সাংসদ ডিম্পল যাদব। তিনি বলেন, 'হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে নতুন করে এই নিয়োগ হতে চলেছে। এটা খুব ভালো। মানুষ যে তাঁদের অধিকার পাবেন তার জন্য আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এটা সবার জয়। রাজ্যেরও জয়।' বিজেপিকে বিঁধে বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী বলেন, 'সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিকমতো হয়নি বলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থায়।' আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছিলেন, ৬৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারি আধিকারিকরা যে সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন সেটি যথাযথ ছিল না। যে ৬৮০০ জন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা।

হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন রাগা

> ৬৯ হাজার সহকারী শিক্ষকের নিয়োগের ব্যাপারে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা করা বিজেপি সরকারের চক্রান্তের সমুচিত জবাব। সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়া নিয়ে বিজেপির জেদ হাজার হাজার নির্দোষ চাকরিপ্রত্যাশীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

কমলাকে হারাতে তুলসীই টেক্কা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৭ অগাস্ট : কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প!

নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প মুখোমুখি হবেন প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসের। দুই প্রার্থীর প্রথম বিতর্কটি হবে ১০ সেপ্টেম্বর মার্কিন গণমাধ্যম এবিসি স্টুডিওতে। ইতিমধ্যে জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্প ও কমলার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে। যদিও সমীক্ষায় একটু হলেও ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন কমলা।

প্রথম বিতর্কেই কমলাকে কবজা করতে অভিনব কৌশল নিয়েছেন ট্রাম্প। ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি যুদ্ধে তিনি সাহায্য নিচ্ছেন আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিকের। তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাক্তন নেত্রী তুলসী গাবার্ড। তুলসীই হতে পারেন দ্বিতীয়বার দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের ট্রাম্প কার্ড।

ট্রাম্পের বাগানবাড়িতে রীতিমতো বাগযুদ্ধের মহড়া চলছে। সেই অনুশীলনে রিপাবলিকান নেতার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তুলসী। বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্পের মুখপাত্র ক্যারোলিন লিভিট। তিনি জানিয়েছেন, 'পেশাদার তার্কিক

'ভারতীয়' অংক রিপাবলিকানদের

হিসাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও খ্যাতি রয়েছে ট্রাম্পের। বিতর্কের জন্য তাঁর কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তবে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও শানিত করে তুলতে তুলসী গাবার্ডের মতো কয়েকজন নীতি-উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। ২০২০ সালের এক বিতর্কসভায় কমলা হ্যারিসকে জোর টক্কর দিয়েছিলেন তুলসী। ফলে কীভাবে কথার প্যাঁচে কমলাকে ধরাশায়ী করা যায়, সে নিয়ে তুলসীর মতামত নিচ্ছেন ট্রাম্প।'

কে এই তুলসী গাবার্ড? এক সময়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতেই ছিলেন তুলসী। ২০২০ সালে জো বাইডেনের সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের দৌড়েও তিনি শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান। এরপর বাইডেন সরকার ও দলীয় সহকর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলতে দেখা যায় তুলসীকে। তাঁর দাবি ছিল, বর্তমান সরকার প্রতিটি ইস্যুতে বর্ণ বিচার করে কাজ করে। শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে ইন্ধন জোগায়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে 'যুদ্ধবাজ ও বর্ণবিদ্বেষী' বলেও তোপ দেগেছিলেন 'মার্কিন হিন্দুত্ববাদী' তকমা পাওয়া তুলসী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুরাগী ও সমর্থক হিসাবে পরিচিত তুলসীকে সঙ্গে নিয়ে অনাবাসী ভারতীয়দেরও ট্রাম্প কাছে টানতে চাইছেন বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব অর্থনীতিতে

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : ভারতের অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আইএমএফ) প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ। জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ঠেকাতে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে গোপীনাথ বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে আর্থিক বৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব ফেলছে সেই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।'

তাঁর কথায়, 'ভারতের ঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি হল জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা দেখছি যে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা শস্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ আয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এশিয়াকে একটি অঞ্চল হিসাবে দেখেছি। এশিয়ায় তাপমাত্রা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বিশ্বের গড় তাপমাত্রার চেয়ে বেশি। ভারতে ১৯৫০ থেকে ২০১৮'র মধ্যে গড় তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু বিপর্যয় আগামী দশকে একটি বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।' এদেশে কর্মসংস্থানের ওপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক প্রভাব সীমিত থাকবে বলেও মনে করেন গোপীনাথ।

পার্লামেন্টে কিল-ঘুসি

আঙ্কারা, ১৭ অগাস্ট : তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। তরপর কিল-ঘুসি-চুলোচুলি। মারের বদলে পালটা মার। শুক্রবার এমনই ঘটনা পরম্পরার সাক্ষী হল তুরস্কের পার্লামেন্ট। সরকার ও বিরোধী সাংসদদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সভাকক্ষ। ঘটনায় দুই সাংসদ গুরুতর আহত হয়েছেন। দু'জনেরই মাথায় চোট লেগেছে। গোলমালের সূত্রপাত এক বিরোধী সাংসদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেওয়াকে কেন্দ্র করে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে গতবছর এক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছিল তুরস্কের পুলিশ। জেলে থাকা অবস্থায় ভোটে লড়ে জিতে যান তিনি। ক্যান আটলায় নামে ওই সাংসদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ বাতিল করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার পক্ষ। প্রতিবাদ জানিয়েছে বিরোধী দল ওয়ার্কার্স পার্টি। দলের সাংসদ আহমেদ সিক বিরোধী সাংসদের রক্ষকবচ বাতিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। আচমকা তাঁর দিকে তেড়ে যান শাসকদল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির সাংসদ আলপে ওজালান। সিকের মুখে ঘুসি মারেন তিনি। এরপরেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পরেন শাসক ও বিরোধী শিবিরের সাংসদরা।

আজব দুনিয়া

মাটি থেকে উদ্ধার স্বর্ণমুদ্রা

তুরস্কের নোশন শহরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি পাত্র মিলেছে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে পাত্রটি মাটিতে লুকোনো ছিল। নোশন একসময়ে গ্রিসের অধীনে আসে। গ্রিকরা নোশন দখলে রাখে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্রিস্টোফার রাটের মতে, মুদ্রাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। নোশনে গ্রিসের বহু নিদর্শন রয়েছে। ক্রিস্টোফার ও তাঁর দলের সদস্যরা এক দশক আগে নোশনে গবেষণা শুরু করেন। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয় ২০২২-এ।

পৃথুল স্বামী, বিচ্ছেদ

স্বামী অসম্ভব মোটা। তাঁর সঙ্গে সহবাস সম্ভব নয়। এই কারণ দেখিয়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা হয় তাইওয়ানের এক আদালতে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে যায় মামলা। ২০১৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। দম্পতির দুটি সন্তান রয়েছে। বিচারক জানান, তাঁদের সম্পর্ক এতটাই শীতল হয়ে গিয়েছে যে, এটা ঠিক হওয়া অসম্ভব। তিনি বিচ্ছেদে সম্মতি দিয়েছেন।

হাই হিলে শিথিল

চিনে বিমানবালাদের হাই হিল জুতো পরা আর বাধ্যতামূলক নয়। এই ব্যবস্থা নিয়েছে বেসরকারি বিমান সংস্থা হুনান এয়ার ট্রাভেল। সংস্থাটির সিদ্ধান্ত সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এসেছে। প্রশংসিত হয়েছে। সবাই খুশি। সংস্থাটি জানিয়েছে, মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য আনতে এই সিদ্ধান্ত। বারো বছর ধরে হাই হিল পরেছেন এমন এক কেবিন কর্মী জানিয়েছেন, এই প্রথম তিনি হিল ছাড়া জুতো পরেছেন। এমন জুতো পরে তাঁর দায়িত্বপালন আরও সহজ লাগছে।

প্রযুক্তি দিয়ে চুরি

আইনে স্নাতকোত্তর করে আইন ভাঙলেন এক ব্যক্তি। দানের উদ্দেশে রাখা বৌদ্ধ মন্দিরের দান বাক্সের কিউআর কোড বদলে নিজের নামে কিউআর কোড বসিয়ে প্রচুর অর্থ পকেটে ভরেন। চিনের শানসি, সিচুয়ান, চংকিং প্রদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির থেকে ৪ হাজার ২০০ ডলারেরও বেশি অর্থ হাতিয়েছেন। চলতি মাসে মন্দিরে থাকা সিসিটিভির ফুটেজ দেখে পুলিশ তাকে ধরেছে। পুলিশের কাছে দোষ স্বীকার করেছে ধৃত ব্যক্তি। অর্থ ফেরত দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা বলছেন, খারাপ কাজ করলে ভগবান নয়, তা দেখে ফেলবে সিসিটিভি।

বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দিয়ে বিতর্কে রাজ্যপাল

জমি দুর্নীতিতে চাপে সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১৭ অগাস্ট : জমি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট। জমি দুর্নীতি কাণ্ডে সিদ্দারামাইয়ার নাম জড়িয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সম্মুখ সমরে নেমে পড়েছে কংগ্রেস-বিজেপি। রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের চাপে রাজ্যপাল সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন।

বিজেপি অবশ্য কংগ্রেসের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়েছে গেরুয়াশিবির। এদিকে জমি কাণ্ডে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর নাম জড়ানো হয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফার দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন সিদ্দারামাইয়া। তিনি বলেন, 'এটা বিজেপি-জেডিএসের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র। আমি কোনও অন্যায় করিনি। পুরো মন্ত্রীসভা আমার সঙ্গে রয়েছে। হাইকমান্ড আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত বিধায়ক এবং বিধান পরিষদ সদস্য আমার পাশে রয়েছেন।'

> এটি বিজেপি-জেডিএসের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র। আমি কোনও অন্যায় করিনি। পুরো মন্ত্রীসভা আমার সঙ্গে রয়েছে। হাইকমান্ড আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত বিধায়ক এবং বিধান পরিষদ সদস্য আমার পাশে রয়েছেন।
>
> **সিদ্দারামাইয়া**
> মুখ্যমন্ত্রী, কর্ণাটক

সমাজকর্মীর দাবি

- মানবসম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না
- ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে প্রথমে তরুণ সম্প্রদায়কে আরও বেশি শিক্ষিত এবং দক্ষ করে তুলতে হবে
- চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার সোনালি সময়ে আর্থিক বৃদ্ধির যে হার ছিল ভারত তার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে
- ৬ শতাংশ বৃদ্ধিকেই বিরাট কিছু বলে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে

রাজ্য সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনার সূত্রপাত স্নেহময়ী কৃষ্ণ নামে একটি সমাজকর্মীর অভিযোগকে কেন্দ্র করে। রাজ্য পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, মাইসুরু নগরোন্নয়ন সংস্থার (মুডা) জমি বেআইনিভাবে বণ্টন করা হয়েছে। জেলা শাসক, ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি এই দুর্নীতিতে যুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী পার্বতী এবং শ্যালক মল্লিকার্জুন। স্নেহময়ীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর শ্যালক জমি জালিয়াতির জন্য মুডার দপ্তরে জাল নথি পেশ করেছেন। অভিজাত এলাকায় বেআইনিভাবে মূল্যবান জমির মালিক হয়েছেন সিদ্দারামাইয়ার স্ত্রী পার্বতী। বিষয়টি সম্পর্কে কর্ণাটকের রাজ্যপাল, মুখ্যসচিব এবং রাজস্ব বিভাগের প্রিন্সিপাল সচিবকে অবগত করেছেন ওই সমাজকর্মী। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারপ্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল।

এদিন একযোগে রাজ্যপালের নির্দেশের বিরোধিতা করেছেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা। রাজ্যের মন্ত্রীরাও প্রতিবাদ জানান। উপমুখ্যমন্ত্রী ডি শিবকুমার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বেআইনি। আমরা আইনি এবং রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করব। মুখ্যমন্ত্রী কোনও চাপের সামনে নতিস্বীকার করবেন না। তাঁর পদত্যাগের প্রশ্ন নেই। অনগ্রসর শ্রেণির মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া দ্বিতীয়বার সরকার চালাচ্ছেন। এটা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।' রাজ্যপালের উদ্দেশে শিবকুমার বলেন, 'রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তাঁর রাজনৈতিক প্রভুদের সন্তুষ্ট করার জন্য একটি সাংবিধানিক সংকটের জন্ম দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এর পিছনে রয়েছে। তবে আমরা নিজেদের অবস্থানে অনড়।' কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেন, 'কেন্দ্রের চাপে রাজ্যপাল দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ জারি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্ন নেই। আমরা সিদ্দারামাইয়ার পাশে রয়েছি।'

মোদিকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ ইউনূসের

এ এইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৭ অগাস্ট : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নিয়েছেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানিয়েছেন, ইউনূসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘদিনের। তাঁর নেতৃত্ব বাংলাদেশের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। শনিবার দিল্লিতে আয়োজিত ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সম্মেলনে অংশ নিয়ে মোদিকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ইউনূস।

দিল্লির উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে অংশগ্রহণের আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল তাঁর। সেই সময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনাকে বিভিন্ন মাধ্যমে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বলে মোদিকে জানান তিনি। ভারতীয় সাংবাদিকদের বাংলাদেশে এসে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করার অনুরোধ জানিয়েছেন ইউনূস। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে রূপান্তর করতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচন, বিচার, স্থানীয় সরকার, সংবাদমাধ্যম, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ। বাংলাদেশে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান গ্লোবাল সাউথের তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছে।'

গ্লোবাল সাউথে খাদ্য নিরাপত্তায় জোর মোদির

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : খাদ্য ও শক্তি সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উন্নয়নের পথে যাত্রা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। শনিবার ভারতের উদ্যোগে আয়োজিত ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ ভার্চুয়াল সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভিডিও কনফারেন্স বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আজ আমরা এমন একটা সময়ে মিলিত হয়েছি যখন চারদিকে অনিশ্চয়তার পরিবেশ। বিশ্ব

> আমরা শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি না, এখন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আমাদের সমাজের পক্ষে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি,** প্রধানমন্ত্রী

এখনও পুরোপুরিভাবে কোভিডের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। যুদ্ধ পরিস্থিতি আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।' মোদির কথায়, 'আমরা শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি না, এখন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আমাদের সমাজের পক্ষে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তিগত বিভাজন এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত নতুন আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলিও প্রবলতর হয়ে উঠেছে।'

গত শতাব্দীতে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারেনি বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এবারের গ্লোবাল সাউথ সম্মেলনে যোগ দিতে বিভিন্ন দেশের শীর্ষনেতাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এদিন ঢাকা থেকে ভার্চুয়াল সম্মেলনে যোগ দেন ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে এই প্রথম কোনও বহুদেশীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেন তিনি।

কুর্সির মোহেই কি পদ্মমুখী চম্পাই সোরেন

রাঁচি, ১৭ অগাস্ট : ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তার আগেই থরহরিকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক জেএমএমের অন্দরে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন শীঘ্রই জেএমএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে ব্যাপক জল্পনা চলছে রাঁচির রাজনৈতিক মহলে। জুলাই মাসে হেমন্ত সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়া নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না চম্পাই। সূত্রের খবর, হেমন্তের সঙ্গে কুর্সি নিয়ে মতবিরোধের কারণেই জেএমএম ছেড়ে পদ্মমুখো হতে চলেছেন তিনি।

যদিও শনিবার চম্পাই তাঁর দলত্যাগ ঘিরে যাবতীয় জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি জানি না কী গুজব রটানো হয়েছে। কী খবর চলছে সেটাও জানি না। তাই আমি সেগুলি সত্যি না মিথ্যে সেই কথা বলতে পারব না। আমি কিছুই জানি না। আমি যেখান ছিলাম, সেখানেই রয়েছি।' গত জানুয়ারি মাসে জমি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন হেমন্ত সোরেন। ২ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন চম্পাই সোরেন। কিন্তু জামিনে মুক্তি পেয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির দাবি জানান হেমন্ত। ৩ জুলাই চম্পাই সোরেন মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন। তারপর থেকেই চম্পাইকে নিয়ে

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দীপক প্রকাশ বলেন, 'চম্পাই সোরেন একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব। ঝাড়খণ্ডের সাড়ে তিন কোটি মানুষ ওঁর কাজে খুশি ছিলেন।'

তথ্য তালাশ

সেনাদের সমাগম

নিজেদের প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষা করেন সেনারা। দেশকে নিরাপত্তা দিতে হাতে তুলে নিয়েছেন অস্ত্র। তাদের জন্যই সুরক্ষিত থাকে সীমান্ত, তাদের জন্যই নিরাপদে দিনযাপন করেন দেশবাসীরা। এক্ষেত্রে এগিয়ে লালফৌজ। লাখো লাখো ভারতবাসীও একাজে ব্রতী হয়েছেন। প্রথম পাঁচে আর কোন দেশ? রইল তালিকা...

১. চিন	২০ লক্ষ
২. ভারত	১৪ লক্ষ
৩. আমেরিকা	১৩ লক্ষ
৪. উত্তর কোরিয়া	১২ লক্ষ
৫. রাশিয়া	৯০০ হাজার

পিস্তল নিয়ে প্রতিবাদে গুজরাটের ডাক্তার

আহমেদাবাদ, ১৭ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এরই মধ্যে গুজরাটে পিস্তল নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। গুজরাটের আম্রেলিতে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে জিজে গজেরা নামে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত চিকিৎসক এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

আম্রেলির সহকারী পুলিশ সুপার চিরাগ দেশাই জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। একটি মোমবাতি মিছিলের জন্য রাজকমল চকে জমায়েত করেছিলেন চিকিৎসক ও ডাক্তারি পড়ুয়ারা। ওই মোমবাতি মিছিল শুরুর আগে মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন অভিযুক্ত চিকিৎসক। তখনই তিনি একটি পিস্তল উঁচিয়ে ধরেন বলে অভিযোগ।

সহকারী পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, জনমানসে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই ওই চিকিৎসক পিস্তল বের করেছিলেন। ওই পিস্তলের লাইসেন্স ছিল তাঁর কাছে। পুলিশের দাবি, লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত জেলা শাসকের জারি করা নির্দেশিকা মানেননি ওই চিকিৎসক। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, অস্ত্র আইন ও গুজরাট পুলিশ আইনের একাধিক ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার রাতে আম্রেলিতে ওই মোমবাতি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকরা।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল

সিমলা, ১৭ অগাস্ট : সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে জেরবার হিমাচলপ্রদেশ। শুক্রবার গভীর রাতের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিমলার সড়কপথ। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

এদিকে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় খুলল কেদারনাথের পথ। ১৫ দিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার ফের শুরু হয়েছে কেদারনাথ যাত্রা। মেরামতির পর আপাতত তীর্থযাত্রীদের জন্য খোলাই থাকছে ওই রাস্তা।

সিমলার পুলিশ সুপার সঞ্জীব কুমার গান্ধি জানান, সিমলা জেলার রামপুরে শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং তারপরই বন্যার খবর পাওয়া যায়। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে তাকলোচ এলাকায় নেগুলসারির কাছে ৩০ মিটার রাস্তা প্রায় ধুয়েমুছে সাফ। এই পরিস্থিতিতে বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে সিমলার বাকি অঞ্চল থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন কিন্নর জেলা। বন্ধ রাজ্যের আরও ৫৮টি সড়ক।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্যে ২২ অগাস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলতে পারে। শুক্রবারই হিমাচলের ১২টি জেলার মধ্যে ১০টিতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চাম্বা, কাংড়া, সিমলা এবং সিরমৌর জেলার কয়েকটি এলাকায় রয়েছে হড়পা বানের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির জেরে ব্যাহত হয়েছে রাজ্যের ৩১টি বিদ্যুৎ এবং চারটি জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ। সরকারি সূত্রে খবর, ২৭ জুন থেকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যে শুধুমাত্র বৃষ্টির কারণে দুর্ঘটনাতেই প্রাণ গিয়েছে ১১০ জনের।

৩১ জুলাই থেকেই মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ধসে সিমলা, মান্ডি এবং কুলু জেলা। ধসের কবলে ভেঙেছে বহু ঘরবাড়ি, স্কুল ও হাসপাতাল। বহু মানুষ নিখোঁজ, মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। অন্যদিকে ৩১ জুলাই রাতের ভারী বৃষ্টি ও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কেদারনাথ যাওয়ার ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ। ২৯টি জায়গায় ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাস্তা সারাতে গত কয়েক দিন ধরে দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন ২৬০ জনেরও বেশি শ্রমিক। শুক্রবারই ওই পথে মেরামতির কাজ শেষ হয়। তবে এখনও কয়েকটি বিপজ্জনক জায়গায় তীর্থযাত্রীদের রাস্তা পারাপার করে দেওয়ার জন্য মোতায়েন রয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা।

ফের সেতু বিপর্যয়

পাটনা, ১৭ অগাস্ট : সেতু বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই নেই বিহারের। শনিবার আগুয়ানি-সুলতানগঞ্জে একটি নির্মীয়মাণ সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ে। ১৭১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ ওই সেতুটির ৯ ও ১০ নম্বর স্তম্ভের মাঝের অংশটি ভেঙে পড়ে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে গত দুই মাসের ভিতর বিহারে ১২টি সেতু ভেঙে পড়ল। একের পর এক সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় বিহারের নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। গত ৯ বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার গঙ্গার ওপর নির্মীয়মাণ সেতুর অংশটি ভেঙে পড়ল। এর আগে ২০২২ সালের ২৭ এপ্রিল এবং ২০২৩ সালের ৪ জুন সেতুটির ওই অংশটিই ভেঙে পড়েছিল। চলতি বছরের গোড়ায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ১৫ জন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করেছিল রাজ্য সরকার। আগুয়ানি-সুলতানগঞ্জ সেতুটি বিহারের উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ২০১৪ সালে সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। ২০১৯ সালের মধ্যে সেতুটি নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ১০ বছরে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৪৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভারতের হাতে তুলে দেবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৭ অগাস্ট : ভারতের বুকে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলা হয়েছিল ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর। ১০ পাকিস্তানি জঙ্গি আরব সাগর পেরিয়ে এসে মুম্বইয়ে হামলা চালায়। ২৬/১১-র সেই হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৬ জন মার্কিন নাগরিক সহ মোট ১৬৬ জনের। ওই হামলায় যোগ থাকার অভিযোগ রয়েছে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী তাহাউর হুসেন রানার বিরুদ্ধে। তিনি বর্তমানে রয়েছেন আমেরিকার জেলে। অনেক দিন ধরেই তাঁকে ভারতে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে নয়াদিল্লি। এবার তাতে সবুজ সংকেত দিল আমেরিকার আদালত। অভিযোগ, রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল পাকিস্তানি-মার্কিন লস্কর জঙ্গি ডেভিড কোলম্যান হেডলির।

আমেরিকার নিম্ন আদালত আগেই অভিযুক্ত ওই ব্যবসায়ীকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার

২৬/১১-র মূলচক্রী

অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত রানা। তাতে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেও ২৬/১১ হামলার মামলায় বেকসুর খালাস পান রানা।

তবে এবার আমেরিকার আপিল আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের কাছে অভিযুক্তকে হস্তান্তর করা যাবে। গত ১৫ অগাস্ট আমেরিকার আদালত এই নির্দেশ দেয়। আপিল আদালতের তিন বিচারপতির এক প্যানেল জানিয়েছে, 'ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বন্দি হস্তান্তর চুক্তি অনুযায়ী রানাকে হস্তান্তর করা যাবে।'

নবম সার্কিটের আপিল আদালতে ওই মামলা চলছিল। শুনানির শেষ পর্বে আমেরিকার সহকারী অ্যাটর্নি ব্রাম অ্যালডেনও যুক্তি দিয়েছিলেন, দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী অভিযুক্তকে হস্তান্তর করা যাবে। সেই যুক্তিতেই কার্যত সিলমোহর দিয়েছে আমেরিকার আপিল আদালত।

এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া আটকানোর জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অভিযুক্ত। প্রথমে আমেরিকার এক নিম্ন আদালত মুম্বইয়ের জঙ্গি হামলায় যোগ থাকার অভিযোগে রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ক্যালিফোর্নিয়ার জেলা আদালতে গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। সেখানে আদালত অভিযুক্তকে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনকে মদতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করলেও ২৬/১১ হামলায় সাহায্যের অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

জেলায় দত্তক গ্রহণ সংস্থা না হওয়ায় সুপ্রিম ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : সন্তান দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং দ্রুত করার ব্যাপারে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আগেই কিছু নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই নির্দেশিকায় 'স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি' অর্থাৎ 'বিশেষ দত্তক গ্রহণ সংস্থা' (এসএএ) তৈরির কথাও বলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী গত ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দেশের ৭৬০টি জেলাতেই দত্তক গ্রহণ সংস্থা তৈরির দায়িত্ব ছিল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের। কিন্তু তা না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়ল সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

সম্প্রতি দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা কার্যকর করার জন্য রাজ্যগুলিকে শেষ সুযোগ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ৩০ অগাস্টের মধ্যে আদালতের নির্দেশিকা মেনে কাজ শেষ করতে হবে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। তা না হলে তাদের আদালত অবমাননার মুখে পড়তে হবে বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ।

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, গত বছর ২০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী অনেক রাজ্যই কাজ করেনি। এখনও দত্তক গ্রহণ সংস্থা (এসএএ) তৈরি হয়নি দেশের ৩৭০টি জেলায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে পিছিয়ে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, গুজরাট,

হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরাখণ্ড। ওই রাজ্যগুলির ৫০ শতাংশের বেশি জেলায় এখনও এসএএ তৈরি করা হয়নি। তবে চণ্ডীগড়, গোয়া, কর্ণাটক, রাজস্থান এবং কেরল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে তাদের প্রতিটি জেলায় এসএএ তৈরি করেছে।

এই প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'শেষবারের মতো আপনাদের সুযোগ দিচ্ছি। ৩০ অগাস্টের মধ্যে প্রতিটি জেলায় এসএএ তৈরি করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবকে আদালতে এসে হলফনামা দিয়ে বলতে হবে, কেন তাঁদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হবে না।'

খেলায় আজ

২০১৬ : টানা তৃতীয়বার অলিম্পিকে ২০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতলেন জামাইকার উসেইন বোল্ট। রিও ডি জেনেইরো অলিম্পিকে ২০০ মিটার সম্পূর্ণ করতে বোল্ট ১৯.৭৮ সেকেন্ড সময় নিলেন।

সেরা অফবিট খবর

ভরতনাট্যম, ঘোড়ায় চড়া

অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে ব্যস্ততার জন্য মনু ভাকের শেষ কয়েক মাস নিজের পছন্দের কাজগুলি করতে পারেননি। আগামী তিন মাস তিনি বন্দুক হাতেই তুলতে চান না। মনু বলেছেন, 'হাতে বেশ কিছুটা সময় আছে। তাই আবার মার্শাল আর্ট শিখতেই পারি। এজন্য যতটা সময় দেওয়া দরকার আগে সেটা দিতে পারিনি। নাচের নেশাও রয়েছে। ভরতনাট্যম শিখেছি। আমি ঘোড়া চালাতে ও স্কেটিং করতেও ভালোবাসি।' তবে তাঁর কোচ যশপাল রানা চোট পাওয়ার আশঙ্কায় ছাত্রীর ঘোড়ায় চড়া ও স্কেটিং করতে নিষেধ করেছেন।

ভাইরাল

গাড়িতেও ২৬৪

রোহিত শর্মাকে সম্প্রতি মুম্বইয়ের রাস্তায় দেখা গিয়েছে নীল রংয়ের ল্যাম্বরগিনি চালাতে। তবে বিলাসবহুল গাড়ি নয়, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে গাড়ির নম্বর প্লেট। যেখানে শেষ তিনটি সংখ্যা ২৬৪। যা ওডিআইয়ে রোহিতের সর্বাধিক রান। একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ডও।

ইনস্টা সেরা

কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার মহারাজ ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে বেঙ্গালুরু ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মহীশূর ওয়ারিয়র্সের হয়ে নেমে রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত বিশাল ওভার বাউন্ডারি মারেন। পেস বোলারের বিরুদ্ধে পেছনের পা কিছুটা সরিয়ে লেগ সাইডে তাঁর ছক্কা হাঁকানো দেখে অনেকেরই সমিতের বাবার কথা মনে পড়েছে।

সেরা উক্তি

ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট মেয়েটা অলিম্পিক নিয়ে কিছুই জানত না। ছোটবেলায় আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমিও লম্বা চুল রাখতে চাইতাম। ভাবতাম হাতে ফোন নিয়ে ঘুরে বেড়াব। আমার বাবা একবার বলেছিলেন, তিনি তাঁর মেয়েকে প্লেনে উঠতে দেখতে চান। আমি তখন খুব হেসেছিলাম।

-ভিনেশ ফোগট

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন অলিম্পিকে ভারত সবচেয়ে বেশি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. স্টিভেন স্মিথ,
২. শংকরলাল চক্রবর্তী।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুখেন স্বর্ণকার, সুজন মহন্ত, অমৃত হালদার, কাজল রায়, সমরেশ বিশ্বাস, কৌশোভ দে।

দেশের অভ্যর্থনায় চোখে জল ভিনেশের

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : কথায় বলে, পরাজিতদের কেউ মনে রাখে না। ভিনেশ ফোগটও তো 'পরাজিত'। ওজন বেশি থাকায় প্যারিস অলিম্পিকে কুস্তিতে মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে নামতে পারেননি। পরে তাঁর যুগ্ম রুপোজয়ীর আবেদনও কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টস (ক্যাস) বাতিল করে দেয়। কিন্তু ভারতবাসীর কাছে ভিনেশ যেন এক হার না মানা যোদ্ধা। তাই ঘরে ফিরতেই ঘরের মেয়েকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন সমর্থকরা। এত অভ্যর্থনায় ভিনেশও চোখের জল সামলাতে পারেননি।

'শূন্য হাতেই' শনিবার নয়াদিল্লিতে নামেন ভিনেশ। কিন্তু বিমানবন্দরেই যে কয়েক হাজার সমর্থক তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকবেন, সেটা হয়তো ভিনেশ নিজেও আশা করেননি। সমর্থকদের পাশাপাশি ভিনেশের দুই সতীর্থ ও কুস্তি আন্দোলনের অন্যতম মুখ বজরং পুনিয়া ও সাক্ষী মালিকও তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। ভিনেশকে নিয়ে হুডখোলা জিপ বিমানবন্দর থেকে রওনা দিতেই সমর্থকরা তাঁকে পুষ্পবৃষ্টিতে ভরিয়ে দেন। 'এত আনন্দ, আয়োজন' ভিনেশকেও আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল। যারজন্য চোখের জল বাঁধ মানেনি ভিনেশের। চোখের কোণ চিকচিক করছিল সাক্ষী, বজরংদেরও। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তারকা কুস্তিগির বলেছেন, 'গোটা দেশকে ধন্যবাদ। এত ভালোবাসা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে।'

মেয়ে ঘরে ফিরবে আর মা সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকবেন না, তা আবার হয় নাকি। আশপাশের গ্রামের লোকজনকে নিয়ে সকাল থেকে বিমানবন্দরে মেয়ের অপেক্ষায় ছিলেন ভিনেশের মা প্রেমলতা। সমর্থকদের ভালোবাসার অত্যাচারের মধ্যেই মাকে জড়িয়ে ধরেন ভিনেশ। মা-বাবার চোখে তাঁদের সন্তানরা সবসময়ই প্রিয় হন। তাই মেয়েকে স্নেহচুম্বন দিয়ে প্রেমলতা বলেছেন, 'আমাদের গ্রামের প্রত্যেকে, পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনও ভিনেশকে স্বাগত জানাতে এসেছে। গ্রামে ফেরার পর ওকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আমার চোখে ভিনেশ সবসময়ই চ্যাম্পিয়ন থাকবে। গোটা দেশ আজ ভিনেশকে সোনার পদকের চেয়েও বেশি সম্মান দিয়েছে।'

অলিম্পিক ফাইনালে বাতিল হওয়ার পর কুস্তি থেকে অবসরের কথা জানিয়েছিলেন ভিনেশ। শুক্রবার প্রায় ২ হাজার শব্দের পোস্টে ফিরে আসার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। নতুন একটি পোস্টে ভিনেশ স্মৃতির সরণিতে ভেসে গিয়েছেন ভিনেশ। লিখেছেন, 'ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট মেয়েটা অলিম্পিক নিয়ে কিছুই জানত না। ছোটবেলায় আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমিও লম্বা চুল রাখতে চাইতাম। ভাবতাম হাতে ফোন নিয়ে ঘুরে বেড়াব। আমার বাবা সাধারণ বাস ড্রাইভার ছিলেন। বাবা একবার বলেছিলেন, তিনি তাঁর মেয়েকে প্লেনে উঠতে দেখতে চান। আমি তখন খুব হেসেছিলাম। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও আমাদের তিন বোনের জীবনে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। মায়ের স্টেজ থ্রি ক্যানসার ধরা পড়ে। আমারও সেই লম্বা চুল, হাতে ফোন নিয়ে ঘোরার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই বেঁচে থাকার লড়াই করছি।'

দেশে ফিরে কখনও কাঁদলেন, কখনও সমর্থকদের পুষ্পবৃষ্টিতে হাসলেন ভিনেশ ফোগট। দিল্লির রাজপথে ধর্নারি দুই সঙ্গী সাক্ষী মালিক ও বজরং পুনিয়ার সঙ্গে আবেগঘন মুহূর্তে ভিনেশ। শনিবার। ছবি : পিটিআই

কুস্তি আন্দোলন থেকে শুরু করে ভিনেশের অলিম্পিক ফাইনালে বাতিল হয়ে যাওয়া- প্রতিটা মুহূর্তে সতীর্থের পাশে ছিলেন বজরং, সাক্ষী। এদিনও ভিনেশকে পাশে নিয়ে বজরং বলেছেন, 'দেশের মানুষ ওকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিল। এটা দেশের প্রতিটা মেয়ের জয়।' সাক্ষীর বক্তব্য, 'দেশের জন্য ভিনেশ যা করেছে, সেটা খুব কম মানুষই করতে পারে। অলিম্পিকে পদক জেতার জন্য ও সর্বস্ব দিয়েছিল। প্রচুর সম্মান প্রাপ্য ভিনেশের।'

সম্মান, ভালোবাসা, আদর নিয়ে ভিনেশ আগামীর জন্য তৈরি হতে পারেন কিনা সেটাই দেখার।

ডায়মন্ড লিগে নামছেন নীরজ

ম্যাগলিনজেন (সুইৎজারল্যান্ড), ১৭ অগাস্ট : টানা দ্বিতীয় সোনা জয়ের স্বপ্ন নিয়ে প্যারিস অলিম্পিকে নেমে রুপো নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। সঙ্গে কুঁচকির চোট কিছুটা হলেও ভুগিয়েছে ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে।

অলিম্পিকের মঞ্চে নীরজ জানিয়েছিলেন, কুঁচকির চোট থেকে পুরোপুরি নিস্তার পেতে অস্ত্রোপচারের পথে হাঁটবেন। আপাতত সেই ভাবনায় দাঁড়ি। বরং চলতি মাসে লুসান ডায়মন্ড লিগে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন ভারতের সোনার ছেলে। অলিম্পিক শেষ হওয়ার পর দেশে ফেরেননি নীরজ। উলটে কোচ ক্লজ বার্তোনিজ ও ফিজিও ঈশান মারওয়ার সঙ্গে সুইৎজারল্যান্ডের ম্যাগলিনজেনে প্রস্তুতি সারছেন তিনি। সেখানে এক অনুষ্ঠানে নীরজের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কবে তিনি ট্র্যাকে ফিরছেন? নীরজ বলেছেন, 'আমি লুসান ডায়মন্ড লিগে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা ২২ অগাস্ট শুরু হবে।' প্রতিযোগিতার পর ইউরোপে ডাক্তার দেখানোর পরিকল্পনাও বাতিল করেছেন নীরজ। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ভাগ্য ভালো, প্যারিস অলিম্পিক ভালো কেটেছে আমার। চোট খুব একটা ভোগায়নি। তাই ভাবলাম, মরশুম শেষ হওয়ার পরই ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসব। সেপ্টেম্বরের শেষে দেশে ফিরব। তারপর কুঁচকির চোট নিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব।'

প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের মতো নীরজেরও প্রথম থ্রো বাতিল হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় নাদিম ৯২.৯৭ মিটার ছুড়ে বাকিদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে যান। নীরজ ৮৯.৪৫ মিটার (কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেরা থ্রো) ছুড়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। নাদিমের দৈত্যাকার থ্রোয়ের পরই ছুড়তে হওয়ায় কিছুটা যে সমস্যা হয়েছিল, সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন নীরজ। বলেছেন, 'কখনই মনে হয়নি আমি পারব না। সেদিনের আগে নাদিমের সেরা থ্রো ছিল ৯০.১৮। আমার কেরিয়ারের সেরা থ্রো ৮৯.৯৪ মিটার। মানসিকভাবে সেরাটা দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম। কিন্তু শারীরিকভাবে নয়। জ্যাভলিন নিয়ে দৌড়ানোর সময় ছন্দ পাচ্ছিলাম না। তারপরও পজিটিভ থাকার চেষ্টা করেছি। তবে নাদিমের রেকর্ড থ্রোয়ের পরপরই ছুড়তে হওয়ায় কিছুটা তো সমস্যা হয়েইছে। কারণ নাদিমের ৯২.৯৭ মিটার থ্রো সবাইকেই চাপে ফেলে দিয়েছিল।'

অলিম্পিকে টানা দ্বিতীয় সোনা আসেনি। নীরজের বর্শা ৯০ মিটারের গণ্ডিও টপকায়নি। ৯০ মিটার স্পর্শ করার বিষয়টি ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন নীরজ। বলেছেন, 'বিষয়টি ভগবানের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমি শুধু সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে নামতে চাই। দেখা যাক, জ্যাভলিন কতদূর যায়। এমনিতেই ৯০ মিটার নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। আগামী দুই-তিনটি ইভেন্টে সেরাটা দেব। বাকি কিছু নিয়ে ভাবছি না।'

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছেন সৌরভ

আরজি করের ঘটনায় রাগ হচ্ছে ঋদ্ধিমানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : দুইজনই কন্যাসন্তানের বাবা। দুইজনই জানেন বাবা হিসেবে তাঁদের বিশাল দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি। তাই আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে একেবারেই মন ভালো নেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঋদ্ধিমান সাহার।

মন ভালো থাকার মতো ঘটনা কলকাতায় ঘটেওনি। সৌরভ-ঋদ্ধিমানরা বুঝতে ও ভাবতেই পারছেন না কলকাতায় এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু তারপরও ঘটনা ঘটেছে। একজন পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে আরজি কর হাসপাতালে। যা নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতিও। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তের দায়িত্বভার নিয়েছে। এমন অবস্থায় আজ বেলার দিকে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ বলেছেন, 'ভয়ংকর ঘটনা। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, দোষীদের এমন শাস্তি হোক যেন আগামীদিনে কেউ এমন অপরাধ করার কথা দুঃস্বপ্নেও না ভাবে। জানি না কেন আমার মন্তব্য নিয়ে অযথা বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু আমি এমন ঘটনা কখনই সমর্থন করি না।' কলকাতা থেকে কোচবিহার, লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক- সর্বত্রই আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। মহারাজের কথায়, 'সাধারণ মানুষ পথে নেমে এমন ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন, করছেন। দুনিয়ার সর্বত্রই এমন হয়ে থাকে।' সৌরভ কি আগামীদিনে কলকাতার রাজপথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হবেন? স্পষ্ট করে কোনও জবাব দেননি

> প্রাক স্বাধীনতার রাতে আমরাও ঠিক করেছিলাম পথে নামব। কিন্তু আচমকা সানা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি করতে থাকে। ফলে আমাদের পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।
>
> **ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়**
> (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী)

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাঁর কথায়, 'দেখা যাক কী হয়। এই ঘটনাকে নিয়ে যাই বলি না কেন, কম বলা হয়।'

সৌরভ এমন ঘটনা নিয়ে সরাসরি তাঁর মনের কথা না বললেও তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে আজ। কলকাতায় ভিন্ন এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের স্ত্রী বলেছেন, 'প্রাক স্বাধীনতার রাতে আমরাও ঠিক করেছিলাম পথে নামব। কিন্তু আচমকা সানা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি করতে থাকে। ফলে আমাদের পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।' 'আমরা' বলতে ডোনা সৌরভকেও বুঝিয়েছেন কিনা, স্পষ্ট হয়নি। তবে সৌরভের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, আগামীদিনে স্ত্রী ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে রাত দখল অভিযানে পথে নামতে পারেন সৌরভ।

দেশের হয়ে ৪০টি টেস্ট খেলা ঋদ্ধিমানও একইভাবে আজ সমাজমাধ্যমে আরজি কর নিয়ে তাঁর রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ উজাড় করে দিয়েছেন। একজন বাবা হিসেবে এমন ঘটনা তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন পাপালি। সমাজমাধ্যমে ঋদ্ধি লিখেছেন, 'আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। আমার শহর কলকাতায় যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা নিয়ে লিখছি শুধু নিজেকে শান্ত করার জন্য। একজন বাবা হিসেবে কষ্ট ও রাগ হচ্ছে আমার। সন্তানদের সুরক্ষিত রাখতে না পারলে নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় কীভাবে দেব।' যে বা যারা এই নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার।

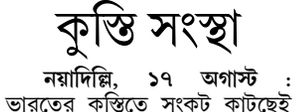

নির্বাসনের মুখে কুস্তি সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : ভারতের কুস্তিতে সংকট কাটছেই না। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টের একটি নির্দেশে বিপদে পড়তে চলেছেন কুস্তিগিররা। আবার তাঁরা নির্বাসিত হতে পারেন। একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় কুস্তির দেখাশোনার দায়িত্ব অ্যাড হক কমিটির হাতে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থা পালটা আবেদনের কথাও জানিয়েছে। এখন অ্যাড হক কমিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ, আবার তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ। ফলে ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে আবার নির্বাসিত করা হতে পারে। গত ৪ এপ্রিল অ্যাড হক কমিটি তুলে দিয়েছিল ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ, প্রয়োজনে আবার তা গঠন করে কুস্তি সংস্থা দেখাশোনার ভার দেওয়া যেতে পারে। ফলে সবমিলিয়ে আবার নির্বাসনের খাঁড়া ঝুলছে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার উপর।

বিরাট এখনও নেতা : বুমরাহ

মুম্বই, ১৭ অগাস্ট : মহেন্দ্র সিং ধোনি আগেভাগে পরিকল্পনা বিশ্বাসী ছিলেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতেন। বিরাট কোহলির স্বতঃস্ফূর্ততা বাকিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। রোহিত শর্মা 'বড় দাদা'র মতো।

জসপ্রীত বুমরাহ চোখে তাঁর তিন ভারতীয় অধিনায়ক।

মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অভিষেক। তিন ফরম্যাটে উত্থান কোহলির সময়ে। অধিনায়ক রোহিতকে পেয়েছেন

'রোহিত বড় দাদার মতো'

সেই আইপিএল শুরুর সময় থেকেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। তিন 'লিডারকে' সামনে থেকে দেখার অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিয়েছেন বুমরাহ।

সেরা অধিনায়ক কে? প্রশ্নের জবাবে সবাইকে চমকে দিয়ে নিজের নাম বলেন। বুমরাহর জবাব, 'আমার চোখে আমিই সেরা অধিনায়ক। নিজের নামই বলব।' পরে জানান, পুরোটাই মজা। সঙ্গে নিজের তিন ভারতীয় অধিনায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া।

বুমরাহ বলেছেন, 'প্রথম থেকেই মাহিভাই আস্থা দেখিয়েছে আমার ওপর। স্বাধীনতা দিয়েছিল। ধোনিভাই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখত। আগে থেকে পরিকল্পনা সেভাবে করত না।' তুলে ধরেন বিরাটের স্পেশাল এনার্জি, ফিটনেসের কথা।

জসপ্রীত বুমরাহর অ্যাকশনে বোলিং করে চমকে দিলেন এক স্কুল ছাত্রী।

ভারতীয় দলের এক নম্বর স্পিডস্টারের কথায়, 'মাঠে সবসময় টগবগে বিরাট। ক্রিকেটের প্রতি ওর আবেগ দুর্দান্ত। অসম্ভব ফিটও। বাকিদের ফিটনেসে নজর রাখে। এখন অধিনায়ক নয় বিরাট। কিন্তু ওর মতো কারও কোনও পদ দরকার পড়ে না। সবসময় দলের কথা ভাবে। অধিনায়ক না হয়েও এখনও দলের নেতা।'

বুমরাহর কাছে রোহিত বড় দাদার মতো। আইপিএল থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় আসা বুমরাহর শুরুটা হিটম্যানের নেতৃত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে। দীর্ঘদিন যে বটগাছের ছায়া থাকা বুমরাহ বলেছেন, 'ব্যাটার হলেও বোলারদের কথা ভাবে রোহিত। মানসিকভাবে কোন ক্রিকেটার কী অবস্থার মধ্যে যাচ্ছে, সেটা খুব ভালো বোঝে। আর একগুঁয়ে নয়। সবার কথা শোনে, মতামতকে গুরুত্ব দেয়।'

তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে আইপিএল

> দল হিসেবে কখনোই এই ধরনের ঘটনাকে (হার্দিককে টিটকিরি) প্রশ্রয় দিতে পারি না আমরা। সবাই ওর সঙ্গে ছিলাম। হার্দিকের সঙ্গে কথাও বলেছি, যদি কোনও সাহায্য লাগে। আসলে কিছু কিছু বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ঘটার হলে ঘটবেই।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

বিতর্কেও ফের মুখ খুলেছেন। দাবি, সমর্থকদের কটূক্তি, টিটকিরি মুখে পড়া হার্দিকের পাশে পুরো দলই ছিল। বুমরাহ বলেছেন, 'দল হিসেবে কখনোই এই ধরনের ঘটনাকে (হার্দিককে টিটকিরি) প্রশ্রয় দিতে পারি না আমরা। সবাই ওর সঙ্গে ছিলাম। হার্দিকের সঙ্গে কথাও বলেছি, যদি কোনও সাহায্য লাগে। আসলে কিছু কিছু বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ঘটার হলে ঘটবেই।'

সাজঘরে আর্শাদকে চান গিলেসপি

রাওয়ালপিন্ডি, ১৭ অগাস্ট : আর্শাদ নাদিমকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাজঘরে চাইছেন হেডকোচ জেসন গিলেসপি। প্রাক্তন অজি স্পিডস্টারের বিশ্বাস, আর্শাদের উপস্থিতি বাবর আজম, শাহিন শা আফ্রিদিদের অনুপ্রাণিত করবে।

পিসিবি পডকাস্টে গিলেসপি বলেছেন, 'আর্শাদ নাদিমকে সাজঘরে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। দেখেছি, অলিম্পিকের সময় সবাই কীভাবে ওর সমর্থনে গলা ফাটিয়েছে। ওর উপস্থিতি, সোনা জয়ের গল্প দলকে উদ্বুদ্ধ করবে। নিশ্চিতভাবে যা দলের জন্য দুর্দান্ত মুহূর্ত হবে। সবাই মিলে সেই আবেদন রাখছি।' পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদও বলেছেন, 'আর্শাদের ঐতিহাসিক সোনা জয় ক্রিকেটারদের ভালো খেলার রসদ জোগাবে। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা বিশাল সম্মান। আর্শাদের সাফল্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে পাকিস্তানকে গর্বিত করার।'

আদালতে গেলেন প্রীতি জিন্টা

মাহির জন্য নিলামে বদলের ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট : মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্য আইপিএলের নিলাম-নিয়মে বড়সড়ো পরিবর্তনের ভাবনা। সূত্রের খবর, চেন্নাই সুপার কিংসের আবেদন মেনে ধোনিকে 'আনক্যাপড ক্রিকেটার' হিসেবে ধরা হবে ২০২৫ মেগা নিলামে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ন্যূনতম ৫ বছর অবসর নেওয়া খেলোয়াড়দের 'ঘরোয়া ক্রিকেটার' ধরা হত অতীতে। ২০২১ সালে তা বদলে ফেলা হয়। কিন্তু মাহিকে ঘিরে চলতি পরিস্থিতিতে সেই নিয়ম ফেরানো হচ্ছে। ২০১৯ সালে ভারতীয় জার্সি তুলে রাখেন মাহি। এরফলে, তাঁকে ধরে রাখতে ১২ কোটির বদলে ৪ কোটি টাকা খরচ করলেই চলবে, সুবিধা হবে দল তৈরিতে। সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন অবশ্য জানিয়েছেন, দলের তরফে নাকি এরকম কোনও অনুরোধ করা হয়নি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। বরং বিসিসিআই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধোনির জন্য এই নিয়ম ফেরাতে চাইছে। তবে সরকারিভাবে বোর্ডের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি চেন্নাইকে।

এদিকে, পাঞ্জাব কিংসের অভ্যন্তরীণ ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াল। অন্যতম কর্ণধার মোহিত বর্মন তাঁর অংশের (৪৮ শতাংশ) কিছু শেয়ার হস্তান্তর করতে চাইছে বাইরের কাউকে। যা আটকাতেই চণ্ডীগড় হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন প্রীতি জিন্টা। প্রসঙ্গত, প্রীতি, নেস ওয়াদিয়ার যথাক্রমে ২৩ শতাংশ করে শেয়ার রয়েছে। বাকি শেয়ার করণ পলের। ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ 'হান্ড্রেড'-এর দলের নাম বদলাতে পারে। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের টানতে এমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইসিবি আগামী মাসে লিগের ৮টি দল বিক্রি করতে চলেছে। যা কিনতে আগ্রহী একঝাঁক ভারতীয় আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। অন্যতম শর্ত, দলগুলির নাম বদল। ব্রিটিশ মিডিয়ার দাবি, আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি হান্ড্রেড নিয়ে আগ্রহী। তবে তারা অর্থ ঢালার বিনিময়ে কিছু নিয়ন্ত্রণ চাইছে। যার মধ্যে টিমের নাম পরিবর্তন।

মোহনবাগান ক্লাবের সামনে মোমবাতি হাতে সমর্থকরা। শনিবার। ছবি : সায়ন গুপ্ত

২১ তারিখ ইস্টবেঙ্গলের কোয়ার্টার ফাইনাল শিলংয়ে

আরজি কর আবহে বাতিল ডুরান্ডের ডার্বি

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : এ যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগেই বিসর্জন। রবিবার ছিল বাঙালির বড় আবেগের ডার্বি ম্যাচ। যে ম্যাচকে ঘিরে গোটা বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, সেই হাইভোল্টেজ ম্যাচটাই হচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই ম্যাচের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা তাঁরা দিতে পারবে না। যার কারণে বাঙালির মহা আবেগের ম্যাচটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে ডুরান্ড কাপ কর্তৃপক্ষ।

গত কয়েকদিন ধরে আরজি কর মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া ডাক্তারের খুনে উত্তাল সারা দেশ। গোটা কলকাতাজুড়েই চলছে বিক্ষোভ আন্দোলন। বাদ যায়নি ফুটবল মহলও। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে ডার্বি ম্যাচকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু হঠাৎই যেন ছন্দপতন ঘটেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচটাই আর হচ্ছে না। যে কারণে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ক্রীড়াপ্রেমীরা। সমাজমাধ্যমে তাদের সমালোচনায় বিদ্ধ ডুরান্ড কমিটি ও ফুটবল প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার রাত অবধি ডার্বি নিয়ে দুই শিবিরে উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল। অনলাইন ও অফলাইনে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয় জটিলতা। প্রথমে সাংবাদিক সম্মেলনের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে সকাল থেকে ম্যারাথন বৈঠক করে প্রশাসন ও ডুরান্ড কমিটি। সেখানেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই ম্যাচের জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়। তার কিছুক্ষণ পরেই ডুরান্ড কমিটি ডার্বি বাতিলের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করে। ডুরান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হবে। কীভাবে দেওয়া হবে সেটা পরে জানানো হবে।

কলকাতাকে বলা হয় ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। অথচ সেই মক্কা থেকেই এবার ফুটবল সরে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কলকাতায় ডুরান্ডের দুইটি কোয়ার্টার ফাইনাল, দুইটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। সেগুলি আপাতত জামশেদপুরে হবে বলে জানা গিয়েছে। আরজি করের অমানবিক ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিরোধে খানিকটা যেন পিছিয়ে এসেছে প্রশাসন। গত বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যজুড়ে ঘটা করে খেলা হবে দিবস পালন করা হয়েছে। অথচ তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের আবেগের খেলাটাই বন্ধ করে দিতে হয়েছে প্রশাসনকে।

ডার্বি বাতিল হলেও দুই দলকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই দলই ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে। কিন্তু গোল পার্থক্যে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগান শেষ আটে পৌঁছেছে। ক্লাব সূত্রের খবর, ২৩ তারিখ জামশেদপুরে মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী ছয়টি গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের পাশাপাশি সেরা দুই গ্রুপ রানার্সও কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। গোল পার্থক্যের সুবাদে সেরা দুই রানার্স দলের মধ্যে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, তারা কোয়ার্টার ফাইনালে ২১ অগাস্ট মুখোমুখি হবে শিলং লাজং এফসি-র। ম্যাচটি শিলংয়ে হবে।

কলকাতা ডার্বি বাতিলের মতো নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা দেশ। আয়োজকদের সিদ্ধান্তটা কি সমর্থন করছেন ডার্বি খেলা প্রাক্তন ফুটবলাররা? নাকি বিরোধিতা?

মানস ভট্টাচার্য

সত্যিই যদি নিরাপত্তাজনিত সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সিদ্ধান্তটি একেবারেই সঠিক। প্রতিবাদ হোক, কিন্তু সমর্থকদেরও গণ্ডি বেঁধে দেওয়া উচিত। ম্যাচের আগে বা পরে কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে সেটি আরও খারাপ হত।

মেহতাব হোসেন

খুবই দুঃখজনক। এই ম্যাচটির দিকেই ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা তাকিয়ে থাকে। আমরা প্রত্যেকেই অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। যে সমর্থকরা পরিশ্রম করে টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের কথা ভেবে আরও খারাপ লাগছে।

দীপেন্দু বিশ্বাস

পৃথিবীতে বহু দেশে এর আগে নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে ডার্বি হয়নি। আমাদের সময় কলকাতা ডার্বি ভেস্তে যাওয়ার কথা মনে পড়ছে না, তবে পরিস্থিতির বিচারে সিদ্ধান্তটা সঠিক। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছাড়া ডার্বি আয়োজন উচিত নয়।

রহিম নবি

ডার্বি হবে না, সেটা কখনই কাম্য নয়। তবে যা পরিস্থিতি তাতে সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত। নিরাপত্তাজনিত সমস্যা থাকলে ডার্বি আয়োজন না করাই ভালো।

একনজরে ডার্বি বাতিলের স্মরণিকা

শুক্রবার দুপুর ১২টা ২৩ মিনিট
ডুরান্ড কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় শনিবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে ডার্বির জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করা হবে।

শনিবার সকাল ১০টা ২০ মিনিট
ডুরান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয় সাংবাদিক সম্মেলন পিছিয়ে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় হবে। কিন্তু তখন অনেক সাংবাদিকই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এখান থেকেই ডার্বির ভবিষ্যৎ নিয়ে জটিলতা ও জল্পনার শুরু।

শনিবার বেলা ১২টা
ডার্বি বাতিল নিয়ে ময়দানে গুঞ্জন শুরু। নানা মহল থেকে ডার্বি বাতিলের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

শনিবার দুপুর ২টা
রবিবারের ডার্বির ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে ডুরান্ড কমিটি। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয় পুলিশ-প্রশাসন। ম্যাচ বাতিলের আশঙ্কা আরও তীব্র হয় সমর্থকদের মনে।

শনিবার দুপুর ২টা ৫৬ মিনিট
আশঙ্কা ও জল্পনাই সত্যি হল। সরকারিভাবে ডুরান্ড কমিটি জানিয়ে দিল, রবিবারের নির্ধারিত ডার্বি বাতিল।

শনিবার সন্ধ্যা ৬টা
ডার্বি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দুই দলের সদস্য-সমর্থকদের। সমাজমাধ্যমে সমালোচনায় বিদ্ধ প্রশাসন ও ডুরান্ড কমিটি।

আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের বিচারের দাবি নিয়ে র‍্যালিতে মোহনবাগান সমর্থকরা। কলকাতায় শনিবার।

ছবি : সায়ন গুপ্ত

লিগে ছুটছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : কলকাতা লিগে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে ইস্টবেঙ্গল। শনিবার নিজেদের মাঠে তারা ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে। গ্রুপ ‘বি’-তে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এখন শীর্ষে। ২৫ মিনিটে জেসিন টিকে তাদের এগিয়ে দেন। তন্ময় দাসের নিখুঁত পাস থেকে তিনি বল জালে রাখেন। এরপর লাল-হলুদের আধিপত্য থাকলেও তারা বিরতির আগে আর গোল পায়নি। ৫৫ ও ৮০ মিনিটে জোড়া গোল করেন এডুইন ভান্সপাল। মাঝে ৭৪ মিনিটে গোল আজাদ সাহিমের।

MARBLE | GRANITE
MARBLE MOORTI
Eastern India's Finest Natural Stone Experience
Subh Marbles 1985
Floors To Walls
9093260030
7828774703
www.subhmarbles.com

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছেন সৌরভ

-খবর উনিশের পাতায়

Deshbandhupara Durga Puja Committee
Adarsha Sangha Lucky Draw Result
15th August 2024

1st Prize- 26691	2nd Prize- 16141
3rd Prize- 58730	4th Prize- 10219
5th Prize- 16322	6th Prize- 57512
7th Prize- 37093	8th Prize- 36279
9th Prize- 49905	10th Prize- 14076

Consolation Prize Stand Fan
11791-19613-28788-25446-31924
39709-46017-47589-58430-59163

দুই প্রধানের সমর্থকদের মিলিত প্রতিবাদ

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : কখনও ‘বাঙাল ঘটি মিলে সাথ, সবে কর প্রতিবাদ’ স্লোগান উঠল, আবার কখনও শোনা গেল, ‘ডার্বি বাতিল করলে কর, বিচার চায় আরজি কর।’

শনিবার সন্ধ্যায় মোহনবাগান ক্লাব তাঁবু থেকে গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত চলা সমর্থকদের মোমবাতি মিছিলে এমনই স্লোগান ওঠে। তাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মহিলারা। ডার্বি বাতিলের প্রতিবাদে ও আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে হওয়া এই মিছিলে পা মেলান দুই প্রধানের সমর্থকরা। তবে এই শেষ নয়। একই কারণে রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ সমর্থকরা ফের একত্রিত হয়ে স্টেডিয়াম চত্বর থেকে আরও বড় প্রতিবাদ মিছিল করতে চলেছেন।

ডুরান্ড কাপের ডার্বি ঘিরে শহরজুড়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। অনলাইনে টিকিট বিতরণ শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই টিকিট নিঃশেষিত হয়ে যায়। এমনকি অফলাইনে টিকিট কাটতেও রাত জেগে ক্লাব তাঁবুতে লাইন দিয়ে দেন সমর্থকরা। যে মহারণের অপেক্ষায় তাঁরা থাকেন, সেটা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা কোনও প্রধানের সমর্থকই মেনে নিতে পারছেন না। এদিন মিছিলে উপস্থিত সুমিত রানা নামে এক মোহনবাগান সমর্থকের কথায়, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্য টিফোর অনুমতি পাওয়া যায়নি। উপরন্তু ম্যাচটাই বাতিল করে দেওয়া হল। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাতে ও আরজি কর কাণ্ডের দ্রুত বিচারের দাবিতে আমরা রবিবার ফের পথে নামব।’ সুমিতের পাশে দাঁড়ানো চন্দনময় রায় নামে এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থক বলেছেন, ‘মাঠে নব্বই মিনিট আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু মাঠের বাইরে প্রতিবাদ জানাতে দুই পক্ষের সমর্থকরা মিলে কাল একই আওয়াজ তুলব।’ ১৪ অগাস্ট রাত যেমন কলকাতার মহিলাদের দখলে ছিল, তেমনই ডার্বি না হলেও রবিবাসরীয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দুই প্রধানের সমর্থকদের দখলেই থাকবে।

পরিসংখ্যানে ম্যাচ বাতিল

- ১৯৫৩ সালে কলকাতা লিগ চলাকালীন ইস্টবেঙ্গলের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল ইউরোপের দুই দেশে কিছু ম্যাচ খেলার জন্য। তাদের অনুপস্থিতিতে শুধু ফিরতি ডার্বি নয়, লিগটাই বাতিল করে দেয় আইএফএ।
- ১৯৮০ সালের ১৬ অগাস্টের ডার্বিতে ১৬ দর্শকের মৃত্যুর কারণে সেবারের লিগ ও শিল্ড বাতিল করে আইএফএ।
- ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুতে মোহনবাগান বনাম জামশেদপুরের গভর্নর্স গোল্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচ বিরতির পর বন্ধ হয়ে যায়। তখন মোহনবাগান ১-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

তথ্য : হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিচ্ছে দুই ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : ডার্বি বাতিলের মতো নজিরবিহীন ঘটনার পর এইমুহূর্তে ক্ষোভে ফুটছে দুই প্রধানের সমর্থকরা। কিন্তু ডার্বি বাতিল নিয়ে দুই ক্লাবেরই কর্তারা কোনও আপত্তি জানালেন না। তাঁরা আয়োজকদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিচ্ছেন।

এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের মন্তব্য, ‘শুনলাম পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে না পারার কারণে ম্যাচ বাতিল হয়েছে। এতে আমাদের কিছু বলার নেই। প্রশাসন যদি পুলিশি নিরাপত্তা দিতে না পারে, সেক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতেই হবে। কারণ প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া কোনও ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয়। সমর্থকদের কথা ভেবে খুবই খারাপ লাগছে।’

আবার বাগান সচিব দেবাশিস দত্তের কথায়, ‘ম্যাচটি খেলার জন্য আমরা তৈরিই ছিলাম। কিন্তু আয়োজকদের সিদ্ধান্ত আমাদের মানতেই হবে। আমরা সকলে একটা উত্তেজক ম্যাচের অপেক্ষায় ছিলাম। তবে এটা ভুলে এবার পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে।’

সমস্যা অনেক... সমাধান একটাই!
SD PHARMA
সেলিকল
দাদ হাজা চুলকানি ফাটাগোড়ালী
SALICAL STRONG RINGWORM OINTMENT
Available in: 5g, 10g, 15g pot, 25g Tube, 15ml Lotion
Trade Enquries: 9804688185
Available on: Flipkart Health+ Flipkart amazon

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 99B 21684 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার অর্থনৈতিক স্থিতি অনেকগুণে উন্নতি করেছে। আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পদ্ধতিটি খুবই সহজ যা যে কেউ চেষ্টা করতে পারে। এমন একটি মহান সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা বিবেক মল্লিক - কে 21.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে প্রথম গোলের পর জোশুয়া জির্কজি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বাগানের সূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অগাস্ট : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টায়ার টু-এর সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অভিযান শুরু করবে ১৮ সেপ্টেম্বর। ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ এফসি রাভসান। হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে মোট ছয়টি ম্যাচ খেলতে হবে সবুজ-মেরুন শিবিরকে।

জয় পেল আর্সেনাল, লিভারপুলও

জিতে শুরু লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ১৭ অগাস্ট : এবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচেই জয় পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তারা ১-০ গোলে হারাল ফুলহামকে। ৮৭ মিনিটে দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন নবাগত ডাচ স্ট্রাইকার জোশুয়া জির্কজি। চলতি মরশুমে এই স্ট্রাইকারকে বোলোগনা থেকে সই করিয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ম্যাঞ্চেস্টারের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে গোল করে খুশি জোশুয়া। তিনি বলেছেন, ‘ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে গোল করে দলকে জেতানো, এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। প্রথম ম্যাচের অভিজ্ঞতা সত্যি অনন্য।’ প্রথম ম্যাচে জয়ের পর কোচ এরিক টেন হ্যাগ বলেছেন, ‘আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। তবে এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে।’ ম্যাচে অনেক সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছে আলেহান্দ্রো গারনাচোরা। সেই প্রসঙ্গে কোচ টেন হ্যাগ বলেছেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। আমাদের আরও গোল করা উচিত ছিল।’

জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল লিভারপুল-আর্সেনালও। লিভারপুল ২-০ গোলে হারিয়েছে ইপসউইচকে। ৬০ মিনিটে দিয়েগো জোটা গোল করেন। ৫ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান মহম্মদ সালাহ। আর্সেনাল একই ব্যবধানে জিতেছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডার্সের বিরুদ্ধে। ২৫ মিনিটে কাই হাভার্জ গোলের খাতা খোলেন। ৭৪ মিনিটে তাদের দ্বিতীয় গোলটি করেন বুকায়ো সাকা।

STAR HOSPITAL
SILIGURI STAR HOSPITAL
DEPARTMENT OF PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY
PROVIDING PERFECTION EVEN IN COMPLEX CASES
AREA OF EXPERTISE:
- Vascular Repair
- Cosmetic Surgery
- Wound Management
- Micro Surgery
- Burn
- Limb Implantation
Available Services: Cathlab | Multislice CT Scan | Ultra Modular Operation Theatre | Digital X-Ray | Ultrasound | Echo | ECG | TMT/Holter | 24x7 Emergency & Trauma Care | Pharmacy | Critical Care Units (ICU, NICU, HDU) | Dialysis
CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com
www.starhospitalslg.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005